পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩২ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 32, Issue 1563, Saturday, 03 February 2024 *FREE* www.parichoy.com

গাজা যুদ্ধ : নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায়

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

■ গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল, প্রাথমিক সম্মতি হামাসেরও বলেছে কাতার - ৫ম পাতায়

■ আগামী জুনের মধ্যে বাংলাদেশের টাকার মান ৪ শতাংশ কমতে পারে-মুডিসের পূর্বাভাস-৫ম পাতায়

■ বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ ক্রয়: শেষ হাসি কে হাসবে: এয়ারবাস না বোয়িং-৫ম পাতায়

■ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান রিপোর্ট সিএনএন এর-৬ষ্ঠ পাতায়

■ রেকর্ড পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র-৬ষ্ঠ পাতায়

■ এক দিনে বদলে গেল জাকারবার্গের দুঃসময়, মুখে হাসি এনে দিল ওয়াল স্ট্রিট-৬ষ্ঠ পাতায়

■ আইনমন্ত্রীর '৫০ বছর তত্ত্বে' সাগর-রুনি পরিবারে অনন্ত হতাশা-৮ম পাতায়

■ এক বছরে ১৬ লাখ বাংলাদেশি ভারতের ভিসা নিয়েছেন-৮ম পাতায়

■ একুশে বইমেলা উদ্বোধন : অনুবাদের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশনার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার-৯ম পাতায়

■ একুশে বইমেলা উদ্বোধন : অনুবাদের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশনার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার-৯ম পাতায়

■ নির্বাচনী সহিংসতায় 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের দায় এড়াতে পারে না আ.লীগ'-৯ম পাতায়

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সপ্তাহ না পেড়োতেই তাণ্ডব দেখাল পেন্টাগন

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

'নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানানোর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে না যুক্তরাষ্ট্র'

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC Buildings MASTER ELECTRICIAN
LICENSED # 012637
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING# RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি
CONTACT : 718-445-2740 Email : greenpowerelectric15@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge-Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
৭৭৫
25-78-31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

৩০ মিনিটে ৮৫ লক্ষ্যবস্তু গুঁড়িয়ে দেওয়ার দাবি আমেরিকার

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সপ্তাহ না পেড়োতেই তাণ্ডব দেখাল পেন্টাগন

পরিচয় ডেস্ক: জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সপ্তাহ না পেড়োতেই ভয়াবহ তাণ্ডব দেখাল পেন্টাগন। শুক্রবার ২রা ফেব্রুয়ারী মাত্র ৩০ মিনিটে ইরাক-সিরিয়ায় ইরান সমর্থিত মিলিশিয়া বাহিনীর ৮৫টি স্থাপনায় ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যেন জানান দিয়েছে তাদের প্রতিশোধের আগুন কতোটা উত্তপ্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র যে কতোটা বারুদ হয়ে ছিলো তা অবশ্য বুঝতে দেয়নি ইরানকে। বাইডেন প্রশাসন বারবার বলে আসছিল, তারা যুদ্ধ চায় না তবে জর্ডানে তাদের ঘাঁটিতে হামলার জবাব দিতে প্রস্তুত। এর জেরেই শুক্রবার এই হামলা চালানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, এদিন ইরাকে তিনটি ও সিরিয়ায় চারটি স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে ছিল সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, সামরিক রসদভান্ডার এবং ড্রোন স্টোরেজ ইউনিট।

বার্তাসংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধমূলক হামলায় ১৮ ইরানপন্থি যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এই হামলায় দেশটিতে ইরানপন্থি দলগুলোর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত স্থাপনাসহ অন্তত ২৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাও ধ্বংস করা হয়েছে। তবে ইরাকে হামলার হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্টের বিমান থেকে হামলা চালানো হয়। এর মধ্যে বি-১ বোমারু বিমানও ছিল। এসব বিমানে ১২৫টিরও বেশি নির্ভুল নির্দেশিত যুদ্ধাস্ত্র বহন করা হয়। এই হামলাকে গত রোববার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল, প্রাথমিক সম্মতি হামাসেরও বলেছে কাতার

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল। হামাসও প্রাথমিকভাবে এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। তবে গোষ্ঠীটি জানিয়েছে, তারা তিন ধাপের এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব এখনো গভীরভাবে খতিয়ে দেখছে। তবে চুক্তির বিষয়টি এখনো নিশ্চিত হয়নি। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইসরায়েল এ তথ্য জানিয়েছে।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, মিসর, ফ্রান্স ও কাতারের কর্মকর্তাদের মধ্যকার আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। গতকাল স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি জানান, হামাস প্রাথমিকভাবে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ ক্রয়: শেষ হাসি কে হাসবেড় এয়ারবাস না বোয়িং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা কোম্পানি বোয়িংয়ের সঙ্গে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সম্পর্ক কয়েক দশকের পুরোনো। বিমানের বহরে বোয়িংয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য। সব উড়োজাহাজই এই মার্কিন কোম্পানির *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

আগামী জুনের মধ্যে বাংলাদেশের টাকার মান ৪ শতাংশ কমতে পারে-মুডি'সের পূর্বাভাস

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ঋণমান যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান মুডি'স ইনভেস্টরস সার্ভিস পূর্বাভাস দিয়েছে, আগামী জুনের মধ্যে বাংলাদেশের টাকার মান ৪ শতাংশ কমে যেতে পারে। গতকাল সোমবার ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে এমনটি জানানো হয়েছে।

চলতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডলারের বিনিময় মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্রলিং পেগ নামে নতুন একটি পদ্ধতি ব্যবহারের চিন্তা করা হচ্ছে।

'ক্রলিং পেগ'হচ্ছে দেশিয় মুদ্রার সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয়ের একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি মুদ্রার বিনিময় হারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ওঠানামা করার অনুমতি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুদ্রার দরের একটি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা থাকে। ফলে একবারেই খুব বেশি বাড়তে পারবে না, আবার কমতেও পারবে না।

এমন পদ্ধতির আসতে পারে ঘোষণার পরেই মুডি্স এ পূর্বাভাস দিল। মুডি্সের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগামী জুনের শেষ নাগাদ প্রতি ডলারের বিনিময়ে টাকার মান ১১৫ তে পৌঁছাবে যত গত ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ছিল ১১০।

ওষুধের ক্ষেত্রেও বিশ্ব বাজারে চীনের রমরমা

পরিচয় ডেস্ক: যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে অনেক পণ্যের জন্য গোটা বিশ্ব চীনের উপর কমবেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ওষুধপত্রের ক্ষেত্রেও চীনের আধিপত্য বাড়ছে। সরকারি ভরতুকির মাধ্যমে ইউরোপে সেই নির্ভরতা কিছুটা কমানোর চেষ্টা *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

"কে কি বললেন"

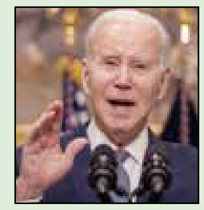

যুদ্ধ নয়, জর্ডানে মার্কিন বাহিনীর ওপর মারাত্মক ড্রোন হামলার জবাব দেব: **প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন**

'বইবেলায় আসতে পেরে আমি আনন্দিত। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসা, এতে তেমন কোনো মজা নেই। কারণ স্বাধীনতাই তো নাই। ডানে তাকাব নিরাপত্তা, বায়ে তাকাব নিরাপত্তা, পেছনে গাড়ির নিরাপত্তা, সামনে নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার বেড়াজালে স্বাধীনতাটাই হারিয়ে গেছে।'- **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমছে। তবে এই গতি ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ। জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশটিতে হঠাৎ ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল। ভাটা পড়েছিল রাজস্ব আহরণে। কিন্তু এখন নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা কেটে গেছে। আমার ধারণা, বাংলাদেশের অর্থনীতি ভালো করবে। - **আইএমএফ'র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন**

'বিএনপি নির্বাচন নিয়ে কী বলবে ও করবে এটা নিয়ে আমরা চিন্তিত না। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যে নিয়ে অস্থিরতা চলছে। আমরাও দ্রব্যমূল্য নিয়ে চিন্তিত।'-**আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের**

বিএনপিকে জনগণ কালো পতাকা আর বিদেশীরা লাল পতাকা দেখিয়েছে। নির্বাচনের পর বিদেশীরা শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে চান। - **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ**

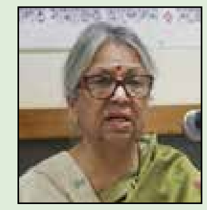

সরকার বলতে পারে এগুলো ঘটেনি, বানোয়াট, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সরকারের লোকজন নিজেদের দায়বদ্ধতা স্বীকারই করেন না।- **বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সুলতানা কামাল, মানবাধিকারকর্মী**

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য। - **পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডেভিড ক্যামেরন**

৭ জানুয়ারি কি ভোট হয়েছে? সেদিন ঢাকা মহানগরে, সারাদেশের কোথাও ভোটার উপস্থিতি ছিল না। এত বড় ফোরটোয়েন্টি ভোট করে কি টিকে থাকা যাবে? নৌকা, ট্রাক, ঈগল- সব একই। এই নির্বাচন জনগণের গণতন্ত্রের সবকিছু নস্যাৎ করে দিয়েছে। - **নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না**

আমাকে জেলে পুরলেও ফুটো করে বেরিয়ে আসব: **ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়**

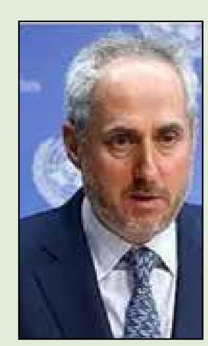

যেকোনো সদস্য রাষ্ট্রের জন্য আমি বলবো সম্ভবত সবচেয়ে উত্তম মেকানিজম হলো জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের মধ্যে ইউনিভার্সেল পিরিয়ডিক রিভিউ বা পর্যালোচনা করা।-**বাংলাদেশে মানবাধিকার, ভোটাধিকার এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিব এর মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক**

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান রিপোর্ট সিএনএন এর

পরিচয় ডেস্ক: ইসরাইল ও হামাসের মধ্যেকার যুদ্ধ এরইমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ফলে স্থানীয় ও বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে একটি সংঘর্ষ দিন দিন অনিবার্য হয়ে উঠছে। মধ্যপ্রাচ্যে এখন যে ধরনের লড়াই দেখা যাচ্ছে তা অনেকটা ছোট ধরনের হামলা ও এর পালটা হামলা। ইরান সমর্থিত যোদ্ধা সংগঠনগুলো ও মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে এসব লড়াই চলছে। এছাড়া ইসরাইলকে টার্গেট করছে ইরানপন্থি বাহিনীগুলো। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাপ্রবাহ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি সরাসরি যুদ্ধও দিন দিন ঘনিয়ে আসছে।

এতদিন পর্যন্ত ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি একে অপরের মুখোমুখি যুদ্ধ এড়িয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেন, সিরিয়া এবং ইরাকে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলিকে আক্রমণ করেছে। অপরদিকে ইরান-সম্পর্কিত গোষ্ঠীগুলি ইরাক এবং সিরিয়ায় মার্কিন ঘাটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তেহরানও ইরাক, সিরিয়া ও পাকিস্তানে ইরানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে শায়েস্তা করতে উঠেপড়ে লেগেছে। সম্প্রতি ইরানে পালটা হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানও। ইরান মধ্যপ্রাচ্যকে নিজের উঠোন বলে মনে করে। গত কয়েক দশক ধরে ইসলামপন্থি, পশ্চিমা-বিরোধী এবং ইসরায়েল-বিরোধী বহু বাহিনী গড়ে তুলেছে ইরান। দেশটি এই পুরো নেটওয়ার্ক তৈরি করতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। তারাই এসব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ, তহবিল এবং অস্ত্র দেয়। এই গোষ্ঠীগুলি সাম্প্রতিক সময়ে আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক জলপথে জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত করছে। এতে পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নিজেদের অর্থনীতি বাঁচাতে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি ইয়েমেনে আক্রমণ করেছে। ইরান গাজার হামাসকেও অর্থায়ন করে। এই বাহিনী গত ৭ই অক্টোবর ইসরাইলের অভ্যন্তরে হামলা চালিয়েছিল। এতে ১২০০ ইসরাইলি নিহত হয়।

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের আগেই মধ্যপ্রাচ্যে ৩০ হাজার মার্কিন সেনা উপস্থিত ছিল। যুদ্ধ শুরুর পর আরও ১২০০ সেনা পৌঁছেছে সেখানে। সাথে মধ্যপ্রাচ্যের কাছাকাছি মোতায়েন করা হয়েছে আরও দুই হাজারের বেশি সেনা। ইরাক ও সিরিয়ায়ও আছে মার্কিন সেনারা। এতে ইরানকে ভালোভাবেই চাপে রাখতে পারছে দেশটি। তবে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

গোপন তথ্য ফাঁস করায় সাবেক সিআইএর সাবেক কর্মকর্তার ৪০ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: উইকিলিকসের কাছে হ্যাকিং-সংক্রান্ত গোপন নথি ফাঁস করায় সিআইএর সাবেক কর্মকর্তা জোশুয়া শুলতেকে ৪০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিশু নিপীড়নের ছবি রাখার দায়েও তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা স্মার্টফোন হ্যাক করতে ও কথা শুনতে ব্যবহার করেন 'ভোল্ট ৭' নামের একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন বলে জোশুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন কৌঁসুলিরা। তাঁদের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটিই কোনো তথ্য ফাঁসের সবচেয়ে লজ্জার ঘটনা।

৩৫ বছর বয়সী জোশুয়া শুলতে ২০১৭ সালে উইকিলিকসের কাছে প্রায় ৮ হাজার ৭৬১টি নথি ফাঁস করেছিলেন। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

রেকর্ড পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বিশেষ করে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে গত বছর বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। ২০২৩ সালে সর্বমোট ২৩ হাজার ৮০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি করেছে সামরিক খাতে নিজেও সর্বোচ্চ ব্যয় করা দেশটি। ইউক্রেন যুদ্ধ ঘিরে বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের আশপাশের দেশগুলো নিজেদের সুরক্ষা জোরদার করতে নতুন অস্ত্র কিনছে। পশ্চিমা মিত্রদের অনেকেই ইউক্রেনকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে।

সে অস্ত্র জোগাড় করতে তারা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হচ্ছে। এ কারণেই মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায় জোয়ার এসেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত সোমবার জানায়, আট হাজার ১০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে। এই অস্ত্র বিক্রির মাত্রা ২০২২ সালের তুলনায় ৫৬ শতাংশ বেশি।

বাকি অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর কাছে সরাসরি বিক্রি করেছে।

গত বছর যেসব দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বিক্রি করেছে, পোল্যান্ড তাদের অন্যতম। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ইউক্রেনের সঙ্গে পোল্যান্ডের সীমান্ত রয়েছে। এই পরিস্থিতি দেশটিকে নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে তৎপর হতে বাধ্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পোল্যান্ড বেশ বড় অঙ্কের অস্ত্র কিনেছে। অ্যাপাচি হেলিকপ্টারের জন্য এক হাজার ২০০ কোটি ডলার, অত্যাধুনিক হাইমার্স রকেট ব্যবস্থার জন্য এক হাজার কোটি ডলার, এম১এ১ অ্যাব্রামস ট্যাংকের জন্য ৩৭০ কোটি ডলার, আকাশ ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনতে ৪০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে পোল্যান্ড। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক তাঁর দেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। নিজেদের বাহিনীকে ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী স্থলসেনা হিসেবে তুলে ধরতে চায় পাশ্চাত্যের দিকে ঝুঁকে পড়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র পোল্যান্ড।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে চিনুক হেলিকপ্টার কিনতে জার্মানি ৮৫০ কোটি ডলার খরচ করেছে।

স্ট্রাইকার সামরিক যান কিনতে বুলগেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে ১৫০ কোটি ডলার দিয়েছে। নরওয়ে বহুমুখী কাজে ব্যবহৃত মার্কিন হেলিকপ্টার নিতে ১০০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। চেক প্রজাতন্ত্র ৫৬০ কোটি ডলারের এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান ও গোলাবারুদ কিনেছে। ইউরোপের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়া এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের জন্য ৫০০ কোটি ডলার ও অস্ট্রেলিয়া সি১৩০জে-৩০ সুপার হারকিউলিস বিমানের জন্য ৬৩০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অস্ত্র ব্যবসাবিষয়ক দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অস্ত্র বিক্রেতা দেশ রাশিয়া। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

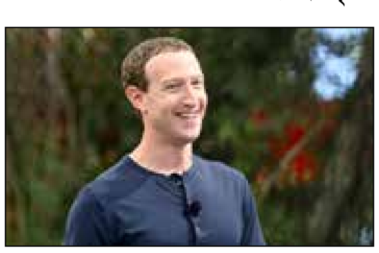

এক দিনে বদলে গেল জাকারবার্গের দুঃসময়, মুখে হাসি এনে দিল ওয়াল স্ট্রিট

পরিচয় ডেস্ক: খুব খারাপ সময় কাটছিল মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গের। গত বুধবারই অনলাইনে শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের শুনানিতে ফেসবুক কর্ণধারকে তুলাধোনা করা হয়। কারণ, ফেসবুকের যৌন শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। শুনানিতে সিনেটররা বলেন, জাকারবার্গের হাতে 'শিশুদের রক্ত লেগে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

অনলাইনে শিশু যৌন হয়রানি ইস্যুতে ক্ষমা চাইলেন মার্ক জাকারবার্গ

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠায় ভুক্তভোগী পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইলেন মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ। গতকাল বুধবার (৩১ জানুয়ারি) মার্কিন কংগ্রেসের এক শুনানিতে ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন মেটার এ প্রধান নির্বাহী। খবর বিবিসি।

শুনানিতে অনলাইনে যৌন হয়রানিতে মারা যাওয়া সন্তানদের ছবি নিয়ে সিনেট ফ্লোরে উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগী বাবা-মায়েরা। যারা ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম চালান তাদের কাউকে এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন জাকারবার্গ। এদিন সিনেটররা তাকে ছাড়াও টিকটক, স্ন্যাপ, এক্স এবং ডিসকর্ডের শীর্ষ পাঁচ নির্বাহীকে প্রায় ৪ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

মার্কিন কংগ্রেসের আইনপ্রণেতারা এ সময় জানতে চেয়েছিলেন, তারা (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো) অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষার্থে আসলে কি করছেন। এ সময় কংগ্রেস কক্ষে জাকারবার্গের সঙ্গে আরো উপস্থিত ছিলেন এক্স-এর লিন্ডা ইয়াকারিনো, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এইচ-১বি ভিসানীতি ঘোষণা

পরিচয় ডেস্ক: ভিসা জালিয়াতির ঝুঁকি কমানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন পরিষেবা (ইউএসসিআইএস) ২০২৫ সালের এইচ-১বি ভিসা (বিশেষ পেশায় নিয়োগের ভিসা) পাওয়ার চূড়ান্ত নিয়ম ঘোষণা করেছে।

নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, আবেদনকারীরা যতবারই আবেদন করুক না কেন, সবাই একবারই সুযোগ পাবে। ২০২৫ সাল থেকে ইউএসসিআইএস জালিয়াতি প্রতিরোধ এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সুবিধাভোগীদের আবেদন আলাদাভাবে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

গত নির্বাচনে জয় পাওয়া জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যেও পিছিয়ে পড়েছেন বাইডেন

গাজা যুদ্ধ : নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায়

পরিচয় ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে ইসরাইলকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন মুসলিমরা। আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনকে সমর্থন না দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে তারা। জো বাইডেনের ইসরাইল নীতি যুক্তরাষ্ট্রের আরব-আমেরিকানদের মধ্যে অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভোটে তার নির্বাচনী সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

ডেমোক্র্যাটিক পদপ্রার্থীর প্রচার ব্যবস্থাপক মিশিগানের ডিয়ারবর্ন ভ্রমণ করেছেন, যা যুক্তরাষ্ট্রে আরব-আমেরিকানদের সবচেয়ে জনবহুল এলাকায়। সেখানে তাকে ডেট্রয়েটের মেয়রসহ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা তাড়িয়ে দেন।

বাইডেন কংগ্রেসের কাছে ইসরাইলকে বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সামরিক সহায়তা চেয়েছেন এবং তার সরকার জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির আহ্বানে ভেটো দিয়েছে। এর ফলে অনেক মুসলিম এবং মধ্যপ্রাচ্যের বংশদ্ভূত লোকজন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা করছে।

আইনের অধ্যাপক এবং কৌতুক অভিনেতা আমের জাহর বার্তাসংস্থা এএফপিকে বলেন, 'এটি একটি গণহত্যা যা আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে ঘটছে এবং আমাদের জনগণ এবং লোকেরা খুব জোরালভাবে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা কোনো পরিস্থিতিতে জো বাইডেনকে সমর্থন করছি না। কিংবা খোলাখুলিভাবে কোনো রাজনীতিবিদ- যে শুধু যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে ইচ্ছুক নয়।'

গত বছরের ডিসেম্বরে কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানায়, ২০২০ সালের নির্বাচনে বাইডেনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার নেপথ্যে যেসব অঙ্গরাজ্যের বড় ভূমিকা ছিল, সেসবের অন্তত ছয়টি অঙ্গরাজ্যের মুসলিম নেতারা আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে মুসলিমদের এককাট্টা করবেন। তবে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিমরা কাকে সমর্থন দেবে, সেটি অবশ্য তারা স্পষ্ট করেননি। এসব রাজ্যের ভোটারদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম ও আরব-আমেরিকান। আসন্ন নির্বাচনে বাইডেনের জয়ে তারা বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে।

এদিকে ইসরাইলি হামলার মুখে গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, শিশুরাও অভুক্ত, সদ্যোজাতের শিশুরাও যথাযথ সুরক্ষা পাচ্ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথাওহু বলছে, ফিলিস্তিনির গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের নাসের হাসপাতালে খাবারের ব্যাপক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও সেখানে তারা খাবার সরবরাহ করতে পারছে না। নানা রকম অসুবিধা সেখানে। তল্লাশি কেন্দ্রগুলোতে বিলম্বের ফলে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

মৃতদের নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ইসরাইলি বাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া ফিলিস্তিনিদের লাশ দাফনে সময়ে এক চিকিৎসক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এরা (মৃতেরা) কোথায় আহত হয়েছিলেন, এদের নাম- *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

গত নির্বাচনে জয় পাওয়া জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যেও পিছিয়ে পড়েছেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে সামান্য ব্যবধানে ডনাল্ড ট্রাম্পকে হারিয়েছিলেন জো বাইডেন। তবে সম্প্রতি চালানো এক জরিপে দেখা গেছে, এই রাজ্যে এখন বাইডেনের থেকে ট্রাম্প অনেক বেশি জনপ্রিয়। গত বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারী) প্রকাশিত হয় ফক্স নিউজের ওই জরিপ। জর্জিয়ার ভোটারদের মধ্যে চালানো ওই জরিপে ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ৫০ শতাংশের বেশি। আর অপরদিকে বাইডেনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৪৩ শতাংশ।

গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, ২০২০ সালের নির্বাচনে সামান্য ব্যবধানে জর্জিয়ায় জয় পেয়েছিলেন বাইডেন। তিনি পেয়েছিলেন ৪৯.৪৭ শতাংশ ভোট আর ট্রাম্প পেয়েছিলেন ৪৯.২৪ শতাংশ ভোট। তবে এখন ট্রাম্প ওই রাজ্যে তার থেকে বেশি জনপ্রিয়। ভোটারদের কাছে প্রশ্ন করা হয়, এখন যদি নির্বাচন হয় তাহলে তারা কাকে ভোট দেবেন? এর উত্তরে ৫১ শতাংশ ট্রাম্পের পক্ষ নেন এবং ৪৩ শতাংশ নেন বাইডেনের পক্ষ। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্যে ৮ শতাংশ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন ট্রাম্প।

জর্জিয়ার প্রতি ১০ জনের ৮ জন জানিয়েছেন, তারা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চীনের সাইবার আক্রমণ ভণ্ডুল করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র
বললেন সিআইএ পরিচালক ক্রিস্টোফার রে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পাওয়ার গ্রিড, পাইপলাইন সহ সরকারি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে টার্গেট করেছিল চীনের রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট একটি গ্রুপ। তারা এসব প্রতিষ্ঠানে হ্যাক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাদের সে প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দিয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। এ সংস্থার পরিচালক ক্রিস্টোফার রে আইনপ্রণেতাদেরওকে বলেছেন, ওই গ্রুপটির নাম 'ভোল্ট টাইফুন'। তাদের কর্মকাণ্ডকে বাতিল করে দিয়েছেন তারা। গ্রুপটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পদের ডাটার সুবিধা পাওয়ার জন্য পুরনো হাজার হাজার রাউটার হ্যাক করেছিল। এ বিষয়ে চীন সরকার কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি।

এর আগে অন্য দেশগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়

মদতে সাইবার লড়াই চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছিল চীন। উল্টো তারা অভিযোগ করেছিল, বিশ্বের সবচেয়ে বড় হ্যাকিং সাম্রাজ্য এবং বৈশ্বিক সাইবার চোর হলো যুক্তরাষ্ট্র।

ক্রিস্টোফার রে বুধবার (৩১ জানুয়ারী) কংগ্রেশনাল কমিটিকে বলেন, শত্রুতাপূর্ণ লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত সিস্টেম নষ্ট করে দেয়ার জন্য চীন ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে 'ভোল্ট টাইফুন' গ্রুপের হ্যাকিং প্রচেষ্টা প্রথম নজরে আসে গত মে মাসে।

এর আগে মাইক্রোসফট তাদের বিষয়ে সতর্ক করেছিল। বলা হয়েছিল, এই গ্রুপটি সরকারি ই-মেইল একাউন্ট সহ বিভিন্ন সরকারি সম্পত্তিতে সুবিধা পাওয়ার টার্গেট করেছে। এফবিআই বলে, গ্রুপটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে টার্গেট করেছিল। এর মধ্যে আছে পানি শোধন ব্যবস্থা, পাওয়ার গ্রিড, পরিবহন সিস্টেম, তেল ও গ্যাসের পাইপলাইন। এমনকি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক।

ক্রিস্টোফার রে বলেন, *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

পরিচয় ডেস্ক: ইয়েমেনের নৌবাহিনী লোহিত সাগরের উপকূলে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ডেস্ট্রয়ারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। হুথি বিদ্রোহীদের সমর্থিত সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারিয়ি এ তথ্য জানিয়েছেন। তবে, মার্কিন গণমাধ্যম সিএনএনের খবরে বলা হয়েছে, যুদ্ধজাহাজে আঘাতের আগেই ক্ষেপণাস্ত্রটি ধ্বংস করা হয়েছে। ইয়েমেনের টেলিভিশনে বুধবার (৩১ জানুয়ারী) সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে দেশটির সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারিয়ি বলেন, ইয়েমেনের নৌবাহিনী মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস গ্রিডলির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে।

তিনি সুস্পষ্ট করে বলেন, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিনিদের ওপর ইহুদিবাদী ইসরায়েল যে বর্বর *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের চার নাগরিকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার অভিযোগে সেখানকার অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনকারী চার ইসরায়েলির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বৃহস্পতিবার (০১ জানুয়ারী) নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টিতে অনুমোদন দিয়ে এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিম তীরে সহিংসতা 'অসহনীয় পর্যায়ে' পৌঁছেছে। নিষেধাজ্ঞার আওতায় ওই চার ইসরায়েলি যুক্তরাষ্ট্রে থাকা তাঁদের সম্পত্তি ও দেশটির আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে যে চার ইসরায়েলি নাগরিকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

ইসরায়েলি নাগরিকদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বিরল ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। মিশিগান অঙ্গরাজ্যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সফরের সময় এ ঘোষণা এল। অঙ্গরাজ্যটিতে আরবআমেরিকান জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বসবাস করে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সদস্যরা হামলা চালানোর পর থেকে পশ্চিম তীরে সহিংসতা আরও বেড়েছে। দ্য আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউট নামের একটি পরামর্শক গ্রুপের প্রতিবেদনে বলা হয়, হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতি আরবআমেরিকানদের সমর্থন ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০২০ সালে ছিল ৫৯। পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি হামলার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নিষেধাজ্ঞার *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আইনমন্ত্রীর ‘৫০ বছর তত্ত্বে’ সাগর-রুনি পরিবারে অনন্ত হতাশা

হারুন উর রশীদ স্বপন : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনির হত্যাকান্ডের তদন্তে এ পর্যন্ত ১০৭ বার সময় নিয়েছে র‍্যাব। হত্যাকাণ্ডের ১২ বছর পরও বর্তমান আইনমন্ত্রী মনে করেন, প্রয়োজনে তদন্তে ৫০ বছর সময় দিতে হবে।

তদন্তের চলমান ধারা কি ৫০ বছরেও অপরাধী খুঁজে বের করার মতো?

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি তাদের ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় খুন হয়। ওই ঘটনার সময় তাদের সঙ্গে শিশু পুত্র মেঘও ওই বাসায় ছিল । মামলায় এ পর্যন্ত তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন হয়েছে তিনবার। আদালতের নির্দেশে এখন মামলাটি তদন্ত করছে র‍্যাব। তারা ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল তদন্তের দায়িত্ব পায় ।গত এক যুগে র‍্যাব এই মামলার তদন্তের কোনো অগ্রগতির খবর দিতে পারেনি। এ পর্যন্ত তারা ১০৭ বার সময় নিয়েছে। ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আবু বলেন, “তারা শুধু সময়ই নিচ্ছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত আদালতে তদন্তের কোনো অগ্রগতির প্রতিবেদন দেয়নি।”

আর আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বুধবার (৩১ জানুয়ারী) সাংবাদিকদের বলেন, “সাগর-রুনির হত্যার ঘটনায় সঠিকভাবে দোষী নির্ণয়ে তদন্তের জন্য প্রয়োজনে ৫০ বছর সময় দিতে হবে।” তবে এক দিন পর বৃহস্পতিবার (০১ ফেব্রুয়ারী) তিনি বলেছেন তার কথা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি চান সুষ্ঠু তদন্ত হোক, যাতে নির্দোষ কেউ শাস্তি না পায়। এ কারণে দীর্ঘ সময় লাগলেও সেটা মেনে নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, “প্রশ্ন হচ্ছে, এমন একটা খুনের ঘটনা, যেটার তদন্ত দ্রুত শেষ করার বিষয়ে অন্য কোনো উপায় আছে কিনা বা তদন্তের দায়িত্ব অন্য কোনো পক্ষকে দেয়া যায় কিনা, যাতে প্রক্রিয়াটা দ্রুত হয়। এই বিষয়ে কারো মতামত নেয়া।”

‘সরকার এই মামলার তদন্ত চায় না‘

আইনমন্ত্রীর কথার প্রতিক্রিয়ায় রুনির ভাই নওশের রোমান বলেন,চআইনন্ত্রীর কথায় আমাদের লজ্জা আর ঘৃণা আসে। এখন আর হতাশা বোধ করি না। আমরা আগেও বলেছি আর এখন আইনমন্ত্রীর কথায় এটা স্পষ্ট যে, সরকার এই মামলার তদন্ত চায় না। হয় সরকারের কেউ অথবা অন্য এমন কেউ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, যাদের সরকার আড়াল করতে চায়।”

আর সাগরের মা সালেহা মুনির বলেন, “ওরা তো নিজেরাই এখন জড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রাম দেশে কথা আছে- মাচার তলে কেরে? আমি কলা খাই না। এটা কোন ধরনের কথা? ৫০ বছর পর তো আমরা, হত্যাকারীরা কেউই বেঁচে থাকবো না। তখন এই বিচার কার হবে? কার জন্য হবে? কে দেখবে?” তার কথা , “এক যুগ তদন্ত করেও তারা কিছু বের করতে পারছে না। আমাদের কিছু জানাচ্ছে না। আর আইনমন্ত্রী হাস্যকর কথা বলছেন।”

তদন্তের ফলাফল শূন্য?

এই মামলা এখন তদন্ত করছেন র‍্যাবের অ্যাডিশানল এসপি মো. আনোয়ার হোসেন। তিনি দেড় মাস আগে নতুন তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। চেষ্টা করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ পর্যন্ত আট বার নতুন তদন্ত কর্মকর্তা পাওয়া গেছে নিয়ম রক্ষার জন্য। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে এই মামলার পিপি আব্দুল্লাহ আবু বলেন, “আমি আর কী বলবো! র‍্যাব শতাধিকবার সময় *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন: তৃণমূল ও নতুন মুখ প্রাধান্য দেবে আওয়ামী লীগ

পরিচয় ডেস্ক: স্বতন্ত্ররা সমর্থন দেওয়ায় জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে আওয়ামী লীগের ভাগ আরও বেড়েছে। ফলে মনোনয়নের সম্ভাবনাও বেড়েছে। এতে বেড়েছে প্রত্যাশীদের তদবির আর দৌড়ঝাঁপও। তবে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন, আগের তিনবারের মতো এবারও দলের তৃণমূল প্রাধান্য পাচ্ছে। পুরোনোরা বেশির ভাগ বাদ পড়ে আসতে পারে অনেক নতুন মুখ। তাঁদের মধ্যে দু-একজনের মন্ত্রিসভায় যুক্ত হওয়ার বিষয়েও আলোচনা চলছে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘গত তিনবারে দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে দেখা গেছে জাতীয় রাজনীতি এবং সামাজিকভাবে পরিচিত মুখের তুলনায় তৃণমূলের নেতা ও রাজনীতির জন্য যেসব নেতা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বেশি মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমরা ভুলে গেলেও দলীয় *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

সংসদে বিরোধী দলের অপমৃত্যু

মাহফুজ আনাম: তত্ত্বাবধায়ক সরকার, মন্ত্রিসভায় বিরোধী দলের তিনজন সংসদ সদস্যকে ঠাঁই দেওয়ার মতো বেশ কিছু নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিশ্বকে উপহার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ধন্যবাদ পেতেই পারে। এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন হলো বিরোধী দল বিহীন সংসদ।

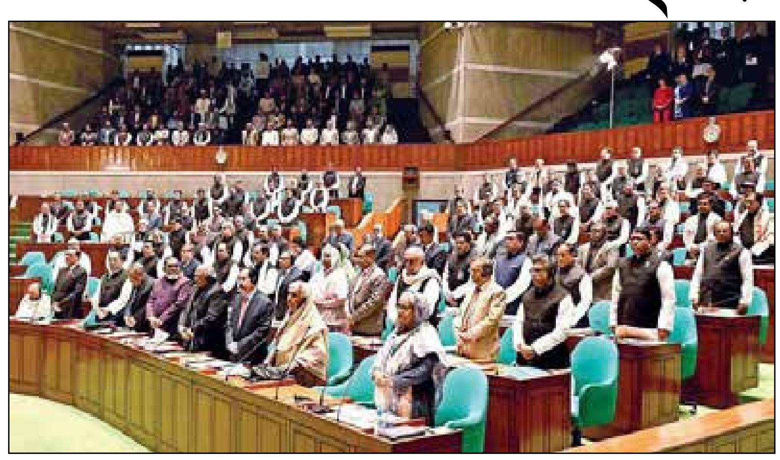

মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি) দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা খুব সম্ভবত ওয়েস্টমিনস্টার ব্যবস্থায় বিশ্বের একমাত্র প্রকৃত বিরোধী দল বিহীন সংসদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি। ১১ আসন পাওয়া জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এর প্রতিটি আসন জাতীয় পার্টি পেয়েছে ক্ষমতাসীন দলের বদান্যতায়।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই সংসদে বিরোধী দল কখনোই খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। প্রত্যাশিতভাবেই দেশের প্রথম সংসদ বঙ্গবন্ধুর পর্বতসম ব্যক্তিত্বের কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে ছিল এবং বিরোধিতার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। পরবর্তীতে বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধী দলগুলোকে নির্মূল করে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। সেই সময় আমাদের সংবিধান পরিবর্তন করে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়।

এরপর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং আমাদের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে সামরিক বাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৯১ সালে জেনারেল এরশাদের পতন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আগ পর্যন্ত সংসদেওবিরোধী দলেৰ্র ইতিহাসকে মোটামুটিগৃহপালিত বিরোধী দলেৰ্র ইতিহাস বলা যায়।

১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবকিছু নতুন করে শুরু করার সুযোগ আসে। গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা পায়। এই নির্বাচনে আমরা সব দলের অংশগ্রহণ দেখতে পাইড়যেখানে বিএনপি ১৪০, আওয়ামী লীগ ৮৮, জাতীয় পার্টি ৩৫ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসন পায়। খালেদা জিয়া জামায়াতের ১৮ এমপিসহ ৩০০ আসনের সংসদে ১৫৮ আসন নিয়ে জোট সরকার গঠন করেন। ওই রাজনৈতিক জোটটি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক ছিল, যার অনেক বড় মূল্য খালেদা জিয়াকে পরবর্তীতে চুকাতে হয়েছে।

ওই নির্বাচনটি ছিল সংসদীয় রাজনীতির উন্নয়ন এবং একইসঙ্গে সুশাসন প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের অত্যাবশ্যক ভূমিকাকে কার্যকর করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার স্বপক্ষে অগ্রগামী ভূমিকা পালনকারী দল আওয়ামী লীগের ৮৮ জন সংসদ সদস্য চাইলে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের সংস্কৃতি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতেন। সরকারের কার্যক্রমের ওপর নজর রেখে আওয়ামী লীগ হাতেকলমে দেখিয়ে দিতে পারত, বিরোধী দলের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই পরিমাণ পরিপক্বতা ছিল না।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আওয়ামী লীগ নিয়মিত ওওয়াকআউটঃ ও স্বল্প মেয়াদে সংসদ বর্জনের পথ বেছে নেয়। পরবর্তীতে বর্জনের সময়সীমা বাড়তে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

মালয়েশিয়ার ‘মিনি ঢাকা’য় অভিযানে বাংলাদেশিসহ আটক ৪৯০

পরিচয় ডেস্ক: মালয়েশিয়ার কেল্যাং শহরে বাংলাদেশি অভিবাসী অধ্যুষিত একটি এলাকার অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ‘জালান আমন পেরদানা’য় অভিযান চালিয়ে অন্তত ৪৯০ জনকে আটক করা হয়েছে। ‘মিনি ঢাকা’ নামে পরিচিত ওই কমপ্লেক্স থেকে আটকদের মধ্যে বহু বাংলাদেশি রয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশটিতে বসবাসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় বুধবার গভীর রাতে যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। খবর নিউ স্ট্রেইট টাইমস অনলাইনের। মালয়েশিয়ার জুয়াবিরোধী সংস্থা *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

এক বছরে ১৬ লাখ বাংলাদেশি ভারতের ভিসা নিয়েছেন

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৩ সালে ১৬ লাখ বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় ভিসা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশিদের সময় মতো ভিসা প্রদানের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে ভারত। বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভারতে অন অ্যারাইভাল ভিসার বিষয়টি ভবিষ্যতে আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা এ তথ্য জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার

‘নির্বাচন নিয়ে উদ্বেগ জানানোর অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করবে না যুক্তরাষ্ট্র’

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচন ও বিরোধীদের ধরপাকড় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করবে না। বরং দেশটি একই সঙ্গে দুটিই করবে। একদিকে নিজেদের উদ্বেগের বিষয়গুলো স্পষ্ট করবে, অন্যদিকে দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে। যুক্তরাষ্ট্রপররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বৃহস্পতিবার (০১ ফেব্রুয়ারী) এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উদ্বেগ থাকার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

ওই সাংবাদিক মিলারের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশ ইস্যুতে আপনার সর্বশেষ প্রেসনোটে আমি দেখতে পেয়েছি যে- নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র। এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আছে সন্ত্রাস মোকাবিলা, সীমান্ত নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত না জানিয়ে বাংলাদেশে নতুন সরকারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে কিভাবে কাজ করা সম্ভব? এর জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি আপনাকে বলবো যে- সারা

বিশ্বেই আমাদের এ ধরণের সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি। বাংলাদেশের দমনপীড়ন নিয়েও আমরা উদ্বেগ জানিয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকারের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যেসব ক্ষেত্র নিয়ে উদ্বেগ আছে, সেগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের আছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে বলে মনে করে, অভিন্ন স্বার্থ আছে বলে মনে করে, সে ক্ষেত্রগুলোতেও কাজ করার দায়িত্ব আছে। একই সাংবাদিক পরবর্তী প্রশ্নে মিয়ানমারে সহিংসতার কারণে বাংলাদেশে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শঙ্কার বিষয়টিও তুলে ধরেন। এ নিয়ে মিলারের কাছ জানতে চাওয়া হয়, আপনি জানেন যে মিয়ানমারে এখন জান্তা এবং অন্য দলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আরও রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের কিছু সেনা সদস্য হেলিকপ্টারসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে? ম্যাথু মিলার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হননি।

একুশে বইমেলা উদ্বোধন : অনুবাদের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশনার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক মঞ্চে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি মুদ্রিত বইগুলোর ডিজিটাল প্রকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, ‘আমি সব প্রকাশককে মুদ্রণ প্রকাশনার পাশাপাশি ডিজিটাল প্রকাশক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যাতে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, বিশ্বমঞ্চেও দ্রুত পৌঁছে দিতে পারি।’

গত বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে রেকর্ড ২১তম বারের মতো মাসব্যাপী ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৪’ এর উদ্বোধন কালে দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।

‘এখন আমাদের যুগটা হয়ে গেছে আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ,’ এই যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত। সেজন্য আমি আমাদের প্রকাশকদের অনুরোধ করব এখন শুধু কাগজের প্রকাশক হলেই হবে না, ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে। ডিজিটাল প্রকাশক হলে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের জন্য ভারতের অনুদান টানা তিন অর্থবছর কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জন্য অনুদান বরাদ্দ এবার নিয়ে টানা তিন অর্থবছর কমিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) ভারতে পাস হওয়া অন্তর্বর্তী বাজেটের নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নথিতে দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য ভারত অনুদান বরাদ্দ রেখেছে ১২০ কোটি রুপি, যা আগের বছরের চেয়ে ১০ কোটি রুপি কম। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ছিল ১৩০ কোটি রুপি। আগের অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য ভারতের অনুদান ছিল ১৩৩ দশমিক ৮৮ কোটি। অর্থাৎ পরের বছর বাংলাদেশের জন্য ভারতের অনুদান ৩ কোটি ৮৮ লাখ রুপি কমেছে।

বৃহস্পতিবার ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ৪৭ লাখ কোটি রুপির বেশি বরাদ্দ প্রস্তাব করে বাজেট পেশ করেন। এটা অন্তর্বর্তী বাজেট। দেশটিতে আগামী মে মাসে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের পর নতুন সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবে।

এদিকে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতের কাছ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম অনুদান *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

অতি দারিদ্র্যের হার শূন্যে নামানোর প্রত্যয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশকে অতি দারিদ্র্যমুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে এ মেয়াদের মধ্যে দেশে অতি দারিদ্র্যের হার শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার একেবারে দেশের তৃণমূল থেকে উন্নয়ন নিশ্চিত করছে। যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহলেই সারাদেশ উন্নত হবে এবং জনগণ তার সুফল পাবে।

বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় গণভবনে বাংলাদেশে নিযুক্ত ১২টি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় তিনি এ কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব এমএম ইমরুল কায়েস সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে দারিদ্র্যের হার কমে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং অতি দারিদ্রের হার ৫ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। আগে দেশে দারিদ্র্যের হার ৪২ শতাংশের বেশি ছিলো।

এদিকে দুস্থ নারী বিশেষ করে স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা নারীসহ সমাজে অসহায় মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্পের আওতায় সহায়তাসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের নারীরা সংসদ নির্বাচন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সরাসরি অংশগ্রহণ করছেন।

সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিটি ক্লিনিকের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রান্তিক জনগণ স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছেন, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছে। কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণ তার সরকারের ব্রেইন চাইল্ড এবং এই প্রচেষ্টার ফলে দেশে মা ও *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনী সহিংসতায় ‘সংখ্যালঘু নির্যাতনের দায় এড়াতে পারে না আ.লীগ’

পরিচয় ডেস্ক: এবার নির্বাচনকেন্দ্রিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের যেসব ঘটনা, তার দায় আওয়ামী লীগ কোনোভাবেই এড়াতে পারে না বলে মনে করেন বিশিষ্ট নাগরিকেরা। তাঁরা বলছেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে মূলত আওয়ামী লীগের নিজেদের প্রার্থীদের মধ্যে। এরপরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা-নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার জন্য বিএনপি-জামায়াত দায়ী বলে পার পাওয়ার সুযোগ নেই।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে ‘নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্টজনদের আলোচনায় এসব বিষয় উঠে এসেছে। বৈঠকে মানবাধিকারকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী, গবেষক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা অংশ নেন। এই বৈঠকের আয়োজন করেছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল। তিনি বলেন, দেশের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

New York | Vol. 32 | Issue 1563 | Saturday | 03 February 2024

অভিবাসনে বাংলাদেশের রেকর্ড রেমিট্যান্সে ধীরগতি

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিদেশে কাজ করার উদ্দেশ্যে যাওয়া কর্মীর সংখ্যা গত এক বছরে ১৩ শতাংশ বেড়েছে, যা দেশের জন্য একটি মাইলফলক। তবে সে তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়েনি। পাশাপাশি ১৭৬টি দেশে কর্মী যাওয়ার কথা থাকলেও মাত্র ছয়টি দেশে পর্যাপ্তসংখ্যক কর্মী গেছেন।

গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে প্রকাশিত অভিবাসনবিষয়ক গবেষণা সংস্থা রামরুর বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

রামরুর বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৩ সালে মাত্র ২.৮৮ শতাংশ রেমিট্যান্সের হার বেড়েছে।

প্রতিবেদন প্রকাশের সময় অভিবাসন গতির সঙ্গে রেমিট্যান্সের হার বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ জানতে চাইলে রামরুর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসান ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা আমাদের একটি গবেষণায় দেখেছি, গত বছর কাজ না পেয়ে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে ১২ শতাংশের মতো কর্মী ফেরত এসেছেন। তাহলে যে কর্মী ফেরত আসছেন বা সেখানে কোনো ধরনের কাজ পাচ্ছেন না, তিনি তো কোনো টাকা পাঠাতেও পারবেন না। ফলে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরাই যে টাকা পাঠাতে পারছেন, এটা সত্য নয়।

এ ছাড়া কর্মীরা বৈধভাবে পাঠানোর চেয়ে হুন্ডিতে সহজে পাঠাতে পারেন। ফলে এই জায়গাগুলো বন্ধ করা না গেলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ানো কঠিন হয়ে যাবে।'

করোনার পর বেড়েছে অভিবাসন : রামরুর প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, অভিবাসনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ার অন্যতম কারণ ছিল কভিড-১৯ পরবর্তী প্রভাব। কভিডকালে ২০২০ ও ২০২১ সালে যেসব অভিবাসী বিদেশ যেতে পারেননি, তাঁরা ২০২২ ও ২০২৩ সালে অভিবাসন করেছেন।

এ ছাড়া কভিডের সময় মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য অভিবাসী গ্রহণকারী দেশে জনবল নেওয়া বন্ধ ছিল। কভিড-পরবর্তী সময় এসব চাকরির বাজারও উন্মুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সব ধরনের সৌদি প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ অভিবাসন বেড়েছে। ২০২২ সাল থেকে শুধু বাংলাদেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকেই অভিবাসনসংখ্যা বাড়ছে। উল্লিখিত বছরে নেপালে প্রবাসী কর্মী বাড়ার এই ঊর্ধ্বগতি ছিল ৩০০ গুণ বেশি।

নারী অভিবাসন কমেছে ২৭.৪৫% : বিগত এক বছরে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়া নারী কর্মীর হার কমেছে ২৭.৪৫ শতাংশ। ২০২৩ সালে ৭৬ হাজার ৫১৯ জন নারী কর্মী বিদেশ গেছেন, যেখানে ২০২২ সালে বিদেশ যাওয়া নারী কর্মীর সংখ্যা ছিল এক লাখ পাঁচ হাজার ৪৬৬। আন্তর্জাতিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

রাজনৈতিক প্রভাব এড়াতে বড় সংস্কার আসছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে বড় সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর অংশ হিসেবে ঋণ খেলাপিদের ধরতে সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাংক খাতে পাহাড়সম হয়ে দাঁড়িয়েছে খেলাপি ঋণ। সুশাসনের অভাবও দীর্ঘদিনের। প্রতিনিয়তই দুর্বল হয়ে পড়ছে কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তারল্য সংকটসহ ব্যাংকগুলোতে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট। এই পরিস্থিতিতে টাকা ছেপে ওই কয়েকটি ব্যাংককে নিয়মিত তারল্য সহায়তা করে আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এমন পরিস্থিতিতে বুধবার (৩১ জানুয়ারি) নতুন বছরের প্রথম ব্যাংকার্স সভার আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেখানেই ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের এসব নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আবদুর রউফ তালুকদার। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নরসহ বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকরা।

সভায় মামলার জালে আটকে পড়া অর্থ আদায়ে অভিজ্ঞ আইনজীবী নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এমডিদের। একইসঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে ক্রলিং পেগ বাস্তবায়ন, কারেন্সি সোয়াপের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোকে ধার দেওয়া, প্রমোট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ) বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে প্রস্তুতি নিতে বলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়া সংকটে থাকা দূর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূত করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

সভা শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, গত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর সংস্কারের জন্য আমরা প্রমোট কারেক্টিভ অ্যাকশন (পিসিএ) ঘোষণা করেছি। সংস্কারের ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যাংকগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া আছে।

তিনি বলেন, চলতি বছরের ডিসেম্বর প্রান্তিকের হিসাব ধরে আগামী বছরের মার্চ নাগাদ ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা শুরু হবে। ব্যাংকগুলোর এমডিদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। যেসব ব্যাংকের অবস্থা খুবই দুর্বল তাদের ঋণ বিতরণ, আমানত সংগ্রহ থেকে শুরু করে কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। কোনো কোনো ব্যাংক একীভূত (মার্জার) করেও দেওয়া হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে ব্যাংকগুলো যদি তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে তাহলে কোনো ব্যাংকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা আসবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, সম্প্রতি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে বলেছি আমাদের টার্গেট বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের মুদ্রানীতি অব্যাহত থাকবে। এতে ব্যাংকগুলোর আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। আগে থেকেই তাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। যাতে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমেছে। কমে তা ১৯ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমেছে। বছরের শুরুতে দেশে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২ হাজার ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি গ্রস রিজার্ভ ২৫ দশমিক শূন্য ৯ বিলিয়ন ডলারে এসেছে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত অনুযায়ী বিপিএম-৬ ম্যাথোডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবের সঙ্গে ৫ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ বিপিএম-৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী গ্রস রিজার্ভ ১৯ দশমিক ৯৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক মাসে রিজার্ভ কমেছে ১৯১ কোটি ডলার।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুরুতে গ্রস রিজার্ভ ছিল ২৯ দশমিক ৭৩ বিলিয়ন ডলার আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী ছিল ২৩ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার।

এর বাইরে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের আরেকটি হিসাব রয়েছে, যা শুধু আইএমএফকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করবে যুক্তরাজ্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাজ্য সহায়তা করতে চায় বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে আমাদের বহুদিনের সম্পর্ক। আমরা অনেক রকম আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরাও চাই, আবার ইউকেও চায় হেল্প করতে।

বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া যাবে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, তারা আমাদের সহায়তা করতে চায়। কোন কোন খাতে সেটি এখন বলা যাবে না। সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা চলছে।

আপনারা কোনো সহযোগিতা চেয়েছেন কি না জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন সেটি নির্ভর করে তারা কীভাবে আমাদের সহযোগিতা করতে চায়। আমি বলেছি, তোমরা তো এখানে বহুদিন ধরে আছো। আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং তোমরা দেখ, কীভাবে কী অফার করতে পার।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, 'আমরা খুব ভালো একটি আলোচনা করেছি। আমরা আলোচনা করেছি যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ কীভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। আমরা সমর্থন করেছি সাস্টেইনেবল বাংলাদেশ গড়তে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সফলভাবে উন্নয়নশীল দেশের গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে, সেক্ষেত্রে আমরা তাদের পাশে ছিলাম। কারণ আমরা উন্নয়নশীল দেশ গঠনে সব সময়ই তাদের সঙ্গে আছি।

বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ বললেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'ভারতীয়দেরকে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ তার বন্দরগুলো (চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এর ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতি বদলে যাবে।' মুম্বাইয়ে গত মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (আইআইএম) শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ তথ্য জানান। বাংলাদেশের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান কানেক্টিভিটির প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'আপনি যদি আজ বাংলাদেশে যান, তাহলে দেখবেন দুই দেশের মধ্যে ট্রেন চলছে... বাস চলছে...। প্রথমবারের মতো ভারতীয়দেরকে বাংলাদেশের বন্দরগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায় এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে (অর্থনীতিতে) বিশাল প্রভাব ফেলবে।'

এস জয়শঙ্কর বলেন, 'এটা (বাংলাদেশের অনুমতি) না হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষকে শিলিগুড়ি দিয়ে এসে তারপর ভারতের পূর্বাঞ্চলের বন্দরগুলোতে যেতে হতো। তারা এখন চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে।'

তিনি বলেন, 'আগরতলা-আখাউড়া রেললাইনের ফলে বাংলাদেশ এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর মধ্যে ভ্রমণের সময় ও দূরত্ব কমে যাবে। বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার, পণ্য পরিবহন ও (দুই দেশের) মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।' ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পের প্রতি একই অনুরাগ ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় নেপাল প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, 'ভারতে নেপালের বিদ্যুৎ রপ্তানি দেশটির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ লেনদেন।' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'প্রতিযোগিতা আছে। প্রতিযোগিতায় ভয় পাওয়া উচিত নয়। প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন। আর বলা উচিত যে, আমাদের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা রয়েছে।' - খবর ইন্ডিয়া টুডে।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমাতে আরও কার্যক্রম দরকার বলেছে আইএমএফ

পরিচয় ডেস্ক: মূল্যস্ফীতি কমাতে বাংলাদেশ সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি হাতে নিয়েছে। এর ফলে মূল্যস্ফীতি কমছে। তবে এ ধারা অব্যাহত রাখতে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার দরকার হবে। বিশ্ব অর্থনীতির ওপর আইএমএফের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এশিয়ার পরিস্থিতির ওপর গত বুধবার (৩১ জানুয়ারী) রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ মন্তব্য করেন সংস্থাটির এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন। বাংলাদেশে বেশ কয়েক মাস ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি রয়েছে। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

রপ্তানিমুখী ৪৩ খাতে প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্ত 'আত্মঘাতী' বলছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি হিসেবে রপ্তানিমুখী ৪৩টি খাতে প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের মধ্যে শিল্প ধ্বংসের চক্রান্ত খুঁজে পাচ্ছেন শিল্প মালিকরা। পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী হিসেবে উল্লেখ করে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তারা।

গত ৩০ জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে চূড়ান্তভাবে বের হওয়ার পদক্ষেপ হিসেবে রপ্তানিমুখী ৪৩টি খাতে নগদ প্রণোদনা কমানোর সিদ্ধান্তের কথা জানায়। এতে বলা হয়, দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪৩টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা দিয়েছে। ডব্লিউটিওর বিধিবিধান অনুসারে বিষয়টি রপ্তানিনির্ভর সাবসিডি (সাবসিডি কন্টিনজেন্ট আপন এক্সপোর্ট পারফরমেন্স) হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিস অ্যান্ড কাউন্টারভেইলিং মেজার্স (এএসসিএম) অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ হলে কোন ধরনের রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা দেওয়া যাবে না।

২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে উল্লেখ করে সার্কুলারে বলা হয়, উত্তরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা সম্পূর্ণভাবে একত্রে প্রত্যাহার করা হলে রফতানি খাত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। তাই এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন খাতে নগদ সহায়তার হার অল্প অল্প করে কমিয়ে আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের যে প্রকল্প চীনের পছন্দ হলেও আপত্তি করছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: তিস্তা নদীতে বাংলাদেশ অংশে একটি বহুমুখী ব্যারেজ নির্মাণের জন্য চীন যে তৎপর হয়েছে, সেটি আটকে আছে ভারতের আপত্তির কারণে। শেখ হাসিনার সরকার টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত প্রকল্পটির ব্যাপারে আবারো আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুই সপ্তাহ আগে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, নির্বাচনের পর তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরু হবার বিষয়ে তিনি আশাবাদী। নির্বাচনের পরে চীনের রাষ্ট্রদূত তার সেই আগ্রহ চাপা রাখেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সাথে এক বৈঠকের পর রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ চাইলে তিস্তা প্রকল্পের কাজ শুরু করার বিষয়ে তৈরি আছে চীন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের দিক থেকে প্রকল্পের প্রস্তাব পেলে চীন সহযোগিতা দেবে।

কিন্তু তিস্তা নদীর উপর এ প্রকল্প নিয়ে ভারত এবং চীন পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রয়েছে। পর্যবেক্ষকদের অনেককেই ধারণা করেন, ভারতের আপত্তির কারণেই চীনের সাথে এ প্রকল্প নিয়ে এগুতে পারছে না বাংলাদেশ। মোদ্দা কথা হচ্ছে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ভূ-রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিস্তা নিয়ে চীনের আগ্রহ কেন?

পর্যবেক্ষকদের অনেকে মনে করেন, তিস্তা নিয়ে চীনের আগ্রহ মূলত কৌশলগত। এ প্রকল্পটিকে চীন ভূ-রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে। হিমালয়ে উৎপত্তির পর তিস্তা নদী ভারতের সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। দুই দেশের অর্থনীতির জন্যই এ নদী বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চীনের আগ্রহী হয়ে ওঠার বড় কারণ হচ্ছে তাদের 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' বা বিআরআই প্রজেক্ট। বিআরআই প্রকল্পের মাধ্যমে চীন এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশকে একই সুতোয় গাঁথতে চাইছে। চীনের বিআরআই প্রকল্পের আওতাধীন বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর। প্রস্তাবিত এই করিডোরের মাধ্যমে চীন তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ইউনান প্রদেশকে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে যুক্ত করতে চায়। এজন্য তিস্তা বহুমুখী প্রকল্পকে চীন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে।

ভারতের গবেষণা সংস্থা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, চীন প্রথম যেভাবে ওবেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ করতে চেয়েছিল সেখানে থেকে পরিস্থিতি এখন অনেক বদলেছে। বিগত বছরগুলোতে ভারত ও চীনের সম্পর্ক নানা চড়াই-উতরাইয়ের ভেতর দিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। 'অন্য কোনভাবে এই করিডোরগুলো বা এই ধরণের কানেক্টিভিটি প্ল্যানগুলো চরিতার্থ করা যায় কি না সেটা অবম্যই চীনের উদ্দেশ্য তো থাকবেই,চ বলছিলেন অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী। তবে এ নিয়ে ভিন্নমতও আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ ভারতের সিকিম হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিস্তার অববাহিকা ঘুরে দেখেছেন। অধ্যাপক আহমেদ মনে করেন, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প নিয়ে চীনের আগ্রহ এখানে গৌণ এবং তাদের কোন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত নেই। অধ্যাপক আহমেদ বলেন, 'তিস্তা নদীতে এটি বাংলাদেশের প্রকল্প,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

অস্ত্রে রুশ নির্ভরতা কমিয়ে পশ্চিমে ঝুঁকছে ভারত, দ্বিধায় ফেলেছে চীন

বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্র আমদানিকারক দেশ হিসেবে ভারত ক্রমে পশ্চিম নির্ভরতা বাড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রও ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে ধীরে ধীরে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উদীয়মান চীনকে হীনবল করতে রাশিয়ার ওপর দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর প্রথাগত নির্ভরতা ছিন্ন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিবেদন অনুসারে, গত দুই দশক ধরে রাশিয়া ভারতের মোট অস্ত্র আমদানির ৬৫ শতাংশ সরবরাহ করেছে, যা প্রায় ৬ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি মূল্যের। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার অস্ত্রাগারে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিজস্ব বাড়তি চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি স্থিতিশীল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে রাশিয়া। ক্রয়াদেশগুলো সময়মতো মেটাতে পারছে না। এমন পরিস্থিতিতে অস্ত্র আমদানির উৎস হিসেবে রাশিয়া থেকে সরে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমের দিকে ঝুঁকছে ভারত।

তবে আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখতে হলে যে কোনো মূল্যে

চীনকে প্রতিরোধ করা ছাড়া ভারতের হাতে বিকল্প নেই। এ কারণে মস্কো ও বেইজিংয়ের ঘনিষ্ঠতা এড়াতে রাশিয়ার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার উপায় খুঁজছে নয়াদিল্লি।

নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের রাশিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ নন্দন উন্নিকৃষ্ণন বলছেন, 'আমরা (ভারত) রাশিয়ার সঙ্গে প্রধান কোনো সামরিক চুক্তি করব না। কারণে সেটি ওয়াশিংটনের জন্য হুমকি হতে পারে।'

মস্কো ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরিসহ আধুনিক প্রযুক্তির কামোভ হেলিকপ্টার এবং সুখোই ও মিগ যুদ্ধবিমান সরবরাহের প্রস্তাব করার পরও ভারত বড় কোনো চুক্তি থেকে বিরত থাকার পথই বেছে নিয়েছে। এক জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা কর্মকর্তাসহ ভারত সরকারের চারটি সূত্র এমন তথ্য দিয়েছে।

রাশিয়ার নেতাদের বক্তব্যে নয়াদিল্লির এই অবস্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। গত ২৫ জানুয়ারি 'রাশিয়ান স্টুডেন্ট ডে' উপলক্ষে কালিনিনগ্রাদ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে ভ্লাদিমির পুতিন যেভাবে নরেন্দ্র মোদি বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

কিনজা দুঃখ নিয়ে জানায়, 'আমরা চাই যুদ্ধ শেষ হোক।' *ছবি: বিবিসি*

গাজা যুদ্ধে শিশুরা আহত ক্ষুধার্ত ও একা

পরিচয় ডেস্ক: গাজা যুদ্ধে জন্ম নেওয়া এক মাস বয়সী শিশু শুয়ে আছে ইনকিউবেটরে। জন্মের পর বাবা-মায়ের আলিঙ্গন পায়নি সে, জায়গা হয়েছে ইনকিউবেটরে। শিশুটির মা হান্না ইসরায়েলি বোমার আঘাতে নিহত হয়েছেন। মৃত্যুর আগে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে কন্যাশিশুর জন্ম দিলেও, মেয়ের নাম রাখার জন্য বাঁচতে পারেনি।

মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহের আল-আকসা হাসপাতালে ছোট্ট নবজাতকের যত্ন নিচ্ছেন নার্স ওয়ার্দা আল-আওদা। হাসপাতালে শিশুটিকে সবাই হান্না আবু আমশার মেয়ে বলে চেনে।

চলমান যুদ্ধে শিশুটির পুরো পরিবার প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ঐকমত্যের 'কাছাকাছি' মার্কিন মধ্যস্থতার আলোচনা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় অস্ত্রবিরতির মাধ্যমে গাজায় চলমান যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা আশা দেখাচ্ছে। মার্কিন অংশগ্রহণের পাশাপাশি আরব বিশ্বের একাধিক দেশ এই আলোচনায় জড়িত। পক্ষগুলো যুদ্ধবিরতি নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তবে আরও বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন।

বিভিন্ন পক্ষের একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিবদমান দুই পক্ষ হামাস ও ইসরায়েলকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দাপ্রধানদের মধ্যে আলোচনায় একটি খসড়া শান্তিচুক্তি তৈরি করা হয়েছে। সেই খসড়া অনুসারে প্রথম ধাপে গাজায় ছয় সপ্তাহ দীর্ঘ একটি অস্ত্রবিরতি কার্যকর করা হবে। মোট তিন ধাপের শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপ এটি। বাকি দুটি ধাপে আরও বেশি সময়ের যুদ্ধবিরতি ও ইসরায়েল-হামাসের মধ্যে আরও বন্দিবিনিময় কার্যকর করা হবে।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রসহ আরব দেশগুলো একধরনের ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।
ছবি: ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

একটি সূত্র জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে এই শান্তি আলোচনায় নেতৃত্ব দেওয়া সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা সিআইএর প্রধান উইলিয়াম বার্নস বলেছেন, একবার দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর আবার আগের শক্তিমত্তা ও তীব্রতা নিয়ে কোনোভাবেই যুদ্ধ শুরু করতে পারবে না ইসরায়েল। যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে আলোচনার অন্যান্য পক্ষকে বলা হয়েছে, হামাসের হাতে ইসরায়েলি জিম্মিরা মুক্তি পেলে ইসরায়েল গাজায় বিমান ও স্থল অভিযানসহ অন্যান্য বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

গর্ভপাতের অধিকারকে সাংবিধানিক করতে এক ধাপ এগোলো ফ্রান্স

পরিচয় ডেস্ক: ফ্রান্সে নারীর গর্ভপাতের অধিকারকে সাংবিধনিক করতে বিল পাস করেছে ন্যাশনাল অ্য়াসেম্বলি। এবার সেনেটে ভোটাভুটি হবে। প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ নারীদের এই অধিকারকে সংবিধানসম্মত করতে বদ্ধপরিকর। ফ্রান্সের পর্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে এই বিল বিপুল সংখ্য়াগরিষ্ঠতা নিয়ে পাস হয়েছে।

বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৪৯৩টি ও বিপক্ষে মাত্র ৩০টি। মাক্রোঁর নেতৃত্বে জোট এবং বিরোধী বামপন্থিরা সকলেই এই বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী মোরেত্তি জানিয়েছেন, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নারীদের ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত সৃষ্টি হলো। কীভাবে সংবিধান সংশোধন হবে?

ফ্রান্সে সংবিধান সংশোধন করতে গেলে পর্লামেন্টের দুই কক্ষেই বিলটি প্রথমে অনুমোদন করাতে হয়। তারপর হয় গণভোট নিতে হয় অথবা পর্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে পাঁচভাগের তিনভাগ সদস্য যদি বিলের পক্ষে ভোট দেন, তাহলে সংবিধান সংশোধন করা যায়। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

দুর্নীতির দায়ে পাকিস্তানে ইমরান খানের আরো ১৪ বছরের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার একদিন পরেই নতুন করে এই সাজা দেওয়া হলো। ইমরান খানকে ২০২২ সালে তাঁর বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। দুর্নীতির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ইতিমধ্যেই তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন ইমরান খান। এই দম্পতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় উপহার বেআইনিভাবে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ। *ছবি: সংগৃহীত*

ভারতের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের বেসমেন্টে পূজার অনুমতি

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসীতে অবস্থিত জ্ঞানবাপী মসজিদের বেসমেন্টে পূজা করার অনুমতি দিয়েছে একটি আদালত। স্থানীয় সময় আজ বুধবার বিকেলে দেওয়া এক রায়ে এই আদেশ দেন আদালত। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, যে বিচারক এই আদেশ দিয়েছেন আজই তাঁর চাকরিজীবনে শেষ কর্মদিবস ছিল।

আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, আজ বুধবার দেওয়া রায়ে আদালত বলেছেনড়জ্ঞানবাপী মসজিদের বন্ধ থাকা বেসমেন্টে এখন থেকে পূজা করতে পারবেন আদালতে আবেদনকারীরা। তবে বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

১০ হাজারের কম ফলোয়ার নিয়েও বছরে লাখ ডলার আয় করেন কনটেন্ট ক্রিয়েটররা: গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কনটেন্ট পোস্ট করে উপার্জন এখন বিশ্বজুড়েই আয়ের মাধ্যম। ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে পরিচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের নিয়ে এক জরিপ গবেষণায় উঠে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। বছরে এক লাখ ডলারের বেশি উপার্জন করেছেন এমন ইনফ্লুয়েন্সারদের ৯৫ শতাংশেরই ১০ লাখের কম ফলোয়ার আছে। ১০ হাজারের কম ফলোয়ার নিয়েও লাখ ডলার আয় করেছেন ২৫ শতাংশ।

২ হাজার ক্রিয়েটরের ব্যবসার কৌশল পর্যবেক্ষণ করে জরিপটি করেছে কাজাবি নামে ইনফ্লুয়েন্সারদের সহায়তাকারী প্ল্যাটফর্ম। তবে এতে নিজেদের গ্রাহকদের তথ্য নিয়েছে কিনা তা জানায়নি কাজাবি। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটরদের পোস্ট করা পডকাস্ট ও কোর্স থেকে উপার্জনে সহায়তা করে।

উপার্জনের বৈচিত্র্যময় উৎস : আর্থিকভাবে সফল হওয়ার জন্য একাধিক আয়ের উৎস বের করা প্রয়োজন বলে মনে করেন জরিপের ৭৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী। অর্থাৎ আয়ের জন্য তারা শুধুমাত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরে নির্ভর

করে না। কোন ডিজিটাল পণ্যের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি আয় করেছেন? এর উত্তরে অনলাইন কোর্স, ডিজিটাল ডাউনলোড, সাবস্ক্রিপশন ও অনলাইন পরামর্শ বা কোচিংয়ের কথা উল্লেখ করেন ক্রিয়েটররা।

৯৫ শতাংশ ক্রিয়েটরের ফলোয়ার ১০ লাখের কম : ফলোয়ার বেশি হলেই আয় বেশি হবেড় এমন তথ্যের সত্যতা গবেষণার ফলাফলে জানা যায়নি। বরং লাখ ডলার উপার্জনকারী ৯৫ শতাংশ ক্রিয়েটরের ১০ লাখেরও কম ফলোয়ার আছে। মাত্র ৫ শতাংশ ফলোয়ারের ১০ লাখের বেশি ফলোয়ার এবং ২৫ শতাংশের ১০ হাজারের কম ফলোয়ার রয়েছে।

এসব জরিপ প্রমাণ করে, আয়ের বিভিন্ন উৎসকে ঠিক উপায়ে মনিটাইজেশন করলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা না হলেও বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় সম্ভব।

ক্রিয়েটর ইউনিয়ন গঠন : সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ৪৬ শতাংশ কনটেন্ট ক্রিয়েটর বিভিন্ন ইউনিয়নে যুক্ত হতে চান। কারণ ২০২৪ সালের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

জিমেইলের স্টোরেজ বাড়াবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের রোজকার জীবনে ইমেইল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনেক কাজেও প্রয়োজন হয় ইমেইলের। বিশেষ করে গুগলের ইমেইল সার্ভিস জিমেইল আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এর একটি বড় কারণ গুগলের অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সহজ সংযোগ।

জিমেইলে অপ্রয়োজনীয় মেইলে ভরে যায় ইনবক্স, যা স্টোরেজের বড় অংশ দখলে নেয়। ফলে স্মার্টফোনে জরুরি অ্যাপ বা ফাইল সেভ করতে সমস্যায় পড়তে হয় অনেক সময়। জমে থাকা ইমেইলের অধিকাংশ পুরোনো ফাইল। সেগুলো কীভাবে বেছে বেছে ডিলিট করবেন, তা জানা জরুরি।

স্টোরেজ বাড়াতে : জিমেইলে জমা হওয়া মেইলের অধিকাংশই বহু মাস বা বছর পুরোনো। ইমেইল জমে থাকার ফলে দ্রুত স্টোরেজ শেষ হয়ে যায়। প্রতি জিমেইল অ্যাকাউন্ট ১৫জিবি স্টোরেজ ফ্রি দিয়ে থাকে গুগল। ফলে স্টোরেজ শেষ হলে বিপত্তি বাধে। অপ্রয়োজনীয় ইমেইলের ভিড়ে প্রয়োজনীয় মেইল খুঁজে পাওয়া অবশ্য দুরূহ। কিছু বিষয় অনুসরণ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

এআই ভিডিও বানানোর বিশেষ প্রোগ্রাম আনছে গুগল

পরিচয় ডেস্ক: চারিদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জয়জয়কার। এআই টুল কাজে লাগিয়ে হরেক রকমের কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে পৃথিবীতে। সেই কাণ্ড নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা যেমন হচ্ছে, তেমন নেতিবাচক আলোচনাও কম নয়। এবার এআই ব্যবহার করে ভিডিও তৈরির জন্য লুমিয়ের নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করছে গুগল।

এই এআই টুল ব্যবহার করে বাস্তবধর্মী, বৈচিত্র্যময় ও অ্যানিমেটেড ভিডিও তৈরি করা যাবে বলে দাবি মার্কিন টেক জায়ান্টের।

লুমিয়ের ব্যবহার করে লেখা থেকে ভিডিও, ছবি থেকে ভিডিও বানানো যাবে। ছবিকে অ্যানিমেশন ভিডিওতেও রূপান্তর করা যাবে।

লুমিয়ের ব্যবহার বা ডাউনলোড করার সুযোগ এখনো উন্মুক্ত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে লুমিয়েরকে গুগল বার্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

হোয়াটসঅ্যাপে নিরাপদ থাকার ৫ কৌশল

পরিচয় ডেস্ক : হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে বার্তা বা ছবির পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও বিনিময় করেন অনেকে। তাই ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপটিতে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা শক্তিশালী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াটসঅ্যাপে নিরাপদ থাকার পাঁচ কৌশল জেনে নেওয়া যাকড়

দুই স্তরের নিরাপত্তাসুবিধা

দুই স্তরের নিরাপত্তাসুবিধা চালু থাকলে কেউ গোপনে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলেই জানা যায়। দুই স্তরের নিরাপত্তাসুবিধা চালুর জন্য প্রথমেই হোয়াটসঅ্যাপ চালু করে ডান পাশের ওপরে থাকা তিনটি ডট মেন্যুতে ক্লিক করতে হবে। এবার সেটিংসে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর টু স্টেপ ভেরিফিকেশনে ক্লিক করে টার্ন অন নির্বাচনের পর ছয় সংখ্যার পাসওয়ার্ড ও ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হবে। ই-মেইল ঠিকানা নিশ্চিত করে টার্ন অন নির্বাচন করলেই দুই স্তরের নিরাপত্তাসুবিধা চালু হবে।

এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন ব্যবহার

হোয়াটসঅ্যাপে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সুবিধা চালু থাকলে পাঠানো বার্তা প্রাপক ছাড়া অন্য কেউ পড়তে পারে না। ফলে বিনিময় করা তথ্য নিরাপদ থাকে। এ সুবিধা চালুর জন্য অ্যাপের সেটিংসে প্রবেশ করে

চ্যাটস নির্বাচনের পর চ্যাট ব্যাকআপ অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড ব্যাকআপ নির্বাচনের পর টার্ন অন অপশনে ক্লিক করে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ডটি মনে রাখার পাশাপাশি কোনো জায়গায় লিখে রাখতে হবে। কারণ, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে পাসওয়ার্ড উদ্ধারের জন্য কোনো সাহায্য করে না হোয়াটসঅ্যাপ।

অনলাইন উপস্থিতি গোপন

নিজের অনলাইন উপস্থিতি ও স্ট্যাটাস নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গোপন রাখার সুযোগ রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পোস্ট পড়লেও নির্দিষ্ট ব্যক্তিরা জানতে পারে না। লাস্ট সিন ও অনলাইন স্ট্যাটাস *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

কম্পিউটার থেকেও হোয়াটসঅ্যাপের বার্তা ও ছবি লুকিয়ে রাখা যাবে

পরিচয় ডেস্ক: ব্যবহারকারীদের আদান-প্রদান করা ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, ছবি ও ভিডিও নিরাপদে রাখতে গত বছরের মে মাসে ‘চ্যাট লক’ নামের নিরাপত্তা সুবিধা চালু করে হোয়াটসঅ্যাপ। এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে ব্যবহারকারীরা চাইলেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আদান-প্রদান করা সব তথ্য লক করে রাখার পাশাপাশি সেগুলো আলাদা ‘চ্যাট লকস’ ফোল্ডারে জমা রাখতে পারেন। ফলে ব্যবহারকারী ছাড়া অন্য কেউ সেই বার্তাগুলো দেখতে পারেন না। বর্তমানে সুবিধাটি শুধু আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা ফোনে ব্যবহার করা যায়। এবার এ সুবিধা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ডব্লিউ এ বেটা ইনফো জানিয়েছে, কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের তথ্যের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করতে চ্যাট লক সুবিধা চালু করতে যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। এরই মধ্যে এ সুবিধা চালুর জন্য কাজ শুরু করেছে অ্যাপটি। সুবিধাটি চালু হলে হোয়াটসঅ্যাপের ডেস্কটপ সংস্করণের ‘সাইড বার’-এ তালার মতো ‘প্যাডলক’ আইকন যুক্ত করা হবে। আইকনটিতে

ক্লিক করে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে। শিগগিরই এ সুবিধা চালু করা হতে পারে। উল্লেখ্য, হোয়াটসঅ্যাপে লক করা বার্তা, ছবি বা ভিডিও দেখার জন্য ব্যবহারকারীদের আঙুলের ছাপ প্রয়োজন হয়। ফলে ব্যবহারকারীর অজান্তে অন্য কেউ ফোন ব্যবহার করলেও লক করা পোস্টের তথ্য বা ছবি দেখতে পারেন না। আর তাই ফোন হারিয়ে গেলেও হোয়াটসঅ্যাপে আদান-প্রদান করা ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো নিরাপদ থাকে। সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

‘নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে’র পর নিয়ন্ত্রিত সংসদ!

হাসান মামুন

গত ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে যে ধরনের সংসদ পাওয়ার কথা, তেমনটাই পেয়েছি। এ নিয়ে আক্ষেপের কিছু নেই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ না থাকলে যেমন নির্বাচন আয়োজনে সরকারের সুবিধা, তেমনটিরই ব্যবস্থা হয়েছিল। সেটা নিয়ে নতুন করে আর আলোচনার কী আছে! তবে নির্বাচনটি একাডেমিক আগ্রহের বিষয় হয়ে থাকবে এর কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে। ক্ষমতাসীন দলের ভেতর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতে যেভাবে সংসদে এসেছেন, তা এটিকে কিছুটা নতুন রূপ দিয়েছে বৈকি। অতঃপর সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে তাদের বলা হয়েছে স্বতন্ত্র হিসেবে থেকেই ‘গঠনমূলক ভূমিকা’ রাখতে। সংসদের বিরোধী দল হিসেবে শেষতক স্বীকৃতি পাওয়া জাতীয় পার্টি (জাপা) বলছে, তারাও ‘গঠনমূলক ভূমিকা’ রাখবে। কোন ভূমিকা ‘গঠনমূলক’ আর কোনটি তা নয়, সেটা নিশ্চয় স্থির করে দেওয়া হবে ‘কেন্দ্র থেকে’। সর্বোপরি একটা ‘নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন’-এর পর একটা নিয়ন্ত্রিত সংসদই গঠিত হয়েছে।

এর কার্যক্রম শুরুর লগ্নে তবু অনেককে দেখা যাচ্ছে সংসদের কাছে কিছু প্রত্যাশা ব্যক্ত করতে। এটা স্বীকার করেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হচ্ছে, সংসদটি সরকারপক্ষীয়। গণভবনে আয়োজিত বৈঠকে বিএনপি থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে জিতে আসা একজনকে বর্ণনা করা হলো সরকারপক্ষীয় বলে! নির্বাচিত ৬২ স্বতন্ত্র এমপির মাত্র তিনজন এমন আছেন। তারাও ভিন্ন কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে মনে হয় না। ক্ষমতাসীন জোটের যারা নৌকা নিয়ে কোনোমতে জিতে এসেছেন, তারা সরকারের প্রতি আরও বিনয়ী হবেন। বেফাঁস কথা এর আগে বলে ফেললেও এবার আর বলবেন না। বললেই বা কী! সরকার কোনো কিছুরই পরোয়া করবে না এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। জিততে না পারা সরকারদলীয় প্রার্থীরাও কত কী বললেন নির্বাচন নিয়ে! তাতে কী যায় আসে সরকারের? নির্বাচনের পরও ‘নিজেদের মধ্যে’ হানাহানি চলছে। তাতেই বা কী যায় আসে! বরং বলা যেতে পারে, আরও বেশি হানাহানি হতে পারত। আর যেটুকু হচ্ছে, সেটাও ‘নিয়ন্ত্রণে’ নিয়ে আসা হবে!

এমন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থায় অনেকে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেও অপরপক্ষকে দেখা যাচ্ছে ভারমুক্ত। তারা এমনটাই চেয়েছিলেন। এখন হয়তো চাইবেন, সংসদের বাইরে যে রাজনীতি, সেটাও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হোক। সত্যি বলতে, ২০১৪ সাল থেকেই সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ রয়েছে সংসদের বাইরে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে কী মনে করে তারা গিয়েছিলেন, সেটা এক রহস্য। তখন থেকে এ নিয়ে নানা আলাপ বাতাসে ভেসে বেড়ায়। নির্বাচনে না গেলে নিবন্ধন না জানি বাতিল হয়ে যায় এমন উৎকণ্ঠাও কি ছিল না? নিবন্ধন না থাকলেও মাঠে রাজনীতির সুযোগ থাকে। সংসদের বাইরে সে রাজনীতিটাও সামনে তারা করতে পারবেন কিনা এ প্রশ্ন এরই মধ্যে উঠেছে। সংসদ কতটা কী ‘কার্যকর’ হয়, তার চেয়ে এ বিষয়ে বরং আগ্রহ আছে মানুষের। যারা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করার পক্ষে, তারাও এর পরবর্তী পর্ব দেখতে কম আগ্রহী নন।

এ ধরনের আলাপও অনেককে করতে দেখছি, এমন একটা পরিস্থিতিতে এসে পৌঁছার জন্য বিএনপির ‘ভুল রাজনীতি’ই দায়ী। বারবার তারা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে নিজের বিপর্যয় ডেকে আনছে এবং দেশকেও ঠেলে দিচ্ছে কার্যত একদলীয়

ব্যবস্থার দিকে। তার ‘অপরাধ’-এর তালিকাও তুলে ধরা হচ্ছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে, এর সুযোগ তো ক্ষমতাসীনরা নেবেই। আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি থাকলে তারাও একইভাবে সুযোগ নিত বলে বয়ান হাজির করা হচ্ছে। রাজনীতি যেন কেবল ‘সুযোগ নেওয়া’র ব্যাপার! যে কোনো মূল্যে প্রতিপক্ষকে প্রান্তিক বানানো; পারলে মুছে ফেলার ব্যাপার। এর ভেতর দিয়ে গণতন্ত্রের অবশেষটুকুও মুছে গেলে একটা জাতির যেন কিছুই যায় আসে না! গণতন্ত্র নিঃশেষ হয়ে এলেও ‘উন্নয়নের ধারা’ বহাল থাকবে এমন তত্ত্বও হাজির করা হচ্ছে। এ অবস্থায় গণতন্ত্রের ‘ভিন্ন মডেল’ অনুসৃত হতে পারে বলেও দেওয়া হচ্ছে বক্তব্য। এর তত্ত্বায়নে উৎসাহভরে এগিয়ে আসা কিছু বিজ্ঞজনকে হয়তো অচিরেই দেখা যাবে দৃশ্যপটে।

এরই মধ্যে একপক্ষীয় সংসদকে ‘কার্যকর’ দেখাতে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে কিছু সংস্কার আনার প্রস্তাব এসেছে। অনাস্থা প্রস্তাব ও অর্থ বিল পাসের মতো বিষয় ছাড়া সবকিছু নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হলে ‘কার্যকর বিরোধী দল’-এর অনুপস্থিতিতেও সংসদ কিছুটা কার্যকর হতে পারে বলে প্রস্তাবকারীরা মনে করছেন। এটা অবশ্য ঠিক, সদস্যপদ বাতিলের ঝুঁকি এড়াতে কেউ ইচ্ছা হলেও কোনো বিষয়ে দলীয় মতের বাইরে যান না। বিগত দুটি সংসদে ‘বিরোধী দল’ জাপাকেও কোনো বিষয়ে সরকারবিরোধী কঠোর অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। এবারের মতো আগেও তারা ছিল বানিয়ে তোলা বিরোধী দল। এক মেয়াদে তো একই সঙ্গে মন্ত্রিসভায়ও ছিল। এবার বরং পরিস্থিতি কিছুটা পরিচ্ছন্ন! ১১ সদস্য নিয়ে তারা ‘বিরোধী দল’ হিসেবেই যা ভূমিকা রাখার রাখবে। তবে ২০১৮ নির্বাচন-পরবর্তী সংসদে বিএনপির মাত্র ৭-৮ জন সদস্য যেটুকু ভূমিকা রেখেছিলেন, তার ধারেকাছেও তারা যেতে পারবে না। জাপায় সম্প্রতি নতুন করে যে ভাঙন দেখা দিয়েছে, সেটা মোকাবিলায় তাদের উল্টো হয়তো সরকারের সহায়তা চাইতে হবে!

সরকার যেভাবে চাইবে সেভাবেই পরিচালিত হবে সংসদ। সত্যি বলতে, এটা কখনোই কার্যকর হয়নি। মোটামুটি মানসম্পন্ন নির্বাচন হয়ে সংসদ গঠনের পর্বেও কোনো সংসদ কার্যকরভাবে চলেনি। এর প্রধান কারণ ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিভঙ্গি। বিরোধী দলের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের ঐতিহ্যও গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। সংসদের প্রাণসূত্র বলে বিবেচিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিগুলোও কার্যকর হয়নি সাধারণভাবে। কিছুটা কার্যকর হলেও তার সুপারিশ মেনে চলার প্রবণতা দেখা যায়নি সরকারের মধ্যে। দেশে সংসদ না থাকলেও সরকার যেভাবে চলত; বলতে গেলে সেভাবেই পরিচালিত হয়েছে। সংসদ বা কোনো কিছুই এতে বাদ সাধতে পারেনি। এর বড় প্রমাণ সংবিধান থেকে নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনা। সংসদ থেকে গঠিত কমিটি সংস্কার করে ওই ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে অবস্থান নিলেও সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে পরে এটি বাতিলেরই ব্যবস্থা হয়। দেশের রাজনীতিতে সর্বশেষ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে ওই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এমনটি না ঘটলে অর্থাৎ সংস্কারের পথে এগোতে পারলে সবকিছুই হয়তো ভিন্ন রকম হতো।

অনেকে মনে করেন, নজিরবিহীন পশ্চিমা আগ্রহের মধ্যে এবার বরং বিএনপির উচিত ছিল ২৮ অক্টোবরের আগেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সরকারকে চাপে ফেলা। তাতে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরতে না পারলেও পরিস্থিতিটা ভিন্ন হতো। সংসদ ছাড়াও মাঠে রাজনীতির সুযোগ তখন আরও বাড়ত বৈকি। সেটা যখন হয়নি, তখন নতুন নীতি-কৌশল নিয়ে এগোতে হবে তাদের। এটা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন তারাও, যারা নাকি বিএনপির রাজনীতি অপছন্দ করেন। ক্ষমতাসীনদের অপছন্দ করা মানুষও দেশে কম নেই। এই পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে আবার সব পক্ষকে নিয়ে দেশ *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নাবালক রাজনীতি ও প্রতিবেশীর অভিভাবকত্ব

মোশতাক আহমেদ

সব জল্পনাকল্পনা আর গুজবের অবসান ঘটিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এখন চলছে আলোচনা-সমালোচনা—যেমনটি সবসময়ই হয়, হয়ে থাকে।

সরকারি দল এই নির্বাচনকে দেশে “গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা”য় একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছেন। অন্যদিকে রাজপথের সব বিরোধী দল এটিকে দেখছে গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে।

যত সমালোচনাই করা হোক না কেন, ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে যা ঘটেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনটা যে হবে তা অনেক আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। কারণ, রাজপথের বিরোধী দলগুলো নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক বা তদারকি সরকারের যে দাবি জানিয়ে আসছিল, তা বোধগম্য কারণেই সরকার বা সরকারি দলের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে, পরপর দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতা (২০১৪ ও ২০১৮) এবং দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বিরোধী দলের প্রতি সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের মারমুখী আচরণ থেকে তাদেরও বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে।

নির্বাচনের কয়েকমাস আগে থেকেই আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্ব একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর চাপ দিয়ে আসছিল। অন্যদিকে ভারত, চীন ও রাশিয়া সরকারের উদ্যোগকে কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে দিয়েছিল সমর্থন।

নির্বাচনের পরপরই অনেক দেশ কূটনৈতিক শিষ্টাচার অনুযায়ী সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তাদের এ দেশীয় কূটনীতিকরা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে নিজ নিজ দেশের সমর্থনের কথা জানিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ জানুয়ারি ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, “২০১৪ সালেও নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ভারতবর্ষ আমাদের পাশে ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনকেও বিতর্কিত করার এবং সে নির্বাচন নিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্থাপন করা হয়েছিল। ভারতবর্ষ আমাদের পাশে ছিল। এবারও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থানটা কী ছিল বা কী আছে, তা আপনারাই জানেন” (প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪) স্বাভাবিকভাবেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য বোদ্ধামহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতবর্ষের “পাশে থাকা” বলতে কী বুঝিয়েছেন তা খোলাসা করে না বললেও অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন “তাহলে কি ভারতের পরামর্শমতই” সরকার এই বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছে?

বিষয়টিকে এত নেতিবাচকভাবে হয়তো না-ও দেখা যেতো। কিন্তু কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী দল না থাকার পরও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নিজের লোকেরাই এমন সব কথা বলেছেন যে বাংলাদেশের নির্বাচনে সাধারণ মানুষ ভারত প্রসঙ্গটাকে খুব হালকাভাবে নিতে পারছে না।

নির্বাচনের মাত্র ১২ দিন আগে মেহেরপুর-১ (মুজিবনগর, সদর উপজেলা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক দুই মেয়াদের সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান টেলিফোনে একজনকে বলেন, “আমি শেখ হাসিনার প্রার্থী, আমি ভারতের প্রার্থী। আমি এখানে হারার জন্য আসিনি” (সমকাল, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩)

একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে সরকার দলীয় কেউ যখন নিজেকে ভিন্ন কোনো দেশের প্রার্থী হিসেবে প্রচার করে, তখন এটিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। কারণ, এটি স্পষ্টতই দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অস্বীকারের নামান্তর।

তবে বাংলাদেশের মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের এ হেন মন্তব্য-বক্তব্য যে খুব একটা সাম্প্রতিক বিষয়, এমন কিন্তু নয়। প্রায় দেড় বছর আগে ২০২২ সালের আগস্টে আমাদের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন ভারতে সরকারি সফর শেষে দেশে ফিরে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, “শেখ হাসিনার সরকারকে টিকিয়ে রাখতে যা যা দরকার, তা করতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছি” কোন রাখঢাক নেই, প্রকাশ্যেই বলেছিলেন এ কথা। বলেছিলেন বেশ গর্বের সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বিদেশ সফরে ভারতে গিয়ে তিনি দুই দেশের সম্পর্ককে “স্বামী-স্ত্রীর” মতো বলে উল্লেখ করেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তিনি বলেছেন “আমাদের বিজয় মানে ভারতের বিজয়, ভারতের বিজয় মানে আমাদের বিজয়” তার এ হেন কথাবার্তা নিয়ে সে সময়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও হয়েছে অনেক। কিন্তু তাতে তার বচনামৃত বর্ষণে তেমন একটা রকমফের হয়নি।

নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীও তার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সুযোগেই বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারতের পাশে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকে মনে হয়, ভারত যেন আমাদের অভিভাবক। তাইতো গত তিন-তিনটি নির্বাচনে “পাশে থেকে” পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে।

একজন অভিভাবক যেমন তার সন্তানদের বিভিন্ন সমস্যা, ঝুটঝামেলা থেকে আগলে রাখেন, ভারতও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই করছে। আর এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে স্বাধীনতার ৫২ বছর পরও আমরা বাংলাদেশিরা সাবালক হয়ে উঠতে পারিনি, যার জন্য আমাদের ভারতের মতো একজন অভিজ্ঞ অভিভাবকের প্রয়োজন থেকেই যাচ্ছে।

কিন্তু এই যে জন্মের ৫২ বছর পরও সাবালক না হতে পারা, এর কারণ কী? এ কী শুধুই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়া বা টিকে থাকার বিষয়? নাকি এর পেছনে আরও কারণ রয়েছে? সময় এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে নেওয়ার।

আসলে আমরা যতই বলি না কেন যে আমাদের জনগণ রাজনীতি সচেতন, প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে এ দেশে বিরাজনীতিকরণের একটা প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে—যার যাত্রা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই। অন্যদিকে, আমাদের রাজনীতিবিদরাও ক্ষমতার মসনদ দখলের জন্য এতই মরিয়া যে তারা রাজনীতিকে ক্ষমতায় যাওয়ার মই হিসেবেই শুধু ব্যবহার করেছেন—সাধারণ জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই করেননি এযাবতকাল।

ফলে, রাজনীতি হয়ে গেছে মুষ্টিমেয় একটা শ্রেণীর ক্ষমতারোহনের প্রক্রিয়ামাত্র, যা আমাদের রাজনীতির সাবালকত্ব অর্জনে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারই অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে বিদেশি রাষ্ট্র বা শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। সেই সুযোগটাই নিচ্ছে প্রতিবেশী ভারত।

এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের একটা সুবিধাজনক অবস্থা রয়েছে। সে এটাকে কাজে লাগাবে, এতে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর বাংলাদেশের রাজনীতি যেহেতু রাজনীতিবিদদের হাত থেকে চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে, তারাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বৃহৎ পুঁজির অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য চেষ্টিত হবেন, এটাও স্বাভাবিক।

সে কারণেই ভারত চাইবে আমাদের রাজনীতিটা নাবালকই থাকুক, যাতে তারা অভিভাবকের মতো খবরদারি করতে পারে। যতদিন আমাদের রাজনীতি সাবালক না হবে, ততদিনই তাকে কারো না কারো অভিভাবকত্ব মেনে নিতে হবে—হতে পারে তা ভারত, হতে পারে চীন, হতে পারে আমেরিকা কিংবা অন্য কোনো দেশ।

নবনিযুক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের জাতীয় নির্বাচনে যেভাবে ভারতের অভিভাবকত্ব প্রকাশ করেছেন, তা অন্যভাবেও করা যেতো। তার মনে রাখা উচিত ছিল যে রাজনীতিতে যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু একজন মন্ত্রীই নন, তিনি রাষ্ট্রের প্রধান কূটনীতিক। আর, আজকাল ছোট শিশুরাও মাত্রাতিরিক্ত অভিভাবকত্ব মেনে নিতে চায় না। মোশতাক আহমেদ: সাবেক জাতিসংঘ কর্মকর্তা ও কলাম লেখক। ডেইলি ষ্টার এর সৌজন্যে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-47 164th Street
Jamaica
NY 11432
646-982-9938

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

‘বেগমপাড়া’র পর পাচার লীলায় এবার ‘মাই সেকেন্ড হোম’ মালয়েশিয়া

সাইফুর রহমান তপন

কানাডার ‘বেগমপাড়া’ এবং মালয়েশিয়ার ‘মাই সেকেন্ড হোম’ কর্মসূচি মাঝে মাঝেই বাংলাদেশের মিডিয়ায় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। মঙ্গলবার সমকালের এক প্রতিবেদনের দৌলতে বেগমপাড়া না হলেও মাই সেকেন্ড হোম আবারও আলোচনায় উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, কর্মসূচিটি চালু হওয়ার পর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশ থেকে অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ মালয়েশিয়া সরকারের তথা ‘আমার দ্বিতীয় নিবাস’ কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশিরা বাংলাদেশের চেয়ে সব দিক থেকেই অনেক অগ্রসর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটিতে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট ও বাড়ি ক্রয় করে বেশ আয়েশে দিন কাটান।

বলা হয়ে থাকে, কানাডার বেগমপাড়ায় মূলত সেই নারীরা একা বা সন্তানাদি নিয়ে বসবাস করেন, যাদের স্বামীরা বাংলাদেশে থাকেন রাজনীতি, ব্যবসা বা চাকরির সুবাদে। এখানে স্বামীরা বৈধ বা অবৈধ উপায়ে যে টাকা উপার্জন করেন, তা অবৈধ পথে চলে যায় কানাডায় তাদের বেগম বা স্ত্রীদের কাছে, পরিবারের প্রবাসী সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য। উপার্জিত টাকাটা বৈধ হলেও কানাডা বা দেশের বাইরে অবৈধ পথে পাঠাতে হয়। কারণ এ দেশের আইনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া কেউ বাইরে টাকা পাঠাতে বা নিয়ে যেতে পারেন না। আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাউকে যতটুকু টাকা বাইরে নেওয়ার অনুমতি দেয়, তা দিয়ে ওই বিদেশ বিভূঁইয়ে অন্তত বাড়ি কেনা বা ব্যবসায় বিনিয়োগ চলে না।

মালয়েশিয়ায় অবশ্য এ দেশের যারা বাড়ি বা ফ্ল্যাট কিনেছেন, তারা কানাডার মতো সেখানে স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে আসেন না। মূলত ভবিষ্যতে দেশে কোনো জুট-ঝামেলায় পড়লে ‘নিরাপদ’ আবাসন হিসেবে ব্যবহার বা মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে গিয়ে ঝামেলাবিহীন সময় কাটানোর জন্য তাদের এ আয়োজন। এক সময় এ মানুষেরাই ঢাকার পাশে গাজীপুর বা অন্য কোনো নিরিবিলি শহরে বাগানবাড়ি বানাতেন। সেসব শহর ইতোমধ্যে মুখ্যত অপরিকল্পিত নগরায়ণের কারণে ঘিঞ্জি হয়ে উঠেছে। তাই ‘হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে’ ঠাঁই খুঁজতে গিয়ে তারা মালয়েশিয়া বা অন্য কোনো দেশের দ্বিতীয় নিবাস কর্মসূচির সুবিধা নিয়েছেন। অবশ্য ইতোমধ্যে এই শ্রেণির মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তিও এতটাই বেড়েছে যে, তার সুবাদে একদিকে পকেট যেমন ফুলেফেঁপে উঠেছে, তেমনি নানা কারণে নিরাপত্তাহীনতাও তৈরি হয়েছে। তাই বিদেশ বিভূঁই-ই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

প্রতিবেদন মতে, মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় নিবাস কর্মসূচির আওতায় কেবল নিবন্ধিত হতেই একজন বাংলাদেশিকে মালয়েশিয়া ব্যাংকে ছয় লাখ রিঙ্গিত (দেড় কোটি টাকা) ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হয়। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাসিক আয় দেখাতে হয় ১০ হাজার রিঙ্গিত (আড়াই লাখ টাকা)। তবে আবেদনকারীর বয়স ৫০ বছরের নিচে হলে উভয় খাতেই দ্বিগুণ অর্থ গুনতে হয়। এর সঙ্গে বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার খরচ যুক্ত হলে টাকার হিসাবটা আর সহজ থাকে না। তবে ওখানে যারা বাড়ি কেনেন, তাদের তো আর যে কোনো একটা ঠাঁই হলেই চলে না; এ দেশের নব্য অভিজাত শ্রেণিভুক্ত যে তারা! তাই যে সে ফ্ল্যাট নয়, রীতিমতো কনডোমিনিয়াম এক কম্পাউন্ডেই জীবনের প্রায় সব আয়োজন।

মালয়েশিয়ায় নাকি ইতোমধ্যে বাংলাদেশি অধ্যুষিত বেশ কয়েকটি এলাকাও গড়ে উঠেছে। প্রতিবেদন অনুসারে, সেখানকার বাংলা মার্কেট ও শাহ আলী এলাকায় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি বাস করেন। কুয়ালালামপুরে বড় বড়

কনডোমিনিয়ামে বাংলাদেশিরা বাংলো কিনে আধুনিক ইন্টেরিয়র ডিজাইনে সাজিয়েছেন, পাশেই সাইবারজায়া ও ফেডারেল সরকারের রাজধানী পুত্রজায়াতে দেখা মেলে এ ধরনের একাধিক বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স কনডোমিনিয়ামের যেখানে কাজ করেন বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের শ্রমিকরা। বিস্ময়কর হলেও সত্য, বাংলাদেশি কর্তাব্যক্তিদের কাছে মালয়েশিয়া ইতোমধ্যে ঘরের আঙিনা হয়ে উঠলেও এসব তাদের চোখে পড়ে না।

মনে আছে নিশ্চয়ই, বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা ‘পানামা পেপারস’, ‘প্যারাডাইস পেপারস’ ইত্যাদি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এ দেশের কিছু ব্যক্তির নাম আসায় ২০২১ সালে উচ্চ আদালত দুদককে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কিন্তু দুদক এ বিষয়ে সন্দেহভাজন বাংলাদেশিদের একটা তালিকা আদালতে জমা দিয়ে তার দায়িত্ব শেষ করে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিএফআইইউ, অর্থ পাচার নিয়ে কাজ করাই যার প্রধান কাজ, তাকেও আদালত পরবর্তী সময়ে কিছু দায়িত্ব দেন। কিন্তু সংস্থাটিও পাচারকৃত অর্থ ফেরাতে সিঙ্গাপুর, কানাডা, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, অস্ট্রেলিয়া, হংকং ও থাইল্যান্ডু এ দশ দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের তাগিদ দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

সদ্য বিদায়ী অর্থমন্ত্রীকেও একবার সাংবাদিকরা অর্থ পাচার নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মন্ত্রী উত্তরে বলেছিলেন, তিনি কোনো অর্থ পাচার দেখতে পাচ্ছেন না; তিনি বরং সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তারা যদি এমন কিছু বের করেন, তাঁকে জানান তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

এ কর্তাব্যক্তিদের কোনো হেলদোল না থাকলেও অর্থ পাচার কিন্তু ঘুণপোকার মতো অর্থনীতিকে খেয়েই চলছে। কে না জানে, এ অর্থ পাচারের প্রধান উপায় হুন্ডি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কুয়ালালামপুরের ব্যাংক, মানি ট্রান্সফার, মানি এক্সচেঞ্জ, রেমিট্যান্স হাউসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হুন্ডি ব্যবসায়ীরা ঘরে বসে, আবার কিছু কিছু এলাকায় প্রকাশ্যে অফিস খুলে নির্বিঘ্নে ব্যবসা চালাচ্ছে। এভাবে সেখানকার বাংলাদেশি শ্রমিকদের কষ্টার্জিত রিঙ্গিত মালয়েশিয়াতেই থেকে যায়, হাত বদল হয়ে বাংলাদেশি বাড়ি ক্রেতাদের এজেন্টদের মাধ্যমে। দেশ হারাচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা, কমছে রিজার্ভ, উদ্বেগ বাড়ছে এখানকার আমজনতার মধ্যে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে।

হুন্ডি ব্যবসায়ীদের বিষয়ে মালয়েশিয়া সরকারের কোনো অভিযান থাকার কথা না। কারণ তারা এতে লাভবানই হচ্ছে। আমাদের সরকার চাইলে মালয়েশীয় সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারে। বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে সই করেছে। এর আওতায় তথ্য চাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

তবে দেশটা তো আমাদের সাধারণ জনগণের। তাই অর্থ পাচারের মতো দেশ ও অর্থনীতিবিধ্বংসী তৎপরতা বন্ধে সজাগ ও সক্রিয় না হয়ে কি উপায় আছে?

সাইফুর রহমান তপন: সহকারী সম্পাদক, সমকাল। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

ভাষা আন্দোলন: বাঙালির জাগৃতির মাইলফলক

সাইফুজ্জামান

ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বাতিঘর। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র পশ্চিম ও পূর্ব দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ভৌগোলিক, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বিস্তর পার্থক্য দুই অঞ্চলে প্রকট ছিল। ১৯৪৭ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রচারমাধ্যমে উর্দু প্রচলনের সুপারিশ করা হয়। পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলা বিষয় বাদ দেওয়া হয়। মুদ্রা ও ডাকটিকিট থেকে বাংলা বর্ণমালা বর্জন করা হয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান সরকারের ‘উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ ঘোষণা বাংলা ভাষাভাষি পূর্বাঞ্চলে বসবাসরত জনমনে ক্ষোভ ও দ্রোহের সঞ্চার করে। পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবেশ করে। এ সমাবেশে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করা হয়। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আবুল মনসুর আহমদ উল্লেখ করেন, ‘উর্দুকে যদি রাষ্ট্রভাষা করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ নিরক্ষর এবং সরকারি সকল পদের ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে’। বিক্ষুব্ধ ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম’ পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া। পরে সংসদ সদস্য শামসুল হক রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাবে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি সরকারি কাজে বাংলা প্রচলনের বিষয়টি অনুমোদনের অনুরোধ করেন। তমিজউদ্দীন খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের সদস্যরা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে প্রতিবাদ জানায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৯ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করা হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী এক সমাবেশে মিলিত হয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি উত্থাপন করা হয়। শামসুল আলমকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। ১১ মার্চ বিক্ষোভকারীরা খাদ্যমন্ত্রী সৈয়দ মোহাম্মদ আফজল ও শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল হামিদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, রওশন আলম প্রমুখদের। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন- উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনো ভাষা নয়।

তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রছাত্রীরা এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানায়। ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ একই বিষয়ে বক্তৃতা দেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা ‘না, না’ চিৎকারে প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৮ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উপস্থিতিতে ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালে আবদুল মতিনকে

আহ্বায়ক করে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন পল্টন ময়দানে বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু’। ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ২৯ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা ও ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার এক সমাবেশ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সলিমুল্লাহ হলে ফকির শাহাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে বলে জানানো হয়। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হয়। পুলিশ সভাস্থলের চারপাশে পাহারা দিতে থাকে। জমায়েত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও গুলি বর্ষণ শুরু করে। আইন পরিষদের সদস্যরা আইন সভায় যোগ দিতে এলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের বাধা দেয়। পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। আবদুল জব্বার, রফিক উদ্দীন, আবদুস সালাম, আবুল বরকত ও কিশোর অহিউল্লাহ নিহত হয়। ওই দিন গণপরিষদের অধিবেশন শুরুর প্রস্তুতি-মুহূর্তে মওলানা তর্কবাগীশ ভবন ত্যাগ করে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে শহীদ মিনার তৈরির কাজ শুরু হয়। ছাত্ররা ইট সংগ্রহ করে। বালির সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হয়। তিনশ ছাত্রের সঙ্গে দুইজন পেশাদার রাজমিস্ত্রি কাজে যোগ দেয়। শহীদ মিনারের নকশা তৈরি করেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার। তার সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন বদরুল আলম। মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনার ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউরের পিতা। ভাষা আন্দোলন জাতীয় জাগৃতির স্মারক। ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক ছিল না। গ্রাম, ইউনিয়ন, মহকুমা ও জেলা শহরে ঢাকায় পড়তে আসা একদল ছাত্রছাত্রী ফিরে গিয়ে আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরেন। পোস্টার লেখা, লিফলেট তৈরি করা সভা-সমাবেশ আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন-সংগ্রাম বেগবান করে।

ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্মরণীয় মুহূর্তে ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত ও ঘটনাবলি জাতিকে উদ্দীপ্ত করেছে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অফিস-আদালতে বাংলা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। শুদ্ধ বাংলা লেখা আজও সম্ভব হয়নি। বিপণিবিতান, স্কুল, কলেজের সাইনবোর্ডে ভুল বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পরিবারে বাংলা ভাষার চর্চা নেই। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে হিন্দি, ইংরেজির ব্যবহার বাড়ছে। তরুণ প্রজন্মের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া তাদের পাশ্চাত্য চেতনায় আচ্ছন্ন করছে। এ প্রজন্মকে বাঙালিয়ানায় উদ্বুদ্ধ করা, বীর যোদ্ধাদের গৌরবগাথার সঙ্গে পরিচিত করার কাযক্রম পরিবার থেকে শুরু করতে হবে প্রথমে। বাঙালির অর্জন, গৌরব ধারণ করতে হবে। ভাষা আন্দোলন জাতীয় গৌরবের মাইলফলক। এ আন্দোলনের পথ ধরে এসেছে ধারাবাহিক সংগ্রাম ও অর্জন। বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে পরিচিত হতে যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম পৃথিবীব্যাপী মেধা, জ্ঞানে, যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। তারা যেন শিকড়-বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দেশপ্রেম প্রতিটি বাঙ্গাঙির অহঙ্কার। দৈনিক যুগান্তর এর সৌজন্যে

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ট্রাম্পের কারণে ইউরোপের কপালে চিন্তার ভাঁজ

নাটালি টোসি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। হোয়াইট হাউসে তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব যৌক্তিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় মিত্রদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এটি প্রায় নিশ্চিত, ২০২৪ সালের নির্বাচনে জো বাইডেন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'পুনর্মিলন' দেখা যাবে। এ কারণে দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার বিষয়ে ইউরোপকে প্রস্তুতি নিতে হবে।

সন্দেহ নেই, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের গত মেয়াদ ইউরোপের জন্য বেদনাদায়ক ছিল। ইরান চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার মতো ট্রাম্পের অনেক পদক্ষেপ ইউরোপের দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে নীতিগত বিভাজন বাড়িয়েছে। ট্রাম্পই প্রথম আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, যিনি ইউরোপকে পরিবারভুক্ত বলে বিবেচনা করেননি। ইউরোপের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের চেয়ে তিনি সি চিন পিং ও ভ্লাদিমির পুতিনের মতো কর্তৃত্ববাদীদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল।

ইউরোপের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষী মনোভাব এখনো বদলায়নি। তিনি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে গতবারের চেয়ে এই দফায় ইউরোপের স্বার্থবিরোধী আরও বড় ধরনের নীতি গ্রহণ করতে পারেন। ট্রাম্পের গত মেয়াদে নেওয়া অনেক নীতি ও সিদ্ধান্ত অভ্যন্তরীণভাবে ত্রুটিপূর্ণ ও অকার্যকর বলে অনেকের কাছে সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁর নীতি মেনে নিতে না পেরে একের পর এক শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ট্রাম্প যদি দ্বিতীয় দফায় গদিতে বসেন, তাহলে অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধতা আগের মতো থাকবে না। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ আরও সুসংহত ও সুনির্ধারিত হতে পারে।

এর আগের দফায় ট্রাম্পকে নিয়ে যেমন রিপাবলিকান শিবিরে মতবিরোধ ছিল, এবার তা যেহেতু থাকবে না, সেহেতু ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' নীতি পালন করবে। এর সঙ্গে একটি পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট যুক্ত হবে, যা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। ইউরোপ ইতিমধ্যে দুটি যুদ্ধের কারণে ধাক্কার শিকার হয়েছে। এরই মধ্যে একটি যুদ্ধ এই মহাদেশেই চলছে। না ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার শেষ দেখা যাচ্ছে; না মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের শেষ দেখা যাচ্ছে। পুতিন ও নেতানিয়াহু যেসব কারণে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করছেন, তার মধ্যে ট্রাম্পের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন একটি বড় কারণ হয়ে থাকতে পারে। ধারণা করি, ইউরোপের কৌশলগত পরিস্থিতি এখন যতটা ভয়াবহ অবস্থায় আছে, আগামী নভেম্বরের পর তা আরও ভয়ংকর দিকে যেতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ ইউরোপে কী প্রভাব ফেলবে? জবাবে বলা যায়, অর্থনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে ইউরোপের দেশগুলোর মতপার্থক্য তীব্রতর হবে। বাইডেনের মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন পাস কিংবা গাজায় ইসরায়েলকে অবাধে হামলা চালাতে দেওয়ার মধ্যে ট্রান্স আটলান্টিক সম্পর্ক মসৃণ রাখা সহজ ছিল না। তবে ট্রাম্প এলে এসব বিষয় নিয়ে ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে গভীর চিড় ধরবে।

সম্ভবত ইউক্রেন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থার একেবারে উল্টো অবস্থানে চলে যাবেন ট্রাম্প। ওয়াশিংটনের 'শান্তি'বিষয়ক প্রস্তাব মেনে না নিলে রাতারাতি কিয়েভের পতন ঘটানো হবে বলে ট্রাম্প অনেক আগেই ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইউক্রেনের সঙ্গে চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সহায়তা দেবে, তা মনে করা কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে ছেড়ে এলে মস্কোর সাহস অনেক গুণ বেড়ে যাবে এবং ক্রেমলিনের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ ইউক্রেনের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চাইবে। পুতিনের যদি মনে হয় ট্রাম্প তাঁকে থামাতে আঙুল তুলবেন না, তাহলে তিনি ন্যাটোকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ আমেরিকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও খর্ব করবে এবং সম্ভবত মারাত্মকভাবেই তা করবে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি মারাত্মক ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ামাত্রই এই মামলাগুলোর ইস্যুতে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে খর্ব করবেন।

ট্রাম্প বহুপক্ষীয় বিশ্বব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ২০২০ সালে যে জায়গায় রেখে গিয়েছিলেন, দ্বিতীয় মেয়াদে এসে সেখান থেকে ফের শুরু করবেন। জাতিসংঘসহ ইতিমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়া বহুপক্ষীয় ব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করতে থাকবেন।

গণতান্ত্রিক শৈত্যপ্রবাহ তখন যুক্তরাষ্ট্রের সীমানায় আটকে থাকবে না। এই হিম হাওয়া ইউরোপ থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। নাটালি টোসি দ্য গার্ডিয়ানএর ইউরোপবিষয়ক কলাম লেখক, দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া; ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

ইউক্রেনকে নিয়ে গভীর সংকটে আমেরিকা-ইউরোপ

ইয়াসার ইয়াকিস

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে পশ্চিমের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক যখন স্থাপিত হলো, তখন ভ্লাদিমির পুতিন খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ন্যাটোতে যুক্ত হওয়া ঠিক হবে না। এরপর ১৯৯৯ সালে রাশিয়া ইউরোপের নিরাপত্তাসনদে সই করেছিলেন পুতিন।

এই সনদে ছিলড়স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দেশের তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বেছে নেওয়া ও বদলানোর এবং যেকোনো জোটে যুক্ত হওয়ার অধিকার থাকবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি মৃত হয়ে গেছে।

ইউক্রেন সংকট থেকে আমরা এখন যে খবর পাচ্ছি, তার সময়োচিত মূল্যায়ন দরকার। রাশিয়া তার অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং পশ্চিমকে একবিন্দু ছাড় দিতে মস্কো রাজি নয়। এর কারণ হলো, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে টিকতে যে অসুবিধা হবে না, তা রাশিয়া বুঝে গেছে।

১৯৯৪ সালে ইউক্রেন যখন তাদের পারমাণবিক অস্ত্র রাশিয়াকে দিয়ে দেয়, তার বিনিময়ে রাশিয়া ইউক্রেনকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিল। এর ফলে ওয়াশিংটন ও লন্ডনের প্রভাব বিলুপ্ত হয়েছিল। ইউক্রেনের পারমাণবিক অস্ত্রের বিষয়টি বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। আর কখনো সেটা উল্লেখ করা হবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইউক্রেনের সফলতা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন। এরপরও তারা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া আগ্রাসন চালিয়ে ইউক্রেনের যতটা ভূখণ্ড দখলে নিয়েছিল, তার প্রায় ৫৪ শতাংশ ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। যাহোক, রাশিয়া এখন পর্যন্ত ইউক্রেনের মোট ভূখণ্ডের ১৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

গত বছরে ইউক্রেনের বহু প্রত্যাশিত আক্রমণ অভিযান সামান্য কিছুটা ভূখণ্ড জয় করতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আশা করা যায়, দুই পক্ষের কেউই আর নতুন কোনো ভূখণ্ড জয় করবে না। আর ক্রিমিয়াকে যে রাশিয়া নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়। এই ইস্যুকে ভিন্নভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইউক্রেন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। ইউক্রেন নিয়ে কী করবে, তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ওয়াশিংটন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি দেখে মনে হচ্ছে, তারা 'অপেক্ষা ও দেখার' নীতি নিয়েছে।

গাজা যুদ্ধ নয়, রাশিয়ার সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরীয় দেশগুলোর লড়াই সামনে আরও তীব্র হবে। ইউক্রেন যুদ্ধ দুটি কারণে এখন একটু প্রশমিত অবস্থায় রয়েছে। প্রথমত, পশ্চিমা দেশগুলো তাদের সহায়তা গাজা যুদ্ধ ও ইউক্রেন যুদ্ধে ভাগাভাগি করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ইসরায়েলের হামলা যে বৈধ, তা নিয়ে পশ্চিমাদের যে অসংগত দৃষ্টিভঙ্গি, তা দিন দিন বাড়ছে। যদি কোনো সংকটজনক মুহূর্ত এসে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত তাদের বেশির ভাগ সমর্থন ইসরায়েলকেই দেবে। সে ক্ষেত্রে ইউক্রেনের কাছ থেকে কিছুটা ভূখণ্ড আবার দখলে নেওয়ার সুযোগ পাবে রাশিয়া।

যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইউক্রেনকে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। কয়েকটি পশ্চিমা দেশ ইউক্রেনকে আরও অর্থ ও অস্ত্র-গোলাবারুদ না দেওয়ার অজুহাত তৈরি করেছে। একই ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে। ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ৫০ বিলিয়ন ডলার আটকে দিয়েছে রিপাবলিকানরা।

আর এই তহবিল আটকে দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি কারণ কারণ রয়েছে, যেটি কিনা ইউক্রেনের কোনো যোগসূত্রহীন। রিপাবলিকানরা ইউক্রেনের তহবিল আটকে দিয়েছেন, তার কারণ হলো, লাতিন আমেরিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের আসা বন্ধ করতে চান।

গাজা যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো জায়গায় যে অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়ছে, সেটাও ইউক্রেন থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে। এককভাবে গাজা যুক্তরাষ্ট্রের পুরোটা মনোযোগ পাচ্ছে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও সামরিক সহায়তাড়দুই ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারে রয়েছে ইসরায়েল। আর ইসরায়েলের প্রশ্ন যখন আসছে, তখন অর্থের প্রবাহে কোনো বাধা আসছে না।

ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধের পর, লোহিত সাগর ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যখানে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে হিংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেওয়ার শঙ্কা কম। কিন্তু ভবিষ্যতের যুদ্ধ হতে পারে একে অন্যকে ছাড় না দেওয়ার যুদ্ধ কিংবা প্রক্সি যুদ্ধ।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গত মাসে ঘোষণা দিয়েছেন তার দেশের যুদ্ধ করার ক্ষমতা টেকসই করতে তিনি আরও সাড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ সেনা নিয়োগ দেবেন। এটা করা মোটেই সহজ হবে না। কেননা, রাশিয়া ও ইউক্রেন দুদিকেই যুদ্ধক্লান্তি জাঁকিয়ে বসেছে।

এ ছাড়া নিয়মিতভাবে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণে ইউক্রেনের অস্ত্র ও গোলাবারুদে টান ধরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি নথিতে বলা হচ্ছে, ইউক্রেনের কাছে যেসব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলো থেকে কিছু অন্যখানে অবৈধভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ড এটা স্বীকার করেছে, কোনো অস্ত্র যদি অযথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়, সেটা তদন্ত করার সুযোগ নেই।

রাশিয়া-ইউক্রেন সম্পর্কে আরও জটিলতা যুক্ত হয়েছে। গত সপ্তাহে ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে রুশ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। তিন রুশ কর্মকর্তা ও ছয়জন ক্রু নিহত হন। বিমানটিকে রাশিয়া ও ইউক্রেন সীমান্তে গুলি করে ভূপাতিত করা হয়।

এদিকে সুইডেনকে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তুরস্ক সম্মতি দিয়েছে। তুরস্কের পার্লামেন্টে গত সপ্তাহে বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কংগ্রেসকে জানায় যে তুরস্কের সঙ্গে ২৩ বিলিয়ন ডলারের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

পশ্চিমারা যদি কিয়েভকে বিপুল পরিমাণ সামরিক সহায়তা না দেয়, তাহলে ইউক্রেন সংকট সমাধানের কোনো পথ নেই। আবার রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ইউক্রেন পরিচালিত হোক, সেটাও পশ্চিমারা হতে দেবে না। সে কারণে এই যুদ্ধ দীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত হতেই থাকবে। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ গত সপ্তাহে যেমন বলেছেন, পশ্চিমা করদাতাদের অর্থ ইউক্রেন পেতেই থাকবে। ইয়াসার ইয়াকিস তুরস্কের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তুরস্কের ক্ষমতাসীন একে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আরব নিউজ থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

বারী সুপার মার্কেট
BARI SUPERMARKET
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
GUARANTEED
HALAL حلال FOOD
QUALITY
WE ACCEPT EBT
আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি
ria Money Transfer
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care
মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।
কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।
Jackson Heights Office:
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100
Jamaica Office:
169-06 hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163
Bronx Office:
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000
Buffalo Office
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973
Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901
Ozone Park Office:
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554
Brooklyn Office:
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200
Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581
info@barihomecare.com
www.barihomecare.com

WE ACCEPT EBT
ADI'S
The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462
TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED
100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 26 - February 01, 2024) | Promo Code : PSP16
আমরা ইবিটি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT EBT CARDS
আমরা ওটিসি কার্ড গ্রহণ করি
WE ACCEPT OTC CARDS
FREE
PURCHASE OF $75 AND UP 1 BAG ONION FREE
ONIONS
SALE $3.49/LB
BEEF WITH BONE SINA MIX
ZABIHA HALAL
SALE $5.99/LB
FROZEN GOAT BACK LEG & SHOULDER
3 KG
SALE $13.99/EA
ROHU
SALE $3.49/LB
TILAPIA FILLET
SALE $9.99/EA
RAW Shrimp
21/25 2 LB BAG
EZ PEELED
SHRIMP
SALE 3/$5.00
KESKI TRAY (HAOR)
SALE $5.99/EA
500 GM
TAPOSHI BAG
300 GM
SALE 3/$5.00
OWNER
Dry cake
OWNER DRY CAKE
SALE $19.99/EA
Parboiled Basmati Rice
20 KG
SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA
SUPER FRESH
Kalijeera Rice
10 LB
SUPER FRESH KALIJEERA RICE
SALE $14.99/EA
Preema's
Sunflower Oil
5 LTR
PREEMA'S SUNFLOWER OIL
SALE 2/$7.99
1000 ML
SUPER FRESH MUSTARD OIL
SALE 3/$5.00
SHAHAJALAL KOCHUR LATI
SALE 2/$6.99
Ali Mia's Noodles
600 GM
ALI MIA'S NOODLES
SALE $17.99/EA
AASHIRVAAD
20 LB
AASHIRVAAD ATTA
SALE 4/$5.00
HOBBI
Chick Peas
400 GM
HOBBI CHICK PEAS
SALE 2/$6.99
Lipton
YELLOW LABEL
LIPTON TEA BAGS
SALE 2/$5.00
IDAHO
5 LB
IDAHO POTATO BAG
SALE 2/$6.99
JACK'S EGG FARM
GRADE A • EGGS
JUMBO
ONE DOZEN EGGS
JACK FARM JUMBO WHITE EGG
SALE 3/$5.00
MANGO
1 LTR
SUPER FRESH MANGO JUICE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PREMIUM SUPERMARKET

HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (January 26 - February 01, 2024) | Promo Code : PSP56

SALE $4.49/LB CUBE FROZEN REGULAR GOAT	SALE 79¢/LB NO CUT NO CLEAN FRESH CHICKEN QUATER LEG	SALE $14.99/EA 900 GM HILSHA SHAHJALAL BRAND	SALE $19.99/EA SIZE 4 KG ROHU SHAHJALAL BRAND
SALE $3.49/LB SIZE 1.5/2 KG PANGASH SHAHJALAL BRAND	SALE $2.49/LB SIZE 5/8 KG KATLA CROWN FARMS	SALE $4.99/EA 500 GM CROWN FARMS BATA BLOCK	SALE 2/$4.99 250 GM CROWN FARMS GURA BAILA BLOCK
SALE 2/$4.99 250 GM SHAHJALAL BRAND KOI BLOCK	SALE 2/$6.99 250 GM CROWN FARMS ROHU EGGS	SALE 3/$3.99 200 GM CK / SHAHJALAL BRAND KESKI TRAY	SALE $3.49/LB SIZE 5/7 CROWN FARMS TILAPIA FILLET
SALE $20.99/EA 20 LBS BAG KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE	SALE $8.99/EA 10 LBS BAG PREEMA'S EVERYDAY EXTRA LONG AGED BASMATI RICE	SALE $33.99/EA 50 LBS BAG (With Additional Purchase of $150.00) DELTA PARBOILED RICE	SALE 3/$4.99 300 GM SHAHJALAL BRAND KACHUR LOTI
SALE 3/$4.99 SHAHJALAL BRAND VEGETABLE SINGARA / SPRING ROLLS	SALE 3/$5.99 496 GM 8-PACK BASHUNDHARA MASALA NOODLES	SALE $3.99/EA 720 GM SUPER FRESH GINGER GARLIC / GINGER PAST	SALE $3.99/EA 1 GALLON (With Additional Purchase $50) WHOLE MILK

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

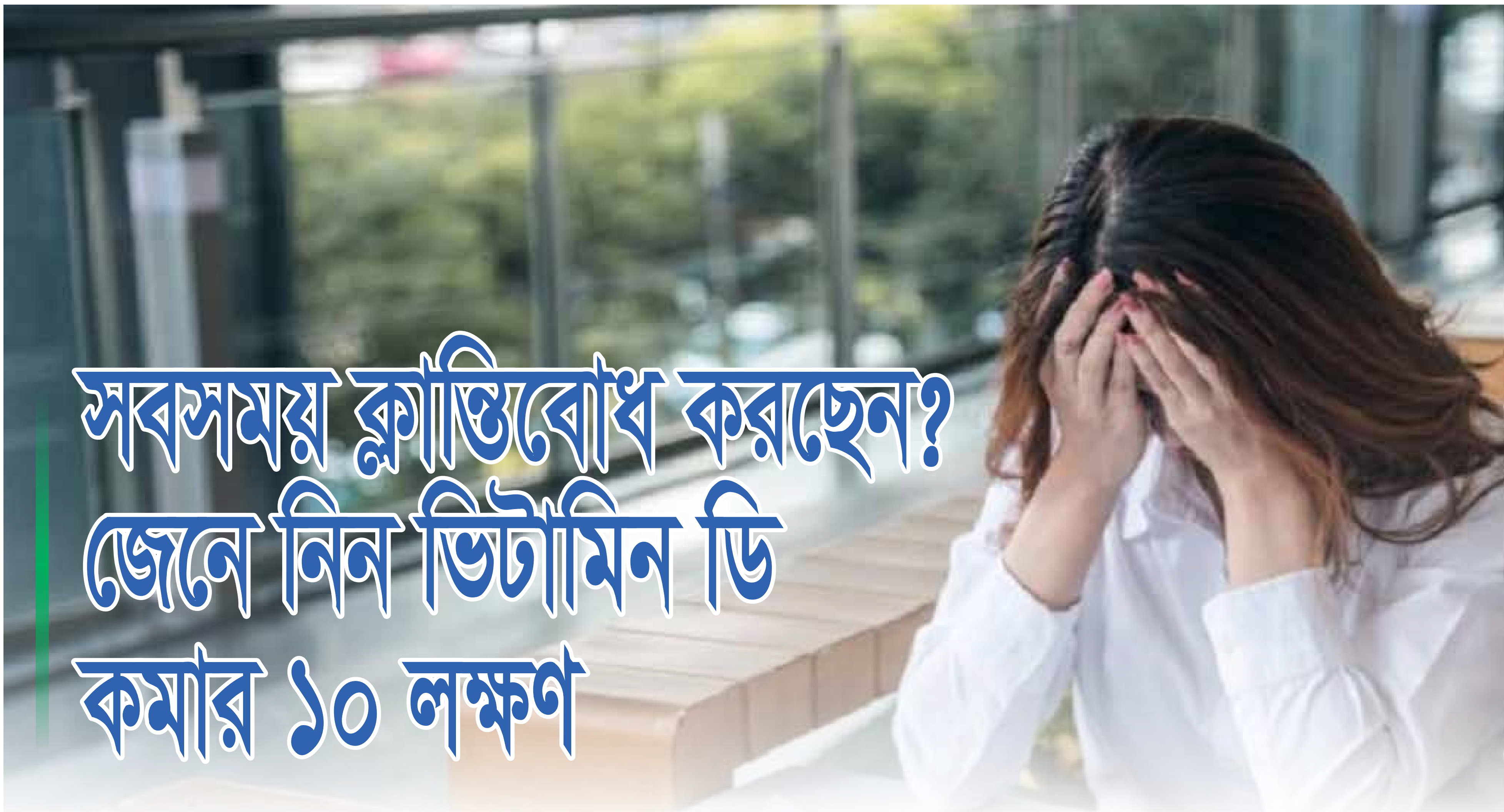

সবসময় ক্লান্তিবোধ করছেন? জেনে নিন ভিটামিন ডি কমার ১০ লক্ষণ

পরিচয় ডেস্ক: সূর্যের আলো ভিটামিন ডির অন্যতম প্রধান উৎস। এ ছাড়াও বিভিন্ন খাবার থেকে ভিমিন ডি পাওয়া যায়। শীতকালে অনেকের শরীরে ভিটামিন ডি'র ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এই সময় দেহে ক্যালশিয়ামের বিপাক যথাযথ বজায় রাখার জন্য প্রতি দিন ১০-১৫ মিনিটের সরাসরি সূর্যালোক প্রয়োজন। শরীরের ভিটামিন ডির ঘাটতি হলে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়।

তবে অনেকেই সকালের রোদ শরীরে লাগাতে পারে না। অন্যদিকে পুষ্টিকর খাবার না খেলে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি মেলে না। তাই এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় অনেকের শরীরেই।

১. সবসময় ক্লান্তিবোধ করা: অকারণে ক্লান্তিভাব, ঝিমুনি এবং শুয়ে বসে থাকার ইচ্ছে হতে পারে শরীরে ভিটামিন ডি-এর অভাবে। ভিটামিন ডি-এর মাত্রা বেশি কমে গেলে আপনার ক্লান্তি পিছু ছাড়বে না। কোনো কাজও ঠিকমতো করা সম্ভব হবে না।

২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া: শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে শুরু করে ভিটামিন ডি-এর অভাবে, ঘা শুকাতেও অনেকটাই সময় লেগে যায়। যদি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন, বিশেষ করে সর্দি-কাশি বা ফ্লুতে ভোগেন তবে ভিটামিন ডি-এর কম মাত্রা এর কারণ হতে পারে।

৩. হাড় ও পিঠে ব্যথা: হাড় এবং পিঠের নিচের ব্যথা অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি মাত্রার লক্ষণ হতে পারে। ভিটামিন ডি শরীরের ক্যালসিয়াম

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ভিটামিন ডির ঘাটতি পূরণে খাবেন যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: মানবদেহের জন্য ভিটামিন ডি একটি অপরিহার্য উপাদান। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ভিটামিন ডির ঘাটতি হলে অটোইমিউন ডিজঅর্ডারের ঝুঁকি বাড়ে। এমনকি ভিটামিন ডির অভাবে মাংশপেশি ও হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই সুস্থ থাকতে ভিটামিন ডি গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

সূর্যের আলো ভিটামিন ডির ভালো উৎস। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এ উৎস থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে অনেকেই সক্ষম হন না। তাই এমন কিছু খাবার সম্পর্কে জেনে নিন, যা ভিটামিন ডির ঘাটতি মেটাতে সক্ষম।

চর্বিযুক্ত মাছ : চর্বিযুক্ত মাছের মধ্যে রয়েছে স্যালমন, ম্যাক্রেল ইত্যাদি। এসব মাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি।

মাছের তেল : কড মাছের তেল ভিটামিন ডির চমৎকার উৎস। যাদের মাছ খেতে ভালো না লাগে, তারা এই মাছের তেল সাপ্লিমেন্ট আকারে গ্রহণ করতে পারেন। রিকেটস, সোরাইসিসের মতো রোগ নিরাময়ে কড মাছের তেল বেশ কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

ডিমের কুসুম : ডিমের কুসুমে রয়েছে ৩৭ আইইউ ভিটামিন ডি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় একটি করে ডিম রাখলে ভিটামিন ডির ঘাটতি মিটবে অনেকটাই।

টুনা : সামুদ্রিক মাছ টুনা ভিটামিন ডির বেশ ভালো

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

প্রতিদিন খেজুর খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: খেজুরের যেমন সুস্বাদু, তেমনই স্বাস্থ্যকর। খেজুর খেলে তা শরীরে এনার্জির ঘাটতি মেটাতে কাজ করে। যে কারণে রোজায় এই ফল বেশি খাওয়া হয়। তবে শুধু রমজানেই নয়, খেজুর খাওয়া উচিত সারা বছর ধরে। কারণ এটি শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান পৌঁছে দেয়।

১. ভিটামিনের উৎস : উপকারী ফল খেজুরে থাকে প্রচুর ভিটামিন, মিনারেল ও ফাইবার। এই উপাদানগুলো স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ভীষণ কার্যকরী। নিয়মিত খেজুর খেলে তা যেকোনো ভিটামিনের অভাব ঘোচাতে কাজ করে। তাই আপনার প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় খেজুর যোগ করে নিন। এতে পরিবর্তনগুলো আপনি নিজেই টের পাবেন।

২. দ্রুত শক্তি জোগায় : যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন বা খেলাধুলা করেন তাদের জন্য উপকারী একটি ফল হলো খেজুর। কারণ এটি দ্রুত এনার্জি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যারা শারীরিকভাবে কিছুটা দুর্বল তারা নিয়মিত খেজুর খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে শারীরিক বিভিন্ন দুর্বলতা খুব সহজেই দূর হয়ে যাবে। তবে বেশি শক্তি পাওয়ার আশায় একসঙ্গে অনেকগুলো খেজুর খাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৩. পেটের জন্য ভালো : খেজুরে প্রচুর ফাইবার থাকে। তাই পেটের যেকোনো সমস্যায় এটি ভীষণ উপকারী। সেইসঙ্গে এটি বদ হজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও উপকারী পথ্য হিসেবে কাজ করে। তাই পেটে যেকোনো ধরনের সমস্যা দেখা দিলে নিয়মিত খেজুর খেতে পারেন। এতে দ্রুতই উপকার পাবেন।

৪. কোষ ভালো রাখে : আপনি যদি নিয়মিত খেজুর খান তবে কোষের বিভিন্ন ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হবে। কোষ বাঁচাতে নিয়মিত খাবারের খেজুর রাখতে পারেন। এতে সার্বিকভাবে সুস্থ থাকা সহজ হবে।

৫. হাড় ভালো রাখে : খেজুরে থাকে ক্যালশিয়াম, ফসফোরাস ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো জরুরি উপাদান। এই উপাদানগুলো হাড় ভালো রাখে ও মজবুত করে। তাই হাড়ের সুস্থতা নিশ্চিত করতে চাইলে নিয়মিত খেজুর খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

প্রতিদিন এক চা চামচ হলুদ খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: হলুদকে বলা হয় জাদুকরী মসলা। কারণ এর রয়েছে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা। এই মসলা বহু প্রাচীনকাল থেকে ভেষজ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লিভারের সুরক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আর্থ্রাইটিস দূর করার ক্ষেত্রে হলুদের কার্যকারিতা রয়েছে। আপনার প্রতিদিনের খাবারে এক চা চামচ হলুদ যোগ করলে তা স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, প্রতিদিন এক চা চামচ হলুদ খেলে কী হয়-

১. কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা কমাতে সাহায্য করে

বেশ কিছু গবেষণায় হলুদে থাকা কারকিউমিন হৃদরোগের জন্য উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি হৃদরোগ থেকে আপনাকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। রিসার্চ ট্রাস্টেড সোর্সের গবেষণা অনুসারে কারকিউমিন রক্তকে পাতলা করতে, কোলেস্টেরল কমাতে এবং ধমনীকে সংকুচিত হতে সাহায্য করে। এটি বিভিন্ন কার্ডিওভাসকুলার সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার একটি স্তর তৈরি করে। এছাড়া এটি কার্ডিয়াক ইনজুরির বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে।

২. ক্যান্সার প্রতিরোধ করে

হলুদে থাকা কারকিউমিন এর ক্যান্সার বিরোধী প্রভাবের জন্য পরিচিত। কারকিউমিন কোষের ক্ষতি এবং পরবর্তী মিউটেশন এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় বলে মনে করা হয়। কারণ এটি একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, কারকিউমিনের টিউমার-বিরোধী প্রভাবও রয়েছে, যা টিউমার গঠন এবং বিপজ্জনক কোষের বিস্তারকে বাধা দেয়। ২০১৪ সালের একটি চিকিৎসা মূল্যায়নে দেখা গেছে যে কারকিউমিন এবং ক্যান্সার শব্দ দুটি ২,০০০টি প্রকাশিত গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। ক্যান্সারের চিকিৎসা হিসাবে বিকিরণ এবং কেমোথেরাপির সঙ্গে কারকিউমিনের ব্যবহার নিয়ে এখন গবেষকরা গবেষণা করছেন।

কফি খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: শীতের এই সময়ে গরম এক মগ কফি পেলে দিনটাই উষ্ণ হয়ে যায় যেন। হালকা তিতকুটে এই পানীয় বিশ্বজুড়েই জনপ্রিয়। কফির সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সবগুলোই যে ইতিবাচক, তা কিন্তু নয়। বরং কফি সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক তথ্যও পাওয়া যায়। তবে সেসব প্রসঙ্গ আসে অতিরিক্ত কফি খেলে। অতিরিক্ত কোনোকিছুই যে ভালো নয়, একথা তো আমরা সবাই জানি। এদিকে পরিমিত কফি পান করলে তা শরীরের নানা উপকারে আসে।

এক কাপ কফি পান করলে তা আপনাকে সারাদিন চাঙ্গা রাখতে কাজ করবে। দিনভর আপনি থাকবেন কর্মক্ষম। এছাড়াও কফিকে ভালোবাসার জন্য রয়েছে আরও অনেক কারণ। আপনি ব্ল্যাক কফি খান কিংবা এসপ্রেসো, সব ধরনের কফিই আপনার জন্য কিছু না কিছু উপকার বয়ে আনবে। পুষ্টিবিদরা এমনটাই জানিয়েছেন। এটি আরও নানাভাবে শরীরের জন্য উপকারী হিসেবে প্রমাণিত। চলুন জেনে নেওয়া যাক কফি খেলে কী হয়-

উদ্বিগ্নতা দূর করে : আমাদের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত নিউরোট্রান্সমিটারকে ব্লক করে ক্যাফেইন। এটি উদ্দীপক জাতীয়, যে কারণে আমরা মেজাজ ধরে রাখতে পারি ও মানসিক শক্তির অনুভব করি। বিভিন্ন ধরনের চাপ সামলে নির্বিঘ্নে কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এক কাপ কফির বিকল্প নেই। এটি আমাদের উদ্বিগ্নতা কমিয়ে কাজে মনোনিবেশ করা সহজ করে দেয়।

হজম ভালো করে : হজমের সমস্যা ঠিক করতে বা হজম ভালো করতে সাহায্য নিতে পারেন কফির। এই পানীয় আপনার বিপাকীয় হার ৩ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে। এটি আপনার শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী এবং এর সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারলেই নানা সুবিধা পাবেন। আপনার যদি নিয়মিত কফি পানের অভ্যাস থাকে তবে হজম ক্ষমতা আরও ভালো হবে।

শক্তি বৃদ্ধি করে : আপনি যদি কফি পান করেন তবে তা আপনার অ্যাড্রেনালিন লেভেল বাড়াতে কাজ করে এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্ষরণ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

মাঝেমধ্যে পেটব্যথা করে? জানুন যে ক্ষতি হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান সময়ে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে যেকোনো সময় হানা দিতে পারে এ মারণব্যাধি। তবে ইদানীং অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, অন্যান্য ক্যানসারের তুলনায় অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ।

চিকিৎসকরা বলছেন, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার হলে সহজে তা ধরা যায় না। ফলে দ্রুত এই রোগ নির্ণয় করা যায় না। যখন ধরা পড়ে, তখন শরীরে অনেকটাই ছড়িয়ে যায়। 'ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন, ধূমপানের অত্যধিক প্রবণতা পেটের ক্যানসার ডেকে আনে।

তবে যে কারণেই হোক, সতর্ক থাকতে এই ক্যানসারের লক্ষণগুলো জেনে নেওয়া দরকার। তাহলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব হবে।

ঙ খাওয়াদাওয়ায় একটু অনিয়ম হলেই বদহজমের সমস্যা হওয়া খুবই সাধারণ।

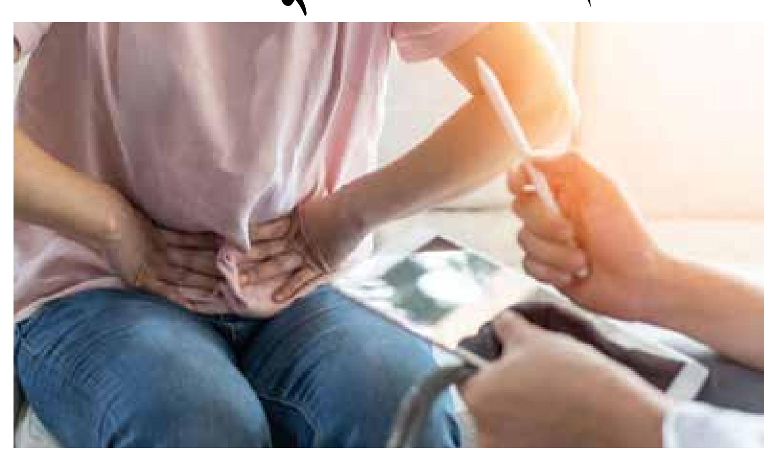

তবে এই সমস্যা সাময়িক। যদি দেখেন, ওষুধ খাওয়ার পরেও মাঝেমাঝেই এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাহলে কিন্তু চিন্তার বিষয়। বদহজমও কিন্তু অগ্ন্যাশয় ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ। এই প্রকার ক্যানসারের রোগীদের বদহজমের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ায় অরুচি, সারাক্ষণ বমি বমি ভাবড় এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয়।

ঙ যেসব রোগীর এই ক্যানসার ধরা পড়ে, তাদের বেশির ভাগই চিকিৎসকের কাছে যান পেটে ব্যথার সমস্যা নিয়ে। তীব্র পেটের যন্ত্রণা এই ক্যানসারের অন্যতম উপসর্গ। কিছু খাওয়ার পর বা শুয়ে থাকা অবস্থায় এই যন্ত্রণা আরও অসহনীয় হয়ে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

কিডনির ক্ষতি করে যেসব খাবার

পরিচয় ডেস্ক: প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ মারা যায় কিডনির নানা সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে। মানবদেহের ফুসফুস কিংবা হৃদপিণ্ডের মতোই কিডনির গুরুত্ব অনেক বেশি। কিন্তু আমরা নিজের অজান্তেই আমাদের কিডনির ক্ষতি করে ফেলছি। আমাদের খাদ্যাভ্যাসে একটু ভারসাম্য আনলেই সুরক্ষা থাকবে কিডনি।

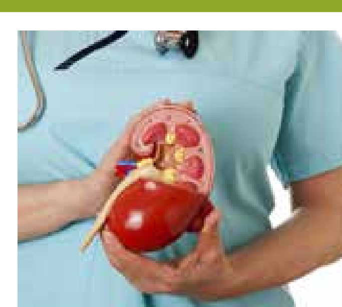

পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান না করা: বিভিন্ন কারণে কিডনির ক্ষতি হয়ে থাকে। এর মধ্যে সাধারণ কারণ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান না করা। শরীর থেকে পরিপাক প্রক্রিয়ার বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে কিডনির মূল কাজ এবং সেই সঙ্গে রক্তকণিকার ভারসাম্যও বজায় রাখে কিডনি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তৃ ষ্ণা না পেলে পানি পান করেন না। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান না করার ফলে বৃক্কের রক্তপ্রবাহ হ্রাস পায় এবং এতে করে দূষিত রাসায়নিক জমা হতে থাকে রক্তে।

মাংস : স্বাদের খাতিরে আমরা অতিরিক্ত মাংস খেয়ে থাকি। এটা একদমই ঠিক নয়। সাধারণত অন্যান্য খাবারের থেকে মাংস হজম হতে সময় বেশি নেয়। এতে করে কিডনির জন্য *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

ঝরঝরে ভুনা খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক: ভুনা খিচুড়ি তো সবাই রান্না করতে পারেন। কিন্তু ঝরঝরে খিচুড়ি রান্না করতে পারেন কি? অনেকেরই খিচুড়ি নরম হয়ে যায়। আজ জেনে নিন ঝরঝরে খিচুড়ি রান্নার রেসিপি।

উপকরণঃ মুগ ডাল- ১ কাপ, পোলাওয়ের চাল- ৩ কাপ, সয়াবিন তেল- আধা কাপ, পেঁয়াজ কুচি- ১ কাপ, সবুজ এলাচ- ৬টি, লবঙ্গ- ৫টি, তেজপাতা- ২টি, দারুচিনি- ৩ স্টিক,রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ আদা বাটা- ১ টেবিল চামচ, হলুদ- ১ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া- ১ চা চামচ, জিরার গুঁড়া- ১ চা চামচ,ধনিয়া গুঁড়া- ১ চা চামচ, গরম মসলার গুঁড়া- ১ চা চামচ, লবণ- স্বাদ মতো, কাঁচা মরিচ- কয়েকটি, পানি- ৬ কাপ

প্রস্তুত প্রণালিঃ মুগ ডাল মিডিয়াম আঁচে ভেজে নিন। ডালের রঙ বাদামি হয়ে গেলে নামিয়ে চালের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ডাল ও চাল একসঙ্গে ধুয়ে বড় চালনির মধ্যে নিয়ে নিন। আধা ঘণ্টা সময় দিন পানি ঝরার জন্য।

প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি ও গরম মসলা ভেজে নিন। পেঁয়াজে বেরেস্তার রঙ চলে আসলে আধা কাপ নরমাল পানি দিয়ে দিন। দুই মিনিট নেড়ে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে আরও কয়েক মিনিট নাড়ুন।

এবার সব গুঁড়া মসলা ও লবণ দিয়ে দিন। নাড়তে নাড়তে তেল ছেড়ে দিলে প্যান কয়েক মিনিটের জন্য ঢেকে দিন। এরপর চাল ও ডালের মিশ্রণ দিয়ে দিন মসলায়। ভালো করে নেড়েচেড়ে ভাজুন ৮ থেকে ১০ মিনিটের জন্য।

কাপ ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিন। বলক চলে আসলে আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। মরিচের মাথা সামান্য ভেঙে দিলে চমৎকার সুগন্ধ ছড়িয়ে যাবে খিচুড়িতে।

লাউ ঘন্ট

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই মোটামুটি এমন মানুষ আছেন যারা সবজি খেতে মোটে পছন্দ করেননা। কিন্তু সবজি যদি এমন ভাবে রান্না করা যায়, তবে চেটেপুটে খাবে সবাই। লাউ ঘন্ট তেমনি একটি সবজী ।

উপকরণ : লাউ, কাঁচালঙ্কা, মুগ ডাল, শুকনোলঙ্কা, জিরে, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা, আদা বাটা, ঘি, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদমত নুন, রাননার জন্য তেল

প্রণালী: ১ প্রথমে লাউ জিরি জিরি করে কেটে নিন। একটা বাটিতে আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো অল্প পানি দিয়ে মিশিয়ে নিন। শুখনো খোলায় মুগ ডাল হালকা ভেজে নিন।

২ তেল দিয়ে শুকনোলঙ্কা, জিরে, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা ফোঁড়ন দিন। গুলি রাখা মশলাটা দিন।

৩ মশলার সাথে ভেজে রাখা মুগ ডালটা দিন আর কিছুক্ষন ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিন। তারপর লাউটা কড়াইতে দিন। ভালো করে নাড়তে থাকুন। ঢাকা দিয়ে রান্না করুন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে।

৪ রান্নার মাঝেই ঢাকা খুলে তাতে পরিমান মত নুন, সামান্য চিনি আর কাঁচালঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। উপর থেকে ১ চামচ ঘি ছড়িয়ে দিন। তারপর আরও কিছুক্ষন নেড়ে নিয়ে নামিয়ে নিন। আর পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

হাঁসের মাংসের মজাদার ভুনা

পরিচয় ডেস্ক: হাঁসের মাংস অনেকের কাছে খুবই প্রিয়। আর ইদানিং হাঁসের মাংস খাওয়াটা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া হাঁস ভুনা খেতে খুবই সুস্বাদু। উপকরণ : হাঁসের মাংস ১টি (টুকরো করা), পেঁয়াজ বেরেস্তা ২ কাপ, আদা বাটা ও রসুন বাটা ৫ টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া ৩ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া ২ চা চামচ, মরিচের গুঁড়া ৩ চা চামচ, জিরার গুঁড়া দেড় চা চামচ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা পরিমাণমতো, লবণ ৩ টেবিল চা পরিমাণমতো, কাঠবাদাম, পেস্ট আধা কাপ, তেল ও ঘি ২ কাপ, দুধ আধা কাপ, চিনি ১ টেবিল চামচ, কিসমিস বাটা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ১০টি, পেঁয়াজ কুঁচি ৮ কাপ।

রান্নার পদ্ধতি : প্রথমেই হাঁসের মাংস ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এরপর তেল ও ঘি গরম করে তাতে দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপাতা ও পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। আধা চা চামচ চিনি মিশিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে একেক করে এবার সব মসলা দিয়ে দিন। এরপর ভালো করে কষাতে হবে। হাড়িতে তেল ভেসে এলে বাদাম পেস্ট দিয়ে ধুয়ে রাখা প্রায় ২ কেজি মাংস দিয়ে অনবরত নেড়ে নিন। এতেই মাংসের স্বাদ বেড়ে যাবে তিনগুণ।এরপর ঢেকে দিতে হবে। ১০ মিনিট পরপর নেড়ে দিতে হবে। এরপর বেরেস্তা ও কিসমিস পেস্ট দিয়ে নাড়তে হবে। এই পর্যায়ে চুলার আঁচ কমিয়ে রাখতে হবে। মনে রাখবেন, এই রান্নায় কোনো পানি ব্যবহার করা লাগবে না। ঢাকনা তুলে তরল দুধ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও ১০ মিনিট জ্বাল দিন। সবশেষে ঘি গরম করে মাংসের উপর ঢেলে দিন। কাঁচা মরিচ ও বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে রুটি, পোলাও বা সাদা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার মুখে লেগে থাকা হাঁসের মাংস ভুনা।

ফুলকপির কোর্মা

পরিচয় ডেস্ক: শীতের বাজারে ফুলকপির ছড়াছড়ি। ছুটির দিন সকালের জলখাবারে লুচির সঙ্গে ফুলকপির কোনও একটি পদ রাঁধবেন। তবে ডালনা, রসা, কষা কিংবা রোস্ট নয়! বানিয়ে ফেলুন কোর্মা।

উপকরণ : ফুলকপি ১টি, সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ, টোম্যাটো কুচি আধ কাপ, ঘি ১ টেবিল চামচ, আদা এক টুকরো, কাঁচা লঙ্কা ৩-৪টি, কড়াইশুঁটি: আধ কাপ, গোটা জিরে ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ, তেজপাতা ৩-৪টি, শুকনো লঙ্কা ২টি, কিশমিশ ১ টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, চারমগজ ৩ টেবিল চামচ, পোস্ত ৩ টেবিল চামচ, কাজুবাদাম কয়েকটি, নুন স্বাদ অনুযায়ী, লঙ্কা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়ো আধ চা চামচ, গরম মশলা: ১ টেবিল চামচ

প্রণালী : একটু বড় বড় করে ফুলকপি কেটে গরম জলে নুন দিয়ে সামান্য ভাপিয়ে নিন।এ বার ওই ফুলকপিতে অল্প ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা ও সামান্য সরষের তেল মাখিয়ে রাখুন। কাঁচা লঙ্কা এবং কাজুবাদাম একসঙ্গে বেটে নিন। কিশমিশ পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে সর্ষের তেল এবং ঘি গরম করে নিন। তার মধ্যে গোটা গরম মশলা, গোটা জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। একটু ভাজা হলে টোম্যাটো কুচি ও আদা বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। এ বার একে একে কড়াইশুঁটি, চিনি, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, চারমগজ-পোস্ত বাটা দিন। স্বাদ মতো নুন দিয়ে কষতে থাকুন। মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করলে ফুলকপির টুকরোগুলো দিয়ে দিন। ভাল করে কষিয়ে নিন। প্রয়োজনে সামান্য জল দিতে পারেন। নামানোর আগে গরম মশলা গুঁড়ো, কিশমিশ, কাজুবাদাম কুচি ছড়িয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক নাড়াচাড়া করে উপর থেকে ঘি ছড়িয়ে দিলেই তৈরি ফুলকপির কোর্মা।

১০ হাজারের কম ফলোয়ার

১৩ পৃষ্ঠার পর

তাদের প্রধান দুটি উদ্বেগ হলড়মূল্যস্ফীতি ও বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের অস্থিতিশীলতা। অ্যালগরিদমিক পরিবর্তন ও হুট করে অ্যাকাউন্ট সাসপেনশন বা বন্ধ হয়ে গেলে, তা ক্রিয়েটরদের আয়ের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাই ব্যবসায়িক মডেলগুলো টিকিয়ে রাখতে এবং ন্যায্য বেতন, প্ল্যাটফর্ম নীতি, কনটেন্টের মালিকানা অধিকার ও আরও অনেক কিছু নিয়ে প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে এসব ইউনিয়ন সাহায্য করতে পারে।

গবেষণাপত্রে কাজাবি বলে, লাখ ডলার আয় করা ক্রিয়েটররা কম আয়ের ক্রিয়েটরদের তুলনায় এসব ইউনিয়ন তৈরি করার প্রতি বেশি আগ্রহী। কারণ ইউনিয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের মান উন্নয়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাবে।

এআইয়ের ব্যবহার : আর্থিকভাবে সফল ক্রিয়েটররা অন্য ক্রিয়েটরদের চাইতেও বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে। ২৯ শতাংশ ক্রিয়েটর প্রতিদিন ও ৪৩ শতাংশ ক্রিয়েটর সপ্তাহে অন্তত একবার এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে ক্রিয়েটরদের এই প্রযুক্তি অনেক সাহায্য করে। ৭৩ শতাংশ ক্রিয়েটর মনে করেন ২০২৪ সালে প্রতি সপ্তাহে এআই তাদের ২৬ ঘণ্টা কর্মঘণ্টা বাঁচাবে। আর ৫৬ শতাংশ ক্রিয়েটর মনে করেন, এআই টুল তাদের অবসাদ দূর করতে সাহায্য করবে। সূত্র: ম্যাশাবল

অস্ত্রে রুশ নির্ভরতা কমিয়ে পশ্চিমে

১২ পৃষ্ঠার পর

সরকারের ‘স্বাধীন’ পররাষ্ট্রনীতির প্রশংসা করে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে নয়াদিল্লির সঙ্গে একক ঘনিষ্ঠতা টিকিয়ে রাখতে মস্কোর মরিয়া প্রচেষ্টারই প্রকাশ।

রাশিয়া ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক জোরদার করার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানানোর পরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাতে সাড়া দেননি। পশ্চিমা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই অস্ত্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মোদির এ ধরনের পদক্ষেপ দেশীয় উৎপাদন উৎসাহিত করার কর্মসূচির জন্য লাভজনক হবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ভারত আগামী দশকে প্রতিরক্ষা খাতে প্রায় ১০ হাজার কোটি ডলার ব্যয় করবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

গত বছর ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল ইলেকট্রিকের (জিইএন) মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে ভারতে যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন উৎপাদনের নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে। এটি ঘনিষ্ঠ মিত্রের বাইরে কোনো দেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম এমন কোনো ছাড়।

যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে গোয়েন্দা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি সহযোগিতা ও যৌথ উৎপাদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে দুই পক্ষেরই চীন নিয়ে অসন্তোষ। পাঁচ দশকের মধ্যে ২০২০ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘটিত সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সীমান্ত সংঘাতের মধ্যে একটিতে ২৪ জন সেনা নিহত হয়। এরপর থেকেই হিমালয় সীমান্তে অচলাবস্থা চলছে। পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন এ দুই দেশ ১৯৬২ সালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। দুই হাজার মাইল দীর্ঘ সীমান্তে এখনো দ্বন্দ্ব চলছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাশিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখতে খুব ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে ভারতকে। রুশ অস্ত্রের বৃহত্তম ক্রেতা ভারত ২০২২ সালে দেশটির জ্বালানি তেলের অন্যতম ক্রেতাও হয়ে ওঠে। এ ধরনের বাণিজ্য বন্ধের সিদ্ধান্ত মস্কোকে আরও বেশি বেইজিংয়ের কাছাকাছি ঠেলে দিতে পারে। ভারতের অবসরপ্রাপ্ত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘অস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে আপনি প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এটি বন্ধ করে দিলে আপনি তাদের (রাশিয়া) চীনের ওপর নির্ভরশীল করে তুলবেন।’

বিশ্লেষক উন্নিকৃষ্ণান বলেন, জ্বালানি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য দেশটিকে চীন থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে সহায়তা করবে।

তবে ভারতীয় কর্মকর্তারা বলছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে শুরুর দিকে রাশিয়ার অস্ত্র রপ্তানি ব্যাহত হতে থাকে। এতে সামরিক শক্তি অর্জনের প্রস্তুতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগ বেড়ে যায়। রাশিয়ার অস্ত্র রপ্তানি এখন অনেকটাই স্থিতিশীল হলেও ভারতের উদ্বেগ পুরোপুরি দূর হয়নি।

ভারতের রাষ্ট্র পরিচালিত মনোহর পারিকর ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসের ইউরেশিয়া বিশেষজ্ঞ স্বস্তি রাও বলেন, ‘ইউক্রেন যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, রাশিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে পারবে কি না তা নিয়ে তত সংশয় বাড়ছে। রাশিয়া এখন অস্ত্রে বৈচিত্র্য আনতে ব্যস্ত।’

ভারতের নজর এখন ফরাসি জেটের ওপর এবং তারা ফরাসি, জার্মান ও স্পেনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাবমেরিন তৈরি করার কথা ভাবছে। এ ছাড়া ভারত মার্কিন ও ফরাসি ইঞ্জিন ব্যবহার করে যুদ্ধবিমান (ফাইটার জেট) তৈরির পরিকল্পনা করছে বলে জানায় একটি সূত্র।

গত বছর ভারতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু বাইডেনের ভারতের প্রতি শীতল মনোভাব অস্বস্তি তৈরি করেছে। গত ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে বাইডেন প্রধান অতিথি হতে না চাওয়ায় ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে দাওয়াত করে আনা হয়। মাখোঁর এই সফরে

ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিরক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কিছু চুক্তি করেছে ভারত। এর মাধ্যমে নয়াদিল্লি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর প্রতিরক্ষা খাতে একক নির্ভরশীলতা কাটাতে চাইছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

স্বস্তি রাও বলেন, ‘ভারতের বহুমুখী সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। ভারত রাশিয়ার সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখবে, পশ্চিমের সঙ্গেও ভারসাম্য রেখে চলবে। তবে এ সম্পর্ক সবার সঙ্গে সমানতালে হবে না।’

রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ গত ২৭ ডিসেম্বর একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন। মস্কো সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে এ বিষয়ে তিনি আলোচনাও করেন।

লাভরভ বলেন, তিনি জয়শঙ্করের সঙ্গে সামরিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা রাশিয়ুভারতের যৌথ অস্ত্র উৎপাদন নিয়েও আলোচনা করেন। রাশিয়া ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যকে সমর্থন করতেও প্রস্তুত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

জয়শঙ্কর বলেন, ‘রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বেশ দৃঢ়। এর দৃঢ়তার নেপথ্যে রয়েছে জ্বালানি, সার এবং স্টিল তৈরির কয়লা নিয়ে চুক্তি।’ তবে প্রতিরক্ষা চুক্তি উল্লেখ করার আগমুহূর্তেই তিনি থেমে যান।

২০১৫ সালের ভারতুরাশিয়া চুক্তিতে এখনো কোনো অগ্রগতি হয়নি। আলোচনায় নতুন মোড় নিয়ে দুই দেশ এখন যৌথভাবে ভারতে কামোভ কেএ২২৬টি হেলিকপ্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এমন ২০০টি যুদ্ধবিমান ভারতের প্রতিরক্ষা বহরে যুক্ত হওয়ার কথা।

২০২২ সালে ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (এইচআইএই. এনএস) তৈরি কমব্যাট হেলিকপ্টার ব্যবহার শুরু করে ভারত।

কর্তৃপক্ষ বলছে, ভারতের মোট সামরিক সরঞ্জামের ৬০ শতাংশই সোভিয়েত বা রুশ ট্যাংক থেকে শুরু করে বিমানবাহী রণতরী এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। এ সরঞ্জামগুলো ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের জন্য কমপক্ষে আগামী দুই দশক পর্যন্ত রাশিয়ার সহযোগিতা প্রয়োজন নয়াদিল্লির। ভারত ও রাশিয়া যৌথভাবে ভারতে ব্রাহমোস ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে এবং একে২০৩ রাইফেল তৈরির পরিকল্পনাও করছে।

এত এত পরিকল্পনার মধ্যে বাধ সেধে বসেছে ভারতের দ্বিধা। গত বছর ভারতের বিমানবাহিনী বলে, রাশিয়া একটি বড় ধরনের সরঞ্জাম সরবরাহের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সে সরঞ্জাম ঠিক কী ছিল তা উল্লেখ করেনি তারা।

ভারত ২০১৮ সালে ৫৫০ কোটি ডলারে যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনেছিল, তার কিছু অংশ সরবরাহ করতে রাশিয়া এক বছরেরও বেশি বিলম্ব করেছে বলে জানিয়েছেন দুই ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা।রয়টার্স

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে নিজেদের বাহিনীকে শক্তিশালী করছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান উভয়ই।

এরমধ্যে লেবাননে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী আধাসামরিক বাহিনী রয়েছে। সেখানে আছে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ। গোষ্ঠীটির প্রধান ঘাঁটি ইসরাইল-লেবানন সীমান্তে অবস্থিত। গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরাইলের সাথে গুলি বিনিময় করেছে লেবানন। এই বাহিনীর কাছে ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। আছে প্রচুর রকেট ও মর্টার। তেল আবিবের ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজ অনুসারে, এই শত শত ক্ষেপণাস্ত্র অত্যন্ত নির্ভুল এবং অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। হিজবুল্লাহ নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরাল্লাহ দাবি করেছেন যে, গোষ্ঠীটির এক লাখের বেশি সক্রিয় সৈন্য রয়েছে। ইরানই হিজবুল্লাহর প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ।

লেবানন ছাড়াও ইরাকে সক্রিয় আছে প্রচুর ইরানপন্থী বাহিনী। ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস বা আইআরজিসি ঘনিষ্ঠভাবে এসব শিয়া যোদ্ধা গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন করে আসছে। এছাড়া আরও কিছু স্থানীয় বাহিনী রয়েছে যাদের ওপর তেহরানের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাতাইব হিজবুল্লাহ, হারাকাত আল-নুজাবা এবং কাতাইব সাইয়্যিদি আল-শুহাদা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, কাতাইব হিজবুল্লাহর মতো কিছু বাহিনী বাগদাদের থেকেও তেহরানের প্রতি বেশি অনুগত। ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরের মার্কিন অফিস বিশ্বাস করে যে, এই বাহিনীর ১০ হাজারের বেশি সদস্য রয়েছে। গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলো ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রও এর পালটা জবাব দিয়েছে। তবে সম্প্রতি ইরাকের আল-আসাদ বিমান ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মার্কিন কর্মীরা আহত হন।

২০০৮ সাল পর্যন্ত ইরাকে এক লাখ ৬০ হাজার মার্কিন সেনা অবস্থান করছিল। তবে এখন এরবিল এবি, আল-আসাদ এবি এবং বাগদাদের জেওসি-ওয়ান ঘাঁটি সহ বেশ কয়েকটি ঘাঁটিতে সব মিলিয়ে ২৫০০ মার্কিন সেনা মোতায়েন আছে। তবে এই মার্কিন সেনাদেরও মানতে পারছে না ইরাক। দেশটি যুক্তরাষ্ট্রকে তার সেনা সরিয়ে নিতে বলেছে।

ইরাকের প্রতিবেশি দেশ সিরিয়াতেও ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে ইরানের। সেখানে সক্রিয় আছে ইরানের আইআরজিসি বাহিনীর এলিট ইউনিট কুদস ফোর্স। ২০১১ সাল থেকেই সিরিয়ার বাশার আল-আসাদের বিরুদ্ধে চলমান চক্রান্ত থামাতে নিয়োযিত রয়েছে ইরানি সেনারা। ইরানি কর্মকর্তারা আসাদের সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে এবং প্রায়ই ফ্রন্টলাইনে আসাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়। এছাড়া সিরিয়ায় থাকা ইরানপন্থী বাহিনীগুলোকেও পরিচালনা করে তারা। সিরিয়ায় আছে জাইনাবিউন ও ফাতেমিয়ুন নামের দুটি শিয়া বাহিনী। তবে এই বাহিনীতে থাকা সদস্যরা আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে গিয়েছে।

অপরদিকে সিরিয়ায় মার্কিন সেনার সংখ্যা ৮০০ জনের মতো। মূলত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা। বেশিরভাগ মার্কিন সেনাদের পূর্ব সিরিয়ায় মোতায়েন রাখা হয়েছে। সেখানে তারা আসাদবিরোধী 'সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সকে' (এসডিএফ) সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সক্রিয় আসাদবিরোধী আরেকটি বাহিনী 'সিরিয়ান ফ্রি আর্মি'কেও সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের শত্রু এবং আক্রমণকারী হিসেবে বিবেচনা করে সিরিয়ার সরকার। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সিরিয়ায় থাকা মার্কিন সেনাদের ওপর ব্যাপক হামলা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব হামলার পেছনে আছে ইরান।

ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান প্রক্সি যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা। তারা লোহিত সাগরে একাধিক পশ্চিমা জাহাজে হামলা চালিয়েছে। দলটির দাবি, তারা গাজায় যুদ্ধের জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে। গোষ্ঠীটি বর্তমানে উত্তর ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এর আগে প্রায় আট বছর ধরে সৌদি আরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তারা।

হুথিদের অস্ত্রগুলি মূলত ইরান থেকে আসে। ইরান দেশটিতে অস্ত্রের বিভিন্ন অংশ পাঠায়। সেগুলিই সামান্য মোডিফিকেশনের পর একসঙ্গে করে ব্যবহার করে হুথিরা। বর্তমানে মার্কিন সামরিক বাহিনী ইয়েমেনের উপকূলে লোহিত সাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করেছে। সেখান থেকে তারা হুথিদের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাচ্ছে।

ইরানপন্থী আরেকটি বাহিনী হচ্ছে গাজার হামাস। ইসরাইল বিশ্বাস করে যে, চলমান যুদ্ধের আগে হামাসের প্রায় ৩০ হাজার যোদ্ধা ছিল। এটি একটি ইসলামিক সংগঠন যার একটি সামরিক শাখা রয়েছে। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হামাস। গত ৭ই অক্টোবর ইসরাইলে হামলা চালায় হামাস। এতে ১২০০ ইসরাইলি নিহত হয়। এছাড়া আরও ২৫৩ ইসরাইলিকে অপহরণ করে আনে এই বাহিনী। ইরান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হামাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। সাধারণত তেহরানের অন্যান্য মিত্ররা শিয়া মতাদর্শে বিশ্বাস করে। তবে হামাস একটি সুন্নি মুসলিম সংগঠন। যদিও কোনো প্রমাণ নেই যে ইরান ৭ই অক্টোবরের হামলার নির্দেশ দিয়েছে। তবে ইসরাইল এ জন্য ইরানকে দায়ী করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, ইরান ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলিকে বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। হামাস ছাড়াও ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ বা পিআইজেকেও সহায়তা করে ইরান।

গোপন তথ্য ফাঁস করায় সাবেক

৬ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন বিচার বিভাগের মতে, সিআইএর ইতিহাসে একসঙ্গে এত গোপন নথি ফাঁসের ঘটনা এর আগে দেখা যায়নি। ২০১৮ সাল থেকেই জোশুয়াকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে।

সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন জোশুয়া। তবে ২০২০, ২০২২ ও ২০২৩ সালে নিউইয়র্কে তিনটি পৃথক ফেডারেল বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে গুপ্তচরবৃত্তি, কম্পিউটার হ্যাকিং, আদালত অবমাননা, এফবিআইকে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া এবং শিশু নিপীড়নের ছবি রাখার অভিযোগে সাজা দেওয়া হয়।

জোশুয়ার অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি করে শিশুদের যৌন নিপীড়নের কয়েক হাজার ছবি উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান কৌঁসুলিরা।

ইউএস অ্যাটর্নি ডেমিয়েন উইলিয়ামস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গুপ্তচরবৃত্তির সবচেয়ে নির্লজ্জ ও জঘন্য অপরাধ করে জোশুয়া শুলতে তাঁর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

বিচারে উপস্থাপিত তথ্যমতে, সন্ত্রাসী সংগঠন এবং বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা সেন্টার ফর সাইবার ইন্টেলিজেন্সে একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসেবে নিযুক্ত হন জোশুয়া। ২০১৬ সালে চুরি করা তথ্য উইকিলিকসে পাঠান তিনি। এরপর তথ্য ফাঁসের বিষয়ে তার ভূমিকা সম্পর্কে এফবিআই এজেন্টদের কাছেও মিথ্যা বলেছিলেন।

কৌঁসুলিরা বলেন, কর্মস্থলে বিবাদের জেরে রাগ করেই জোশুয়া এমন কাজ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে বেশ হিমশিম খেতেন জোশুয়া। তাঁর ডাকনামও হয়ে গিয়েছিল 'ড্রাফটিং ডেডলাইন'। তাঁর সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে বলে মনে করতেন জোশুয়া। এর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার বিশাল ক্ষতি করে ফেলেন সিআইএর এই সাবেক কর্মকর্তা। উইকিলিকস ২০১৭ সালে গোপন নথি প্রকাশ করা শুরু করে। কৌঁসুলিরা বলেন, নথি ফাঁসের এ ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে সিআইএর ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সিআইএর হাজার হাজার কর্মীকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে।- বিবিসি

সবসময় ক্লান্তিবোধ করছেন?

২২ পৃষ্ঠার পর

শোষণ উন্নত করে হাড়ের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। হাড়, পেশিতে দুর্বলতা এবং ব্যথা, অস্থিসন্ধিগুলির বিকৃতি এবং দীর্ঘস্থায়ী পিঠে ব্যথা ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির সাধারণ লক্ষণ হতে পারে।

৪. বিষণ্নতা: শরীরে ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম হলে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, যা ঘন ঘন মেজাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বিষণ্ন লাগে সবসময়।

৫. ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া: যেকোনো ক্ষত নিরাময় হতে দেরি হলে অনেক কারণ থাকতে পারে তারমধ্যে ভিটামিন ডি-এর অভাবও অন্যতম। তাই চিকিৎসক আপনাকে বলতে পারবে ঠিক কোন কারণটিতে আপনি এই সমস্যায় ভুগছেন।

৬. হাড় ক্ষয়: অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয় রোগ এক নীরব ঘাতকের নাম। এটি এমন একটি অবস্থা, যেখানে শরীরের হাড়গুলো ঘনত্ব হারায় এবং আস্তে আস্তে ভঙ্গুর হতে শুরু করে। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাড় ক্ষয় হতে শুরু করে। ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কমে গেলে এমনটা হতে পারে।

৭. চুল পড়া: অতিরিক্ত চুল পড়া বিশেষ কিছু রোগের লক্ষণের মধ্যে পড়ে। ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কমও এর একটি লক্ষণ। ভিটামিন ডি এর অভাবে মাত্রাতিরিক্ত চুল পড়ে যায়।

৮. পেশী ব্যথা: একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় আক্রান্ত ৭১ শতাংশ লোকের ভিটামিন ডি প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই এমন সমস্যা হলে ভিটামিন ডি চেক করা প্রয়োজন।

৯. ওজন বৃদ্ধি: স্থূলকায় ব্যক্তিদের ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কারণ মেদবহুল কোষগুলো শরীরে ভিটামিন ডি নিঃসরণে বাধা দেয়। আবার হঠাৎ ওজন কমতে থাকা শরীরের জন্য ভালো লক্ষণ নয়। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়ার পরও ওজন কমা ভিটামিন ডি-এর অভাব হতে পারে।

১০. উদ্বেগ: শরীরে ভিটামিন ডি-র মাত্রা কম হলে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। তা থেকে ঘন ঘন মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে, ভাল ভাবে বিশ্রাম নিয়েও যদি আলস্য কাটতে না চায় এবং ক্লান্ত বোধ করেন, তবে এটি ভিটামিন ডি-র অভাবের কারণে হতেই পারে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট
IRS PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
- Personal Tax
- Business Tax
- Sales Tax
- Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
- Citizenship Application
- Family Petition
- Green Card Renew
- All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL
NEW YEAR SALE
30 Years of Excellence!
NY State Exams:
• ELA: April 10-12
• Math: May 7-9
SHSAT Exam: November 2024
SAT Exams: March - August 2024
Up To
$150 OFF
All Packages!
Sale ends Sunday January 14th, 2024
Come Visit One Of Our Locations:
Jackson Heights:
37th Ave & 74th St.
Jamaica:
Wexford Terr & 177 St.
Brooklyn:
Church & McDonald Ave
Bronx:
Westchester Ave & Doris St.
Ozone Park:
101 Ave & 88th St
Bellerose - Long Island:
Hillside Ave & 258 St
New York City - Flatiron:
5th Ave & 23rd St
Call us at 718-938-9451 or Visit Us: KhansTutorial.com

গাজা যুদ্ধে শিশুরা আহত

১২ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসক এবং উদ্ধারকারীরা শিশুটির যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

স্থানীয় এক নার্স জানান, 'আমরা শিশুটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। তাঁর আত্মীয়দের খুঁজে পায়নি, আমরা জানি না তাঁর বাবার ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

গাজার ২.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিশু। যাদের জীবন নৃশংস এই যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদিও ইসরায়েল বলেছে, তারা বেসামরিক হতাহতের ঘটনা এড়াতে চেষ্টা করেছে। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, নিহতদের মধ্যে ১১ হাজার ৬০০ জন ১৮ বছরের নিচে। সঠিক সংখ্যা পাওয়া কঠিন হলেও 'ইউরো-মেডিটারেনিয়ান হিউম্যান রাইটস মনিটর' তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২৪ হাজারের বেশি শিশু বাবা অথবা মা বা উভয়কেই হারিয়েছে। ইসরায়েলি ক্ষেপণস্ত্রের আঘাতে সে পায়ে এবং পেটে গুরুতর আঘাত পেয়েছে। কিন্তু শিশুটি কাঁদছে তাঁর মৃত মা, দাদা এবং বোনের জন্য। মুসের বাড়িতে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছিল। ইব্রাহিম বিবিসিকে বলেছে, 'সবাই আমাকে বলেছিল হাসপাতালের ওপরে আমার মাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।' পাশেই ইব্রাহিমের বাবা তাঁর হাত ধরে ছিল। ইব্রাহিম আরো বলেন, "কিন্তু আমি যখন আমার বাবার ফোনে মায়ের ছবি দেখেছিলাম তখন সত্যটা জানতে পেরেছিলাম। সত্যিটা জানতে পেরে আমি এতটাই কেঁদেছিলাম যে, আমার পুরো শরীর ব্যথা করছিল।"

গাজা যুদ্ধে আরো এক ভুক্তভোগী শিশু হুসেন আবেদ। আগে চাচাতো ভাইয়েরা একসঙ্গে খেলত কিন্তু এখন তারা কবরের পাশে বসে থাকে, যেখানে তাদের আত্মীয়দের সমাহিত করা হয়েছে। মধ্য গাজায় একটি স্কুলে আশ্রয়স্থলে তাদের সমাহিত করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকে বাবা অথবা মা বা উভয়কে হারিয়েছে। আল-বুরেইজ শরণার্থী শিবির এখন আবেদ হুসেনের বাসস্থান। হুসের বলে, 'মিসাইলটি আমার মায়ের কোলে এসে পড়েছিল এবং তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন ধরে আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার মায়ের শরীরের অংশগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম।'হুসেন আরো বলেন, "যখন জানতে পারলাম আমার ভাই, আমার চাচা এবং আমার পুরো পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে, তখন আমার মনে হয়েছিল আমার বুকে আগুন ধরে গেছে, রক্তপাত শুরু হয়েছে।"

অসুস্থ ইব্রাহিম আবু মুস কাঁদছে তাঁর মৃত মা, দাদা এবং বোনের জন্য। ছবি: বিবিসি

হুসেন আবেদ এখন রাতে জেগে থাকে। ইসরায়েলি গোলাগুলির শব্দে ভয় পায়, একা বোধ করে। আবেদ তাঁর বাবা-মা উভয়কে হারিয়েছে। আবেদ জানায়, আমার মা-বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, আমি ঘুমাতে পারতাম। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর আমি আর ঘুমাতে পারি না। আবেদ সবসময় তাঁর বাবার পাশে ঘুমাত। এখন আবেদ এবং তাঁর বেঁচে থাকা দুই ভাইবোনকে তাদের দাদি দেখাশোনা করছেন। কিন্তু দৈনন্দিন জীবন খুবই কঠিন। কোনো খাবার বা পানি নেই। আবেদ বলেন, 'সমুদ্রের পানি পান করে আমার পেটে ব্যাথা শুরু হয়েছে।' রুটি জন্য ময়দা কিনতে গিয়ে নিহত হন কিনজা হোসেনের বাবা। ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তিনি নিহত হন। দাফনের জন্য বাড়িতে আনা হয়েছিল ভীবৎস মৃতদেহটি। গোলার আঘাতে তাঁকে চেনা যাচ্ছিল না। কিনজা বলেন, "বাবার চোখ ছিল না, জিহ্বা কাটা ছিল।'কিনজা দুঃখ নিয়ে জানায়, 'আমরা চাই যুদ্ধ শেষ হোক।'

গাজার প্রায় সবার এখন ত্রাণের প্রয়োজন। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, প্রায় ১.৭ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য বারবার এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছুটছেন তারা। কিন্তু জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ বলছে, তাদের সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো আনুমানিক ১৯ হাজার এতিম শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য কোন প্রাপ্তবয়স্ক নেই।

ইউনিসেফ প্যালেস্টাইনের যোগাযোগের প্রধান জোনাথন ক্রিক রাফা থেকে বিবিসিকে বলেন, 'এই শিশুদের মধ্যে অনেক শিশুকে ধ্বংসস্তূপের নিচে পাওয়া গেছে। আবার অনেকে বোমা হামলায় তাদের বাবা-মাকে হারিয়েছে। অন্যদের ইসরায়েলি চেকপয়েন্ট, হাসপাতাল এবং রাস্তায় পাওয়া গেছে।' তিনি আরো জানায়, 'ছোট শিশুরা তাদের নামই বলতে পারে না। ফলে তাদের বর্ধিত পরিবারের অন্য কোনো আত্মীয়কেও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ক্রিক বলেন, 'তাদের আত্মীয়দের পাওয়া গেলেও শোকাহত এই শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য ভালো জায়গা পাওয়া যায় না। তাদের নিজেদের সন্তাদেরও যত্ন নিতে হয়। তাদের পক্ষে এই এতিম শিশুদের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তারা খুব ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায়।'

একটি অলাভজনক সংস্থা এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ। তারা ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা ৫৫ টি শিশুর যত্ন নিচ্ছে, যাদের বয়স ১০ বছরের কম। তারা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করেছে। ইউনিসেফ বলছে,গাজার প্রায় সব শিশুর এখন মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার প্রয়োজন। তাদের জীবন, শৈশব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।- বিবিসি

অভিবাসনে বাংলাদেশের রেকর্ড

১০ পৃষ্ঠার পর

পর্যায়েও নারী অভিবাসনের হার কমেছে ৩.৪৪ শতাংশ।

১৭৬ দেশের ছয়টিতে যাচ্ছেন কর্মী : বাংলাদেশ থেকে ১৭৬টি দেশে কর্মী যাওয়ার কথা। কিন্তু রামরুর প্রতিবেদন বলছে, মাত্র ছয়টি দেশে কর্মী গমন করছেন। এই ছয়টি দেশের মধ্যে ২০২৩ সালে সৌদি আরবে ৩৮.১২ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ২৬.৯৪ শতাংশ, ওমানে ৯.৮০ শতাংশ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৭.৫৪ শতাংশ, কাতারে ৪.৩০ শতাংশ ও সিঙ্গাপুরে ৪.০৮ শতাংশ পুরুষ কর্মী গেছেন। বাকি ১৭০টি দেশে নামমাত্র কর্মী যাচ্ছেন।

অভিবাসীদের ৫০% স্বল্প দক্ষ বেড়েছে দক্ষ শ্রমিক : রামরুর গবেষণায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে বিদেশ যাওয়া কর্মীদের মধ্যে ৫০ শতাংশই স্বল্প দক্ষ কর্মী। আগের বছরের (২০২২ সাল) তুলনায় এমন কর্মী কমে যাওয়ার হার ২৩ শতাংশ। একই সঙ্গে ২০২১ সালের তুলনায় স্বল্প দক্ষ কর্মী কমে যাওয়ার হার ২৫.১৭ শতাংশ। অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্বল্প দক্ষ কর্মী কমে যাচ্ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে তুলনামূলক দক্ষ কর্মীর হার। আলোচ্য বছরে মোট অভিবাসীর ৪.১৪ শতাংশ ছিলেন পেশাজীবী কর্মী, ২৪.৭৭ শতাংশ দক্ষ কর্মী ও ২১.০১ শতাংশ আধাদক্ষ কর্মী।

আগের বছরের তুলনায় পেশাজীবী কর্মীদের অভিবাসন হার বেড়েছে ৩.৮ শতাংশ, দক্ষ কর্মীর ২.০৪ শতাংশ এবং আধাদক্ষ কর্মীর হার বেড়েছে ১৭.৩৬ শতাংশ।

৩ থেকে ৬ মাসে ১২% কর্মী ফেরত : রামরুর গবেষণা বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজ না পেয়ে তিন থেকে ছয় মাসে ১২ শতাংশ কর্মী ফেরত এসেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ৩৮ শতাংশ, জর্দান থেকে ২২ শতাংশ, ওমান থেকে ১৭ শতাংশ ও সৌদি আরব থেকে ১৩ শতাংশ কর্মী ফেরত এসেছেন।

রামরুর চেয়ারপারসন তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, বিএমইটির পরিসংখ্যানে বলা হয়, ১৯৭৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে গেছেন এক কোটি ৬০ লাখ ৭৫ হাজার ৪৮৭ জন। তবে কাজ শেষে এবং কাজ না পেয়ে কতজন অভিবাসী দেশে ফেরত এসেছেন, বিএমইটি সেই তথ্য সংরক্ষণ করে না। কিন্তু এই তথ্য সংরক্ষণ করা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়।

২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসনে ১০টি উল্লেখযোগ্য উৎস রয়েছে। এগুলো হলো : কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, নরসিংদী ও ঢাকা। তবে বিগত বছরগুলোর মতো ২০২৩ সালেও কুমিল্লা থেকে সর্বোচ্চ অভিবাসী গেছেন। আলোচ্য বছরে এক লাখ আট হাজার ৮৭০ জন বা ৮.৩৩ শতাংশ অভিবাসী কুমিল্লা থেকে গেছেন। এরপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ৪.৯৬ শতাংশ বা ৬৪ হাজার ৮০৭ জন এবং চট্টগ্রাম থেকে ৪.৯১ শতাংশ বা ৬৪ হাজার ২০২ জন কর্মী অভিভাসন করেছেন। বাকি সাতটি উৎস থেকে অভিবাসীর সংখ্যা ও হার প্রায় এক।

প্রতিবেদন প্রকাশের সময় রামরুর পক্ষ থেকে সাতটি সুপারিশ হাজির করে ড. তাসনিম সিদ্দিকী বলেন, ২০২৫ থেকে ২০৩৫ সাল পর্যন্ত অভিবাসন দশক ঘোষণা করতে হবে।

শ্রম অভিবাসন ও ডায়াস্পোরার জন্য দুটি দিবস পালন না করে ১৮ ডিসেম্বর অভিবাসী দিবস পালন করা হোক। রাজনৈতিক ইশতেহারে অভিবাসীদের জন্য দেওয়া অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা হোক। অনলাইন অভিযোগের ব্যবস্থা চালু করা হোক। সর্বশেষ রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধিতে ব্যাংকগুলোর প্রতি অভিবাসীদের আস্থা ফেরাতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. সেলিম রেজা বলেন, 'জাপান-দক্ষিণ কোরিয়ার অভিবাসন হচ্ছে মানসম্মত অভিবাসন। এই অভিবাসন আমাদের আরো বাড়াতে হবে। কারণ এই দেশগুলোতে যেমন দক্ষতা নিয়ে যেতে হয়, তেমনি আয়ও বাড়ে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অভিবাসন তৈরি করা প্রয়োজন। এ জন্য সরকারের উচিত প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো কর্মীকেই বিদেশে না পাঠানো। তাহলে মানসম্মত একটি অভিবাসন পদ্ধতি আমরা তৈরি করতে পারব।'

ANCHOR
TRAVELS
QATAR
BOOK NOW
929 570 6231
917 300-2450
anchortravels.us
Emirates
KUWAIT
এ্যাংকর ট্রাভেলস
বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো
দেশে ভ্রমনে এয়ারলাইন্স
টিকেটিং এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
77-04 101 Avenue
Ozone Park, New York 11416
A S M MAIYEN UDDIN (PINTU)
President & CEO

গাজায় যুদ্ধ বন্ধে ঐকমত্যের

১২ পৃষ্ঠার পর

হামলার পরিমাণ ও তীব্রতা ব্যাপক কমিয়ে আনবে।

এই আলোচনার সফলতার বিষয়ে আশাবাদী ওয়াশিংটন। বিষয়টি নিয়ে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র অ্যাডমিরাল জন কারবি বলেছেন, 'আমরা এই আলোচনার লক্ষ্য হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতির দিকে তাকিয়ে আছি।'

সর্বশেষ শান্তি আলোচনা প্রায় এক সপ্তাহ সময় ধরে চলেছে উল্লেখ করে জন কারবি বলেন, 'আমরা এখনই সফলতা উদ্যাপন করতে চাই না। তবে (বাইডেন) প্রশাসন গাজা থেকে জিম্মিদের বের করে আনা এবং আরও মানবিক সহায়তার জন্য যুদ্ধ থামাতে সব পক্ষকে সম্মত করার ব্যাপারে আশাবাদী।'

সাধারণত এ ধরনে শান্তিচুক্তির সফলতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে থাকা বিভিন্ন শর্তের বিষয়টি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তবে আরব কর্মকর্তারা বলেছেন, এই আলোচনায়ও এ ধরেন শর্তের বিষয়টি আলোচনাকে ধীরগতির করে দিচ্ছে। কিন্তু এই বাধাগুলো অপসারণ করা গেলে আগামী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এর আগে প্যারিসে হওয়া আলোচনায় ইসরায়েলের হয়ে অংশ নিয়েছিলেন দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ডেভিড বার্নিয়া। একটি সূত্র জানিয়েছে, ডেভিড বার্নিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে সম্মত হয়ে তাতে স্বাক্ষরও করেছেন। তবে নভেম্বরে হওয়া স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধবিরতির পর থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি আলোচনা স্থবির হয়ে ছিল।

এই শান্তি চুক্তির সবচেয়ে আলোচিত বিষয়টি হলো, হামাস ও ইসরায়েল উভয় পক্ষই শান্তি আলোচনা চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে শুরু থেকেই আগ্রহ দেখিয়েছে। আরব কর্মকর্তাদের মত, এটি খুবই ছোট বিষয় হলেই শান্তিচুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি বড় একটা অর্জন। হামাস ও ইসরায়েলের এই নমনীয়তার কারণ বোধ হয় যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদি হয়ে পঞ্চম মাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই যুদ্ধ একটি বিস্তৃত আঞ্চলিক সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, ইসরায়েল এই যুদ্ধ শুরুর দিকে হামাসকে চিরতরে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামলেও দেশটির হামলায় ব্যাপক বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ। এই অবস্থায় ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় মদদদাতা যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়াশিংটনের আরব মিত্র দেশগুলো ইসরায়েলকে গাজায় বর্বরতা স্থায়ীভাবে বন্ধের জন্য ব্যাপকভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে, হামাস জানিয়েছে, ইসরায়েল যদি স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ করে, তবেই কেবল তারা সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে। কিন্তু এমনটা করার ইচ্ছা ইসরায়েলের কম। আলোচনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বর্তমান প্রস্তাবটি একটি দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধবিরতি ও কার্যকরভাবে সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হামাসও এই আলোচনায় ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে। গোষ্ঠীটি বলেছে, একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে তারা অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে।

রাজনৈতিক প্রভাব এড়াতে বড় সংস্কার

১০ পৃষ্ঠার পর

লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো করতে পারে। আমরা চাই দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের সুশাসন ফেরাতে।

মেজবাউল হক বলেন, ব্যাংকের সুশাসন ফেরাতে আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। কমিটি একটি অ্যাকশন প্ল্যান করছে। সেখানে খেলাপি ঋণ কমানো এবং সুশাসন নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আসবো। মুদ্রানীতি ঘোষণা করার সময় ক্রলিং পেগ চালুর বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছিলাম। দ্রুত সময়ের মধ্যে সেটি বাস্তবায়ন করা হবে। ডলারের মূল্যে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ব্যাংকগুলোকে ক্রলিং পেগ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। তাছাড়া মামলা কমাতে এডিআরের ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে হয়তো মামলার সংখ্যা কমে আসবে। কোনো গ্রাহক যেন এই এডিআরের সুবিধা নিয়ে শুধু শুধু সময়ক্ষেপণ না করে, সে ব্যাপারেও ব্যাংকগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, গভর্নর বলেছেন, গ্রাহকের রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক না কেন, তিনি ব্যাংক খাতে সুশাসন ফেরাতে কোনো আপস করবেন না। অর্থাৎ আগামীতে ব্যাংকিং সেক্টর ঘুরে দাঁড়াবে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক যে ফ্রেমওয়ার্ক দিয়েছে, সে অনুযায়ী ব্যাংকিং পরিচালনা হবে। ব্যাংকের ঋণ খেলাপিদের ধরতে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে না। ব্যাংকে সুশাসন ফেরাতে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সব কিছুই নিতে গভর্নর নির্দেশ দিয়েছেন।

রেকর্ড পরিমাণে অস্ত্র বিক্রি

৬ পৃষ্ঠার পর

তবে অনেক ক্রেতা দেশ রাশিয়া থেকে মুখ ঘুরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্ত্র কিনতে চাইছে। রাশিয়ার ওপর ইউক্রেন যুদ্ধজনিত পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এর একটি কারণ। এ জন্য মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন বলছে, ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি বেড়েছে। এটি মার্কিন অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বাইডেন প্রশাসনের এমন যুক্তির পরও অবশ্য অনেক মার্কিন আইন প্রণেতা ইউক্রেনকে প্রত্যক্ষ সমর্থন বন্ধ করতে চান। তাঁরা ইউক্রেনকে সহায়তা দিয়ে যাওয়ার চেয়ে নিজ দেশের অভিবাসন নীতির সংস্কারের জন্য চাপ দিচ্ছেন। সূত্র : বিবিসি

গর্ভপাতের অধিকারকে সাংবিধানিক

১২ পৃষ্ঠার পর

মাক্রোঁর সরকার দ্বিতীয় পথটি নিয়েছে। যদিও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বিলটি নিয়ে যে ধরনের সমর্থন মাক্রোঁ পেয়েছেন, সেনেটে তা পাবেন কি না, তানিয়ে সংশয় আছে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি সেনেটে বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

ফ্রান্সের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কেউই গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু সেনেটে কিছু দক্ষিণপন্থি সদস্য চাইছেন না, সংবিধানে গর্ভপাতের বিষয়টি থাক। তাদের বক্তব্য, এটা সাংবিধানিক বিষয় নয়। ফ্রান্সে গর্ভপাতের সুযোগ নিয়েও কোনো প্রশ্ন নেই।

ফ্রান্সে গর্ভপাত কি বৈধ?

১৯৭৫ সালে ফ্রান্সে একটি আইন পাস করা হয় এবং সেখানে বলা হয়েছে, গর্ভপাত কোনো অপরাধ নয়। কিন্তু সংবিধানে গর্ভপাতের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়া হয়নি। তারপর থেকে গর্ভপাতের শর্তগুলি ভালো করার জন্য আরো আইন পাস হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্য ও তাদের নামপ্রকাশ যাতে না হয়, সেদিকটা নিশ্চিত করার চেষ্টা হয়েছে। নারীদের উপর আর্থিক চাপ কম করার চেষ্টা হয়েছে। সরকারি তথ্য বলছে, ২০২২ সালে ফ্রান্সে দুই লাখ ৩৪ হাজার গর্ভপাত হয়েছে।

২০২২ সালের নভেম্বরে জনমত সমীক্ষার ফল হলো, ৮৯ শতাংশ মানুষ গর্ভপাতের অধিকারকে সাংবিধানিক করার পক্ষে। - এপি, এএফপি, রয়টা

বাংলাদেশের জন্য ভারতের অনুদান

৯ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর পরের স্থানেই আছে বাংলাদেশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি অনুদান ও ঋণ পেয়েছে ভুটান। তখন দেশটি ভারতের কাছ থেকে অনুদান পেয়েছে ১ হাজার ৭৩৬ কোটি রুপি এবং ঋণ পেয়েছে ৭০৪ কোটি রুপি। অন্যান্য প্রাপ্তিসহ তারা ভারতের কাছ থেকে সব মিলিয়ে পেয়েছে ২ হাজার ৪৬৭ কোটি রুপি। একই অর্থবছরে প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারতের কাছ থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫৪ দশমিক ৬২ কোটি রুপি অনুদান পেয়েছে মিয়ানমার। তখন নেপাল অনুদান পেয়েছে ৪৩৪ দশমিক ২৭ কোটি রুপি, আফগানিস্তান ২৭৯ দশমিক ৩৭ কোটি রুপি এবং মালদ্বীপ পেয়েছে ১৮৩ দশমিক ১৬ কোটি রুপি। দক্ষিণ এশিয়া ছাড়া ভারত আফ্রিকা, ইউরেশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের দেশকে ঋণ ও অনুদান দিয়ে থাকে। সব মিলিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারত মোট ঋণ ও অনুদান দিয়েছে ৭ হাজার ৯০ কোটি রুপি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত আনুমানিক হিসাব অনুসারে, ভারত মোট ঋণ ও অনুদান দিয়েছে ৮ হাজার ৯৯০ কোটি রুপি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অন্তর্বর্তী বাজেট অনুসারে, ভারত মোট ঋণ ও অনুদান দেবে ৯ হাজার ৬২২ কোটি রুপি। সুত্র দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বাসায় রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইজে ১৬৯ সাবওয়ের খুব কাছে একটি প্রাইভেট হাউসের বাসায় একরুম একজনকে সাবলেট দেয়া হবে । ভাড়া মাসে $900 (মহিলা অগ্রাধিকার) টয়লেট, কিচেন শেয়ার। যোগাযোগ মোবাইল : 970-817-7657

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ট্যাক্স ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনে আমাদের দক্ষ সেবা নিন
২০ বছরের অভিজ্ঞতা
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
Individual and Business Tax Audit, Financial Statement Bookkeeping, Non-Profit Business Setup, Licensing & Payroll Specialized in IRS & NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
ASYLUM Cases
Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
Family Petition
Deportation
Cancellation of Removal
Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
Appeals
All other immigration matters
Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law
ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214
Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
Now Hiring Sales Persons
Free Training (Free course fees for selected people)
Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM
MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

JAMAICA HALAL WINGS
• PIZZA • CHICKEN • BURGER
حلال
HALAL
100% Quality Food
HERO-GYRO-BURGERS
SEAFOOD-SALADS
আমরা ৭ দিন! ২৪ ঘন্টা খোলা
আমরা ক্যাটারিং এবং ডেলিভারী করে থাকি
Call for Pickup
347-233-4709
Get your order delivered!
GRUBHUB UBER eats DOORDASH
PayPal
JAMAICA HALAL WINGS
167-19 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন:

৮ পৃষ্ঠার পর

সভাপতি তাঁদের ঠিকই খুঁজে বের করেন। এবারও তিনি সেটাই করবেন বলে মনে করি।'

সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫০টির মধ্যে আওয়ামী লীগের পাওয়ার কথা ছিল ৩৮টি। তবে ৬২ স্বতন্ত্র এমপি আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেওয়ায় এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮। আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টিও। তাই বিরোধী দল জাতীয় পার্টির ভাগে পড়ছে মাত্র ২টি আসন।

সংরক্ষিত মহিলা আসনে একাদশ জাতীয় সংসদের সদস্যের মধ্যে হাতে গোনা দু-তিনজন ছাড়া সবাই বাদ পড়তে পারেন বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের এক সদস্য। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, তাঁদের জায়গায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় একাধিক নেতার পাশাপাশি সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের ৭-১০ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে। একই সঙ্গে সুশীল সমাজ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাট্য ও তারকা ছাড়াও সরাসরি নির্বাচনে দলের মনোনয়ন পেয়েও জোটগত সমঝোতার কারণে যাঁরা সরে দাঁড়িয়েছেন কিংবা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নানা হিসাব-নিকাশে যাঁরা মনোনয়ন পাননি, তাঁদের এবার বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে তৃণমূলের রাজনীতিতে পোড় খাওয়া পরিবারের সদস্য, জেলা পর্যায়ে ত্যাগী নেত্রীরা।

গত ২৮ জানুয়ারি স্বতন্ত্র এমপিদের সঙ্গে বৈঠকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ইচ্ছা পোষণ করেন বলে বৈঠকে উপস্থিত একাধিক সদস্য আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেন। তাঁদের একজন জানান, শেখ হাসিনা তাঁদের বলেন, আওয়ামী লীগের অনেক ত্যাগী পরিবার রয়েছে। অনেক নেতা অকালে মারা গেছেন। তাঁদের স্ত্রী-সন্তানেরা আছেন। পেশাজীবীদের মধ্য থেকেও কাউকে কাউকে সংসদ সদস্য করা দরকার। এর মাধ্যমে ত্যাগীদের একটা স্বীকৃতি দেওয়া যাবে।

এদিকে সংরক্ষিত আসনে নিজ নিজ অবস্থানের কথা জানিয়ে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং স্বতন্ত্র এমপিরা নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়েছেন। আগামী সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে। তফসিল ঘোষণার পরে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করবে আওয়ামী লীগ। প্রথমে আগ্রহীদের কাছে মনোনয়ন ফরম বিক্রি করবে। সংসদীয় বোর্ডের বৈঠক করে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে। তবে আওয়ামী লীগের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, প্রার্থিতা চূড়ান্ত করতে কাজ করছেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা।

আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক জাহানারা বেগম বলেন, 'সংরক্ষিত মহিলা এমপি নির্বাচনে আমরা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। উনি সবাইকে চেনেন।'

আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনায় আছেন স্বাস্থ্য সম্পাদক রোকেয়া সুলতানা, কার্যনির্বাহী সদস্য পারভীন জামান কল্পনা, মারুফা আক্তার পপি, গ্লোরিয়া সরকার ঝর্ণা। সহযোগী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে যুব মহিলা লীগের সভাপতি আলেয়া সারোয়ার ডেইজি, সাধারণ সম্পাদক শারমিন সুলতানা লিলি আলোচনায় আছেন। তারকাদের মধ্যে আলোচনায় আছেন রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, নাট্যব্যক্তিত্ব লাকী ইনাম, শমী কায়সার, রোকেয়া প্রাচী, তারিন জাহানের নাম। একাদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা এমপিদের মধ্যে আরমা দত্ত এবারও আলোচনা আছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার পরেও জাতীয় পার্টি ও জাসদের সমর্থনে তিনজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা হয়। এঁদের মধ্যে দলটির কৃষি ও সমবায় সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলীকে সংরক্ষিত আসনের এমপি করা হতে পারে। মাহবুব আরা গিনিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংযুক্ত করা না হলে আবারও এমপি করা হতে পারে। অন্যদিকে সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মন্নুজান সুফিয়ানের বিষয়ে আওয়ামী লীগ ইতিবাচক বলে জানা গেছে। নির্বাচনের আগে জাসদের সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতারকেও সংরক্ষিত আসনে এমপি বানানোর বিষয়ে কথা হয়েছিল। জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাপসহ ১৪ দলীয় জোটের শরিকদের ২টি আসনে ছাড় দিতে পারে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপিদের শপথের পরে মন্ত্রিসভায় কয়েকজন সদস্য সংযোজন হতে পারে। এর মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা এমপিদের একাধিক সদস্য সংযুক্ত হতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকা শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী দেওয়া হতে পারে তখন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে একজন শিল্পীর বিষয়ে জোর আলোচনা চলছে আওয়ামী লীগে। এ ছাড়া সংসদের হুইপ পদে মহিলা এমপিদের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভাবনা আছে।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থিতা নির্ধারণ আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাই করে থাকেন বলে জানিয়েছেন দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শাজাহান খান। তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'উনি অনেকগুলো বিষয় দেখেন। বিশেষ করে রাজনীতিতে কার অবদান আছে, তৃণমূলের রাজনীতিতে অবদান আছেড়এমন পরিবারের সদস্য, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করে থাকেন। একই সঙ্গে যেসব নারী নেতা নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেনি কিংবা জোটের কারণে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়েছে, তাঁদের মূল্যায়ন করা হবে।' - সুত্র আজকের পত্রিকা

এক দিনে বদলে গেল

৬ পৃষ্ঠার পর

আছে'। যৌন শোষণের শিকার শিশুদের পরিবারের কাছে তাঁকে ক্ষমাও চাইতে হয়।

কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসে খারাপ হওয়া মন ভালো করে দিল ওয়াল স্ট্রিট। কারণ, ব্যবসায় ব্যাপক লাভের মুখ দেখেছে তাঁর কোম্পানি। সেদিনই মেটার আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যাতে ২০২৩ সালের শেষ প্রান্তিকে অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ব্যাপক মুনাফার তথ্য উঠে এসেছে। এই তথ্যে শুক্রবার নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন শুরুর আগে মেটার শেয়ারের দাম একলাফে ১৬ শতাংশ বা ৬০ ডলারের বেশি বেড়ে ৪৬০ ডলার ছাড়িয়েছে।

গত বছরের শেষ প্রান্তিকে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার মুনাফা করেছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মূল কোম্পানি মেটা। ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও বিজ্ঞাপনের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কোম্পানি খরচ কমিয়ে ফেলায় মুনাফা হয়েছে বলে বিবিসি জানিয়েছে। এমনকি যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে মানুষের হেলাফেলা ছিল, সেটিও ১০০ কোটি ডলার আয় করেছে।

এর ফলে শুধু কোম্পানি নয়, বিনিয়োগকারীরাও লাভবান হয়েছে। কারণ, প্রথমবারের মতো লভ্যাংশ দিয়েছে প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ এই কোম্পানি। এর ফলে শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ারপ্রতি ৫০ সেন্ট লভ্যাংশ পেয়েছে। ২০তম জন্মদিনের আগে ফেসবুকের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্তকে কোম্পানির 'পরিপক্বতার' লক্ষণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।

এর মাধ্যমে কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের টানার চেষ্টা করছে। ২০২২ সালে শেয়ারের দাম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে গেলে শীর্ষ বিনিয়োগকারীরা মেটাকে খোলাচিঠি দেয়। তাতে বলা হয়, 'বাহুল্যের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে কোম্পানিটি।' কারণ, এত বেশি কর্মী, এত বেশি আইডিয়া থাকলেও কাজ হচ্ছে খুবই কম। তাই কোম্পানিকে 'আকর্ষণীয়' বৈশিষ্ট্য ফিরে পেতে হবে।

গত বছরের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে আমাজনের বিক্রি ১৪ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরে প্রথমবারের মতো অ্যাপলের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের যখন রমরমা অবস্থা, তখন ফেসবুকের প্রধানকে শিশু নিপীড়নের অভিযোগে কংগ্রেসের তোপের মুখে পড়তে হয়। এই ঘটনায় কোম্পানি যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, তা মেটা স্বীকার করেছে। এটি ব্যবসার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু বাস্তবে তেমন প্রভাব পড়েনি। এখন পর্যন্ত মেটার প্ল্যাটফর্মগুলো গ্রাহকেরা ব্যবহার করছেন এবং বিজ্ঞাপনদাতারা এতে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে। মেটা বলছে, গত ডিসেম্বরে প্রতিদিন প্রায় ৩২০ কোটি মানুষ প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ছিল, যা ২০২২ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি।

গত বছরের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে আয় ২৫ শতাংশ বেড়ে ৪ হাজার কোটি ডলার হয়েছে। এর আগে জাকারবার্গ কোম্পানিটির খরচ কমানোর জন্য হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই করেন। ২২ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ে কোম্পানির খরচ কমে ৮ শতাংশ।

ইনসাইডার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান বিশ্লেষক জেসমিন এংবার্গ বলেন, কোম্পানিটি প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মুনাফা দেখেছে। বিজ্ঞাপনের প্রচার বাড়ানোর জন্য এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ওপর বিনিয়োগের ফলে এই মুনাফা বেড়েছে।

মেটার জন্য গত বছরে চতুর্থ ত্রৈমাসিক দুর্দান্ত ছিল। এই অর্জন ফেসবুকের ২০তম বার্ষিকী উদযাপনকে আরও স্মরণীয় করে তুলবে।'

সংসদে বিরোধী দলের অপমৃত্যু

৮ পৃষ্ঠার পর

থাকে এবং সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে তারা সবাই একযোগে পদত্যাগ করেন।৩বিরোধী দম্ভ হিসেবে পুরো পাঁচটি বছর আওয়ামী লীগ পার করে দেয় বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের প্রচেষ্টায় এবং পরবর্তী নির্বাচনগুলো নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আয়োজনের দাবিতে। সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতায় মৌলিক অনুষঙ্গ হলো ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সমন্বয়মূলক ভূমিকা, যা ওই সংসদে একেবারেই হয়নি।

১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং সেবার আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াত যথাক্রমে ১৪৬, ১১৬, ৩২ ও তিনটি আসনে জয়লাভ করে। সেই সংসদেও অত্যন্ত শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু সেবারও একটি পরিপক্ব সংসদীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সরকারের কার্যক্রমের বিপরীতে বিরোধী দলের ৩ওয়াচডগ্ত্বর ভূমিকা পালনের সুযোগ হারায়। কারণ, বিএনপিও আওয়ামী লীগের দেখানো পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাদের মেয়াদের পুরো সময় ব্যয় করে সরকারের সব কাজে বাধা সৃষ্টির জন্য। এর মাধ্যমে৩বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিত্ত্বর চর্চা আরও বলিষ্ঠ রূপ পায়।

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদে ক্ষমতায় ফেরে বিএনপি এবং ৬২ আসন নিয়ে বিরোধী দলের মর্যাদা পায় আওয়ামী লীগ। আগের তুলনায় আসন সংখ্যা কম হলেও বলিষ্ঠ ও সমীহ জাগানিয়া বিরোধী দল হওয়ার জন্য এই সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা কেবল অতীতের তিক্ততা ও ধ্বংসাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পুনরাবৃত্তিতে আগ্রহী ছিল। আমরা আবারও অন্তহীন ওয়াকআউট, বর্জন ও পদত্যাগ দেখতে পাই এবং সেবারও সংসদীয় ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ করার কোনো উদ্যোগ ছিল না।

নবম সংসদ গঠিত হয় সামরিক বাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। আওয়ামী লীগ ২৩০ আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে আর বিএনপি মাত্র ৩০টি আসন পায়। আওয়ামী লীগ এই অবিসংবাদিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নের অজুহাতে তড়িঘড়ি করে ভবিষ্যতের সব নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। যদিও তারা হাইকোর্টের সংক্ষিপ্ত রায়ের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ রায়ে দেখা যায়, হাইকোর্ট আরও দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেছিল।

এই প্রেক্ষাপটে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি। তারা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের দাবি জানায়। বিএনপির নির্বাচন বর্জনের মাধ্যমে আমাদের সংসদীয় ইতিহাসের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পর্যায়টি শুরু হয়। বিএনপির নির্বাচন বর্জনের ফলে প্রথমবারের মতো আমাদের সংসদে কোনো প্রকৃত বিরোধী দলের উপস্থিতি ছিল না। যার ফলে ক্ষমতাসীন দল তাদের যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ পেয়ে যায়।

আগের নির্বাচনগুলোতে আমরা দেখেছি, ক্রমান্বয়ে সংসদের গুরুত্ব হারানোর ইতিহাস। কিন্তু দ্বাদশ সংসদে এসে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে বিরোধী দলের অপমৃত্যু হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলা একটি সংসদের মৌলিক ভূমিকার অংশ, যা এবার পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকবে। দুর্বল হলেও এতদিন জবাবদিহির যে প্রক্রিয়া চালু ছিল, তা এবার পুরোপুরি উধাও হয়ে যাবে।

সংসদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি নির্বাহী বিভাগের হাতে চলে যাওয়ায় সরকারের নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের পরস্পরের ওপর নজর রাখার সমন্বিত প্রক্রিয়া ধসে পড়েছে। আমাদের সংবিধানের বুনিয়াদি ভূমিকাগুলোর অন্যতম হলো এই সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করা। আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এখন এসে দেখতে পেলেও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক আগেই। বলা বাহুল্য, এতে সুশাসন প্রক্রিয়া ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের ওপর গুরুতর প্রভাব পড়বে।

যখন নির্বাহী বিভাগ সংসদের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য পেয়ে যায়, তখন বিচার বিভাগেও এর প্রভাব পড়ে। এটি সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয় হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার বিভাগের ওপর বড় আকারে চাপ প্রয়োগ করা হয়। এখন এর মাত্রা আরও বাড়বে।

জনপ্রতিনিধিদের চেয়ে আমলারা হয়তো আরও বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠবেন। এর কারণ হলো, দিন শেষে সংসদ সদস্য ও আমলা উভয়ই সরকারপ্রধানের ওপর বড় আকারে নির্ভরশীল। সর্বশেষ নির্বাচনের ফলাফলের কারণে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় সংসদ সদস্যরা আরও বেশি আমলানির্ভর হয়ে উঠবেন।

বিরোধী দল বিহীন সংসদের কাছে কোনো প্রত্যাশাই থাকে না, বিশেষত জবাবদিহির বিষয়ে। অথচ, সংসদ পরিচালনায় জনগণের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদ নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণায় জানা গেছে, সংসদে শুধু অধিবেশন চালাতেই প্রতি মিনিটে দুই লাখ ৭২ হাজার টাকা খরচ হতো।

এ ধরনের একপাক্ষিক সংসদ সরকারের জন্যও বিপজ্জনক। কারণ, এর ফলে তারা প্রকৃত বিরোধী দলের করা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা কখনোই শুনতে পাবে না।

গত বুধবার আব্দুল গফুর স্মৃতি বক্তৃতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, যদি প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের অবাধ ভোটের ওপর নির্ভরশীল এবং নাগরিকদের কাছে দায়বদ্ধ শাসন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এই প্রতিটি ক্ষেত্রে (পরিবেশ, শিক্ষা ও সুশাসন) ত্রুটির সুযোগ সবসময়ই থাকে।

একটি বিরোধী দল বিহীন সংসদের যে বিপদগুলো রয়েছে, সে বিষয়ে কি নতুন সরকার সচেতন হবে? - মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

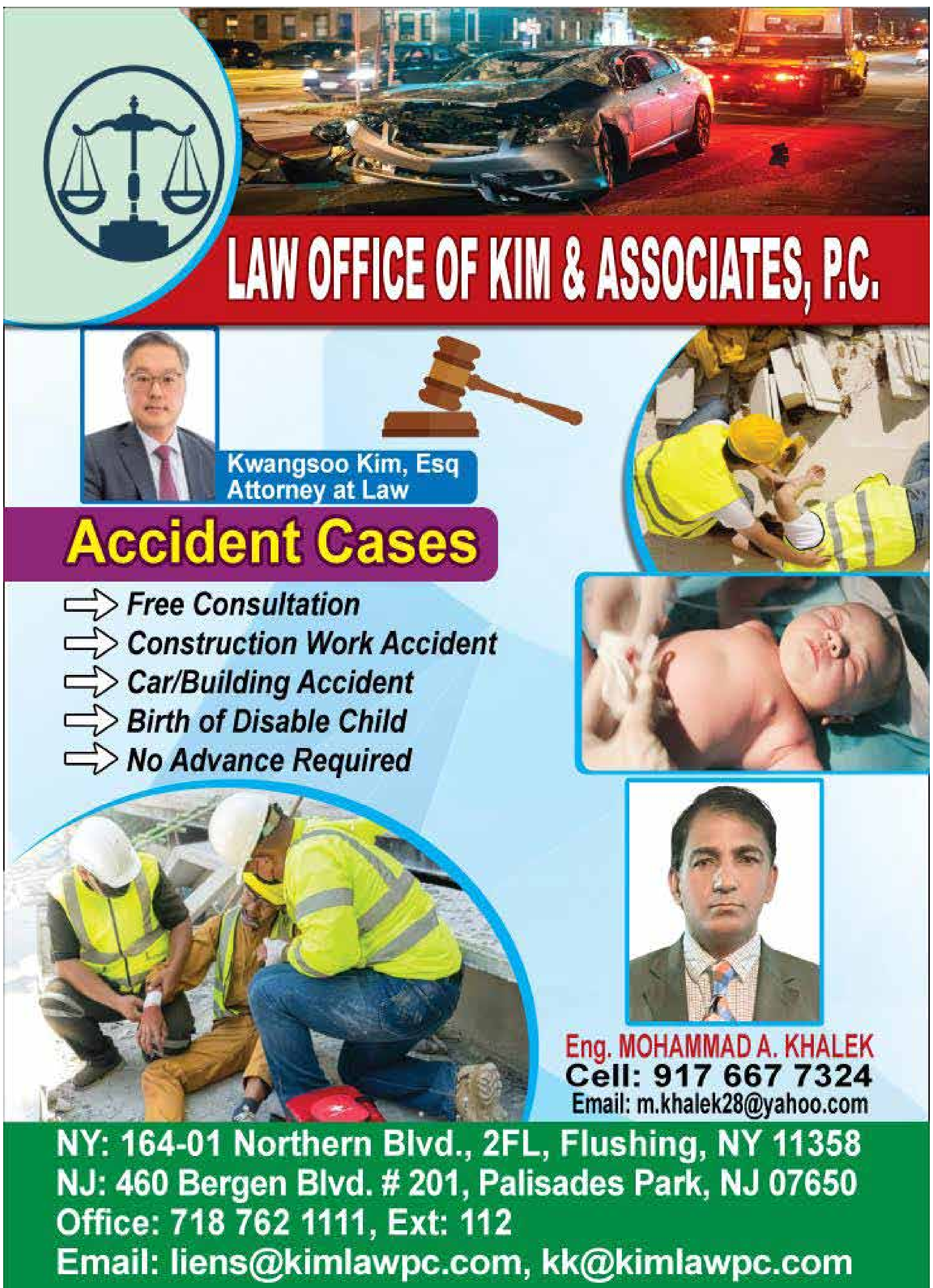

মালয়েশিয়ার ‘মিনি ঢাকা’য়

৮ পৃষ্ঠার পর

বুকিত আমান অ্যান্টি-ভাইস, সিক্রেট সোসাইটিজ ডিভিশন (ডি৭), জেনারেল অপারেশন ফোর্স ও সেলানগর অভিবাসন বিভাগ যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করে। দৈনিক হারিয়ান মেট্রোর সাংবাদিক জানান, রাত আড়াইটার দিকে শিল্প এলাকায় থাকা পাঁচতলা ওই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে অভিযান চালানো হয়। স্থানীয় বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা ভবনটিতে থাকেন। অভিযানে ৩০০ সশস্ত্র পুলিশ কর্মকর্তা অংশ নেন। গভীর রাতে হওয়ায় কাগজপত্রহীন শ্রমিকদের অধিকাংশই ঘুমিয়ে ছিলেন; তারা পালানোর চেষ্টা করেননি।

স্থানীয় বাসিন্দা ৪০ বছরের অং বলেন, এলাকাটিতে বহু বছর ধরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রহীন বিদেশিদের বাস। তবে তারা কখনোই স্থানীয় কারও জন্য সমস্যার কারণ হননি। তিনি বলেন, ‘তাদের সংখ্যা আমাদের চেয়েও বেশি হতে পারে। তারা সাধারণত স্থানীয়দের বিরক্ত করেন না।’ আটকদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও নেপাল, আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক রয়েছেন। তাদের বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে।

সম্প্রতি বৈধ কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান শুরু করে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ। এর আগে গত মাসে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় কয়েকশ বাংলাদেশি আটক হয়েছেন।

এক বছরে ১৬ লাখ

৮ পৃষ্ঠার পর

ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার জানান, পর্যটনের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আকাশ পথে নতুন নতুন গন্তব্য চালুর বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। বিশেষ করে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে আকাশ পথে যুক্ত করার ব্যাপারে ভারত আগ্রহী।

প্রণয় কুমার ভার্মা বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে এভিয়েশন এবং পর্যটন খাতের সহযোগিতা দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে। বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশনে কর্মরত কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারত ৩৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ভবিষ্যতেও এটি চলমান থাকবে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে পর্যটন মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। পর্যটন শিল্পে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা কীভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায়, বিশেষ করে ভারত থেকে আরও বেশি পর্যটক কীভাবে বাংলাদেশ আসতে পারে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। পর্যটকদের জন্য দুই দেশের মধ্যে ভিসা সহজ করার বিষয়েও কথা হয়েছে।

আইনমন্ত্রীর ‘৫০ বছর তত্ত্বে’

৮ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছে। কিন্তু তদন্তের কোনো ফলাফল জানায়নি। তারা না পেলে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিক। এভাবে তো মামলা ঝুলিয়ে রাখা ঠিক না।” তার কথা, “র‌্যাব কয়েকজনকে ধরেছে, তবে তারা প্রকৃত আসামি নয়। তারা অপরাধীদেরই শনাক্ত করতে পারেনি। ডিএনএ টেস্টও করেছে, কিন্তু কোনো ফল নেই।”

র‌্যাব মামলার তদন্তে নেমে আটক আটজন, নিহত সাগর-রুনি এবং স্বজনসহ ২৫ জনের ডিএনএ নমুনা পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষার রিপোর্টগুলো হাতে পাওয়ার পর অপরাধক্ষেত্রের প্রতিবেদন (ক্রাইম সিন রিপোর্ট) পর্যালোচনা করে দুইজনের ডিএনএর পূর্ণাঙ্গ প্রোফাইল পেয়েছে। তবে তা দিয়ে সন্দেহভাজন খুনি চিহ্নিত করা যায়নি।

এই মামলায় আটক আট জনের মধ্যে পাঁচজন- রফিকুল, বকুল, সাইদ, মিন্টু ও কামরুল হাসান ওরফে অরুন, মহাখালীর বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক নারায়ণচন্দ্র রায় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাগর-রুনির পারিবারিক বন্ধু তানভীর এবং বাসার নিরাপত্তাকর্মী পলাশ রুদ্র পাল ও হুমায়ূন কবীরকে। তাদের সবাই হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন।

সাগরের মা সালেহা মুনির বলেন, “এখন র‌্যাব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগও করে না। তারা যেন আমাদের এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করে।” আর রুনির ভাই নওশের রোমান বলেন, “তদন্ত বলতে এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি। আর এখন আর আসলে কোনো তদন্ত হচ্ছে না।”

‘নতুন কোনো সংস্থাকে তদন্তের ভার দেয়ায় আইনে কোনো বাধা নেই’

সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ ও ডিবি দুইমাস মামলাটির তদন্ত করে। দুই মাস পর র‌্যাবকে আদালত এই মামলা তদন্তের দায়িত্ব দেয়। সেটা দেয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডাভোকেট মনজিল মোরসেদের আবেদনে। এই তদন্তে র‌্যাবের অদক্ষতা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “তদন্তের জন্য দক্ষতা এবং আধুনিক সব সুবিধা র‌্যাবের আছে। কিন্তু প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। তাদের সীমাদ্ধতা থাকতে পারে। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে একটা পারসেপশন আছে। কারা জড়িত, সেটাও নানাভাবে শোনা গেছে। নানা কথা হয়েছে। সেই কারণেই হয়তবা তদন্ত আলোর মুখ দেখছেনা।” তার কথা, “র‌্যাব বলছে একজন খুনির ডিএনএ প্রোফাইল তারা পেয়েছে। তারা যেভাবে বলছে, তাতে এখন তাকে বের করতে ১৭ কোটি মানুষের ডিএনএ টেস্ট করতে হবে। এই পরিস্থিতি দেখে আমরা আদালতে আবেদন করেছিলাম যে, গুগলের কাছ থেকে ঘটনাস্থলের স্যাটেলাইট ইমেজ নিয়ে ওই দিন বাড়ির আশপাশে যারা ছিল তাদের চিহ্নিত করা হোক। তাতে ৫০ জনের বেশি হবে না। তাদের ডিএনএ টেস্ট করলে হয়ত হত্যাকারী খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু র‌্যাব সেদিকে যাচ্ছে না।

র‌্যাবকে বাদ দিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনেভেস্টিগেশন (পিবিআই) বা অন্য সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া যায় কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, “পিবিআই তদন্তে ভালো করছে। তারা বেশ কিছু পুরোনো ও জটিল মামলার তদন্তে সফল হয়েছে। তাদের তদন্তের দায়িত্ব দিতে আইনগত কোনো বাধা নেই। এটা আদালত চাইলে বা সাগর-রুনির পরিবার আবেদন করলে অন্য সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার এই মামলার তদন্ত প্রকৃতই চায় কিনা। সেটা সুরাহা না হলে অন্য কাউকে নতুন করে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে লাভ নেই। একই অবস্থা হবে।”

পিপি আব্দুল্লাহ আবু বলেন, “ র‌্যাব তো মামলাটি ছাড়ছে না। তারা সময়ের পর সময় নিচ্ছে আর বলছে চেষ্টা করছে। তারা না পারলে মামলাটা ছেড়ে দিলেই অন্য সংস্থাকে তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হবে। তারা পরছেও না, পথও ছাড়ছে না। আর আদালত চাইলে তদন্তকারী সংস্থা পরিবর্তন করতে পারে। এখানে আইন কোনো বাধা হবে না।”

সাগর-রুনির পরিবার কী চায়?

গত বছর এই ফেব্রুয়ারি মাসে সাগরের মা সালেহা মুনির বলেছিলেন, “পিবিআই যদি ৩০-৩৫ বছর পর সগিরা মোর্শেদ হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পারে, তাহলে র‌্যাব কেন পারে না? তারা না পারলে বলুক, তদন্ত ছেড়ে দিক। যারা পারে, তারা তদন্ত করুক। আমার প্রশ্ন- তারা কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তদন্তে দেরি করছে, না ভয় পাচ্ছে প্রকাশ করতে?” এক বছর পর শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪) তিনি বলেন, “তদন্ত সংস্থা পরিবর্তন করে কোনো লাভ হবে না। কারণ, সরকার চায় না এর তদন্ত হোক। চাইলে এতদিনে খুনিরা ধরা পড়তো, বিচারের মুখোমুখি হতো। আমি এখন আল্লাহর কাছে বিচার চাই। এখানে বিচার কার কাছে চাইবো? এই সরকার বিচার করবে না।চ রুনির ভাই নওশের রোমানও একই কথা বলেন। তার কথা, “র‌্যাব তার ব্যর্থতা স্বীকার করে বলুক তারা মামলার তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে, খুনিদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তখন অন্য সংস্থার তদন্ত চাইতে পারি। র‌্যাব তো তাদের ব্যর্থতা স্বীকার করে না। আসলে এই মামলাটি তদন্তের নামে ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। এখানে তদন্তকারীদের কিছু করার নেই। সব কিছু উপরের নির্দেশে হচ্ছে। তাই তদন্ত সংস্থা বদল করে কী হবে? কোনো ফল হবে না।”-জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

একুশে বইমেলা উদ্বোধন

৯ পৃষ্ঠার পর

বিদেশেও সবার কাছে পৌঁছতে পারব এবং অন্যান্য ভাষাভাষীরাও পড়বে।

তিনি আরও বলেন, কাজেই, সেদিক থেকে আমার মনে হয়, একটু মন মানসিকতার পরিবর্তন করে আধুনিক প্রযুক্তিটাও নিজেদের রপ্ত করতে হবে। লাইব্রেরিগুলোতে পড়ার জন্য থাকবে আবার অডিও ভার্সনটাও যেন থাকে। এটারও প্রয়োজন আছে। সেটা থাকলে অনেকের সুবিধা, শোনার মাধ্যমে জানতে পারবে। সেই ব্যবস্থাটাও আমাদের নেওয়া উচিত। যদিও বই পাঠের আনন্দের অনেকটাই ডিজিটাল ডিভাইসে বই পড়ার মধ্যে থাকে না- সে কথা উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, বইয়ের প্রকাশনা থাকবে কারণ একটি বই হাতে নিয়ে পাতা উল্টে পড়ার মধ্যে একটি আলাদা আনন্দ আছে। তবে, আজকালকার যুগে ছেলেমেয়েরা আবার ট্যাবে করে বই পড়ে, আবার, ল্যাপটপ বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সাহায্যে বই পড়ে। যদিও আমরা তাতে মজা পাই না।

প্রধানমন্ত্রী অনুবাদ সাহিত্যের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারলে আমরা এগিয়ে যাব। আর অনুবাদ সাহিত্যে আমি বাংলা একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই– একসময় অনেকে দাবি তুলেছিলেন অনুবাদ করা যাবে না কিন্তু আমি অনুবাদের পক্ষে। অনুবাদ যদি না হয় তাহলে এত ভাষা আমরা কোথা থেকে জানব। কাজেই, যেকোনো ভাষাকে অনুবাদ করে– এক একটা দেশকে জানতে হলে, জাতিকে জানতে হলে, সংস্কৃতিকে জানতে হলে– আমরা ভাষার মধ্য দিয়ে জানতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের বাংলা সাহিত্য যত বেশি অনুবাদ হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষীরা পড়ার সুযোগ পাবে। সেখানে আমি আরেকটা কথা বলব, যে এখানে বাংলা একাডেমি একটি আলাদা ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে যত প্রকাশনা হয় সেগুলো ডিজিটালাইজড করে সেটা প্রচার করা এবং অন্যান্য ভাষার যাতে অনুবাদ হয় সে ব্যবস্থাটা করতে পারলে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আরও দ্রুত বিশ্বব্যাপী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। সে ব্যবস্থাটা আমাদের করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা : দ্বিতীয় খণ্ড’ এবং ‘প্রাণের মেলায় শেখ হাসিনা’ (বাংলা একাডেমিতে শেখ হাসিনার গত ২০ বারের ভাষণের সংকলন) শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি ১৬ জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ বছর ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করা হয়। বাংলা একাডেমির সভাপতি ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আরিফ হোসেন ছোটন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত এবং অমর একুশের গান ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো’ পরিবেশিত হয়। এর পরপর ভাষা শহীদদের স্মরণে সবাই দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বইমেলা ঘুরে দেখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল যেটা এখন করতে পেরেছে, আগামীর বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। কাজেই, স্মার্ট বাংলাদেশ হতে হবে সর্বক্ষেত্রেই। আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী হবে, স্মার্ট গভর্মেন্ট হবে, স্মার্ট ইকোনমি হবে এবং স্মার্ট সোসাইটি হবে। এই স্মার্ট সোসাইটি করতে গেলে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সবকিছুই আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সাহিত্য এবং রচনাবলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং জীবনভিত্তিক এবং সংস্কৃতিসমৃদ্ধ। কাজেই, এগুলো আমরা যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব বাঙালি, বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংস্কৃতি তত বেশি বিশ্বের দরবারে বিস্তার লাভ করবে। সবাই সেভাবেই কাজ করবেন সেটাই আমি চাই।

আগামীতে আরও আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকদের নিয়ে এসে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যারা সাহিত্য চর্চা করেন তাদেরকে এনে আরও বর্ণাঢ্য সাহিত্য মেলা করার ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী।

বইমেলায় আসতে পেরে খুব আনন্দিত সে কথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসায় প্রাণের মেলার এই উচ্ছ্বাসে সেভাবে আগের মতো আর মিশতে পারেন না, সে কথার উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা বেষ্টনীর ঘেরাটোপে এভাবে মেলায় আসার কোনো মজা নেই। কারণ, নিরাপত্তার বেড়াজালে স্বাধীনতাটাই হারিয়ে গেছে। এখানে আসলে মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা, স্কুল জীবনের কথা, এমনকি ’৮১ সালে দেশে ফিরতে পারার পর থেকে তিনি প্রতিবারই আসতেন। এই প্রাঙ্গণের সঙ্গে তিনি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেখানে এখন আর সেই স্বাধীনতাটা নেই। জানি না কবে আবার স্বাধীনতাটা পাব। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তবুও মানুষের জন্য যদি কাজ করতে পারি, দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারি– দারিদ্র্যবিমোচন করে মানুষকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ উপহার দেওয়া– সেটাই আমাদের লক্ষ্য।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা অনেক দূর এগিয়েও ছিলাম। করোনার কারণে, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এরপর এখন আবার এসেছে ফিলিস্তিনের ওপর আক্রমণ। এইসব কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা এবং অর্থনৈতিক চাপ রয়ে গেছে সব জায়গায়। তার থেকে বাংলাদেশও দূরে নয়। তারপরও আমরা আমাদের দেশটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি এবং এগিয়ে যাব। ইনশাল্লাহ এই বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ, সেভাবেই আমরাই দেশকে গড়ে তুলব। আমাদের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধি পাবে। এখন জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমিকভাবে আমরা আমাদের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বইমেলা নিয়ে যাব। যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে সরকারপ্রধান বলেন, বই পড়ার অভ্যাসটা সবার থাকা উচিত। এটা বাবা-মা যদি ছোটবেলা থেকে শেখায় তাহলেই কিন্তু এই বই পড়ার অভ্যাসটা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে ’৯৬ থেকে ২০০১ পরবর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় আসতে না পারায় বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও চর্চার পাদপীঠ হয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজ যে খালেদা জিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন– সে কথারও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয়বার যখন আমি সরকারে আসি, সেটা প্রতিষ্ঠা করি। এখন সেখানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, চর্চা হচ্ছে, অনেক ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে সেখানে জানা যায়। এটা যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, সেটা আমি চাই। তিনি তার সরকারের অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর স্বীকৃতি এনে দেওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকারের প্রচেষ্টায় কানাডাপ্রবাসী রফিক এবং সালামসহ ‘ভালবাসি মাতৃভাষা’ নামের সংগঠনের অবদানের কথাও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, ‘রক্তের অক্ষরে আমরা যে মাতৃভাষার অধিকার আদায় করেছি সেটা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।’ শেখ হাসিনা বলেন, ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে স্বাধীনতা এসেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা দাবি দিবসের ধর্মঘট চলাকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুসরণ করে তিনি জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন জানিয়ে জাতির পিতার কন্যা বলেন, বাবার পথ অনুসরণ করে এ পর্যন্ত যত ভাষণ দিয়েছি। অন্তত ১৯-২০ বার হবে। আমি কিন্তু প্রতিবার বাংলায় ভাষণ দেই। তিনি বলেন, জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। ’৭৪ সালে জাতির পিতা শেখ মুজিব যখন বাংলাদেশকে জাতিসংঘের স্বীকৃতি দেওয়ার পর প্রথম সেখানে ভাষণ দিতে যান তখন তিনি বাংলাতেই ভাষণ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। রবি ঠাকুর যেমন তার কবিতার মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নিয়ে এসেছিলেন তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্যের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাঁর যে বক্তব্য সেটাই তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে।সূত্র : বাসস

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

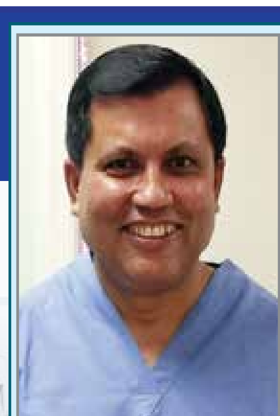

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ইসরায়েলের চার নাগরিকের

৭ পৃষ্ঠার পর

নির্বাহী আদেশকে তারই ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। আদেশে বাইডেন বলেছেন, পশ্চিম তীরের পরিস্থিতি বিশেষ করে উগ্রপন্থী বসতি স্থাপনকারীদের মাত্রাতিরিক্ত সহিংসতা, মানুষকে জোর করে বাস্তুচ্যুত করা এবং সহায় সম্পত্তি ধ্বংস করা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এসব শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি।

নিষেধাজ্ঞার আদেশে বাইডেনের স্বাক্ষরের পরপরই এ বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ইসরায়েল। দেশটির সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকারী বেশির ভাগ বাসিন্দা 'আইন মেনে চলে'। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দপ্তর থেকে বলছে, ইসরায়েল সব জায়গাতেই আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। তাই এ বিষয়ে কারও অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই প্রতিক্রিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের টানাপোড়েন আরও প্রকাশ্য করে তুলেছে। বাইডেন ও নেতানিয়াহু দীর্ঘদিনের মিত্র। তবে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন প্রশ্নে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে তাঁদের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে, ওই অঞ্চলে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ও শান্তি ফেরাতে হলে দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানই সর্বোত্তম উপায়। এর অর্থ, ইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র থাকবে। কিন্তু বারবার এ ধারণা প্রত্যাখ্যান করে আসছেন নেতানিয়াহু। এ বিষয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে মতানৈক্যের বিষয়টি গত মাসে স্বীকার করেছে হোয়াইট হাউস।

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে রকেট হামলা চালায় হামাস। পাশাপাশি সংগঠনটির সদস্যরা সীমান্ত পেরিয়ে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে ঢুকে হামলা চালান। ইসরায়েল জানিয়েছে, ওই দিনের হামলায় প্রায় ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া হয়। হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির আওতায় এরই মধ্যে কিছুসংখ্যক জিম্মি মুক্তি পেয়েছেন। ইসরায়েলের দাবি, এখনো ১৩২ জন হামাসের হাতে জিম্মি আছেন।

হামাসের হামলার জবাবে ৭ অক্টোবর থেকেই গাজা উপত্যকায় হামলা শুরু করে ইসরায়েলের বাহিনী। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, চলমান এ হামলায় এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিন নিহত হয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু।

গত নির্বাচনে জয় পাওয়া

৭ পৃষ্ঠার পর

এই দুই জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন। তবে নির্বাচন নিয়ে রিপাবলিকানদের (৮৩ শতাংশ) মধ্যে আগ্রহ ডেমোক্রেটদের (৭৮ শতাংশ) থেকে বেশি দেখা গেছে।

এছাড়া তরুণ ভোটারদের মধ্যেও ট্রাম্প বাইডেনের থেকে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন।

২০২০ সালের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছিল কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ৬০ শতাংশ ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। তারা মনে করেন বাইডেন ২০২০ সালের বৈধ বিজয়ী ছিলেন। তবে তাদের মধ্যে ২২ শতাংশ আবার এ বছর ট্রাম্পকেই ভোট দেবেন বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে ৩২ শতাংশ জর্জিয়ান জানিয়েছেন যে, তারা বিশ্বাস করেন বাইডেনের জয় প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে ৯৭ শতাংশই এবার ট্রাম্পকে ভোট দেবেন।

মার্কিন যুদ্ধজাহাজে হুথিদের

৭ পৃষ্ঠার পর

আগ্রাসন চালাচ্ছে তার প্রতিবাদে এবং ইয়েমেনের ওপর আমেরিকা ও ব্রিটিশ বাহিনীর আগ্রাসনের প্রতিশোধ নিতে এই অভিযান চালানো হয়েছে। জেনারেল সারিয়ি বলেন, লোহিত সাগর এবং আরব সাগরে অবস্থানরত সব ব্রিটিশ ও মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইয়েমেনের সামরিক বাহিনীর বৈধ লক্ষ্যবস্তু। তিনি বলেন, ইয়েমেনের সামরিক বাহিনীর নিজেদের মাতৃভূমি রক্ষার যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি ফিলিস্তিনিদের প্রতিও সমর্থন অটুট থাকবে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার

১০ পৃষ্ঠার পর

দেওয়া হয়, প্রকাশ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সেই হিসাবে দেশের প্রকৃত রিজার্ভ এখন ১৫ বিলিয়ন ডলারের নিচে। প্রতি মাসে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার করে এ রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো কষ্টসাধ্য হবে বাংলাদেশের জন্য। সাধারণত একটি দেশের ন্যূনতম ৩ মাসের আমদানি খরচের সমান রিজার্ভ থাকতে হয়। সেই মানদণ্ডে বাংলাদেশ এখন শেষ প্রান্তে রয়েছে।

কিডনির ক্ষতি করে যেসব

২৩ পৃষ্ঠার পর

বোঝা হয়ে ওঠে। অনেক সময় পাথরও জমতে থাকে। আর এসব ইউরিক অ্যাসিডের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লাল মাংস অতিরিক্ত খাওয়া একদমই উচিত নয়। সেই সঙ্গে চিপস, ফাস্টফুড, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং লবণ দিয়ে ভাজা খাবারও অনেক ক্ষতিকর। খাবারে অতিরিক্ত প্রোটিন থাকলে কিডনিতে চাপ পড়ে এবং এর দুর্বল কোষগুলোর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কিডনি সুরক্ষা রাখার জন্য খাদ্য তালিকায় প্রাণিজ প্রোটিন না রেখে মাছ বা ডাল জাতীয় প্রোটিন খাবার রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ব্যথানাশক: সাধারণত একটু মাথাব্যথা, গলা-ব্যথা থেকে শুরু করে শারীরিক কোনো অঙ্গে ব্যথা অনুভব হলেই ব্যথানাশক খাওয়ার অভ্যাস আমাদের। অধিকাংশ ব্যথ নাশকেরই কমবেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। এসব জানার পরও আমরা সেইসব ব্যথানাশক সেবন করে থাকি। এসব ব্যথানাশক কিডনিসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যথ নাশকের ওপর দীর্ঘ নির্ভরশীলতা রক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং কিডনির কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

লবণ: প্রতিদিন খাবারে লবণের প্রয়োজন অনেক বেশি। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় খাবারই অতিরিক্ত খাওয়া হলে কিডনিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। লবণে থাকা অতিরিক্ত সোডিয়াম ভয়ানক ক্ষতি করে থাকে কিডনির। এক্ষেত্রে খাবারে লবণের পরিমাণ কম-বেশি করে নেওয়া যেতে পারে। তবে প্যাকেটজাত খাবারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যায়। এ কারণে জাঙ্ক ফুড এড়ানো উচিত। মানবদেহে প্রতিদিন মাত্র ১ চা চামচ লবণের চাহিদা থাকে। তাই কিডনি ভালো রাখার জন্য অতিরিক্ত লবণ খাওয়া থেকে এখনই সাবধান হোন। শরীরে ১৪০/৯০ এর উপরে রক্তচাপ থাকলে কিডনির সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং কিডনি সুস্থ রাখতে সবসময় রক্তচাপ ১৩০/৮০ বা এর কম রাখার চেষ্টা করুন।

কলা : কলা আমাদের দেহের ক্যালসিয়াম ও এনার্জির ঘাটতি পূরণ করে। আগে থেকে যাদের কিডনিজনিত সমস্যা রয়েছে তাদের একদমই কলা খাওয়া ঠিক নয়। কলায় থাকা অতিরিক্ত পটাশিয়াম আমাদের কিডনির কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। এর ফলে সোডিয়াম যদিও কম থাকে তবে মাঝারি ধরনের একটি কলায় ৪২২ গ্রাম পটাশিয়াম থাকে। যাদের আগে থেকে কিডনির সমস্যা তারা কলা এড়িয়ে চলুন।

এনার্জি ড্রিংকস : কোমল পানীয় বা অন্যান্য এনার্জি ড্রিংকস খাওয়া এখন রীতি হয়ে গেছে প্রায়। যে কোনো অনুষ্ঠানে কোমল পানীয় না থাকলে কি হয়? আবার অনেকে তৃষ্ণা পেলে পানির পরিবর্তেও এনার্জি ড্রিংকস বা কোমল পানীয় খেয়ে থাকেন। কিন্তু এসব পানীয় কিডনির ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। প্রতিদিন একজন মানুষের অন্তত ৮ গ্লাস পানি খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত ঘামের ক্ষেত্রে পানি খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। পরিমাণ মতো পানি পান করলে কিডনিতে পাথর হয় না। ধূমপান ও মদ্যপানের জন্যও কিডনির স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। ধূমপান ও মদ্যপানে কিডনির রক্ত চলাচল ধীরগতিতে হয় এবং এতে কিডনির কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

কমলালেবু: এমন অনেক মানুষই আছেন যারা খোসা ছাড়িয়ে কমলালেবু খেয়ে থাকেন। অতিরিক্ত ভিটামিন-সি'র চাহিদায় বা লোভে পড়ে অতিরিক্ত কমলালেবু খাওয়া উচিত নয়। কেননা, লেবুতেও প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে। আর এ পটাশিয়াম কিডনিতে গিয়েই জমা পড়ে। শরীরে প্রতিদিন মাত্র ৫০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি হলেই যথেষ্ট। নিয়মিত প্রয়োজনের থেকে অতিরিক্ত ভিটামিন-সি কিডনিতে পাথর সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পরিমাণ মতো ভিটামিন-সি খাওয়া উচিত।

সূত্র: অর্গানিক হেলথ ডটকম

অনলাইনে শিশু যৌন হয়রানি

৬ পৃষ্ঠার পর

টিকটকের শো জি চিউ, স্ন্যাপের ইভান স্পিগেল এবং ডিসকর্ডের জেসন সিট্রন।

সিনেটরদের প্রশ্ন উত্তরকালে শীর্ষ এই পাঁচ নির্বাহীর পেছনে বসেছিলেন ভুক্তভোগীরা। তাদের অভিযোগ বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো অনলাইনে যৌন হয়রানি থেকে শিশুদের রক্ষায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখছেনা। ফলে শিশুরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

মার্কিন সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, অনলাইনে শিশু যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির অভিযোগ তদন্তের জন্য এ শুনানি ডাকা হয়েছে।

দুর্নীতির দায়ে পাকিস্তানে

১২ পৃষ্ঠার পর

বিক্রি করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। গত মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) ইমরান খানকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস করার জন্য ১০ বছরের সাজা দেওয়া হয়েছিল। এবার আজ বুধবার (৩১ জানুয়ারি) দুর্নীতির মামলায় আরো ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো। ইমরান খান তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন।

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের মাত্র সপ্তাহখানেক আগে নতুন সাজা পেলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের নেতা।

গত আগস্টে গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই ইমরান খান কারাবন্দি রয়েছেন। বুধবার রায়ের পর আত্মসমর্পণ করেন তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস আগে ২০১৮ সালে ইমরান খান তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

ইমরান খানের দল পিটিআই বলেছে, এই শাস্তির অর্থ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ১০ বছরের জন্য সরকারি পদে থাকার অযোগ্য হবেন। তাঁর দলের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাদের বিচার ব্যবস্থারে ইতিহাসে আরেকটি দুঃখজনক দিন।' সূত্র: বিবিসি

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এইচ-১বি

৬ পৃষ্ঠার পর

বাছাই করবে। নিবন্ধন করার জন্য, আবেদনকারীদের অবশ্যই বৈধ পাসপোর্ট বা ভ্রমণ ইতিহাসের বিবরণ প্রদান করতে হবে।

আবেদনকারীরা চাকরির জন্য ২০২৫ সালের ১ অক্টোবরের পরে চাকরি শুরুর আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্রের কোনো কাগজপত্র ভুয়া প্রমাণিত হলে তা বাতিল করার ক্ষমতা আছে ইউএসসিআইএসের। আবেদনের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ফি জমা দেওয়ার সময় নির্ধারিত হবে।

ভিসা আবেদনের প্রাথমিক নিবন্ধন সময়কাল চলতি বছরের ৬ মার্চ শুরু হয়র ২২ মার্চ পর্যন্ত চলবে। ফি কোন একাউন্টে জমা দিতে হবে তা ইউএসসিআইএস ২৮ ফেব্রুয়ারি জানিয়ে দেবে। খবর এনডিটিভি।

ভারতের বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের

১২ পৃষ্ঠার পর

এই পূজা অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় বিশ্বনাথ মন্দিরের পুরোহিতের উপস্থিতিতে। এই পূজা নির্বিঘ্ন করার জন্য আদালত মসজিদের সামনে থেকে ব্যারিকেড হটানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী সাত দিনের মধ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এর আগে, স্থানীয় চার হিন্দু নারীর তরফ থেকে এই আবেদন করেন বিষ্ণু শংকর জৈন। তিনি আদালতের কাছে দাবি করেন, ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের জরিপে জ্ঞানবাপী মসজিদের নিচের বেসমেন্টে থাকা প্রস্তরের মধ্যে হিন্দু দেবতার মূর্তি থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিষ্ণু শংকর জৈন আরও দাবি করেন, আগে এখানে থাকা একটি মন্দিরের পুরোনো কাঠামোর কিছু অংশ একটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা ৩৪টি শিলালিপিসহ বেশ কয়েকটি স্তম্ভ মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এর আগে, এলাহাবাদ হাইকোর্টে জ্ঞানবাপী মসজিদ কমিটি সেখানে পূজা করার অনুমতি চাওয়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিল। কিন্তু গত মাসে এক রায়ে এলাহাবাদ হাইকোর্ট মসজিদ কমিটির সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

উল্লেখ্য, জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরের আশপাশে 'দেবদেবীর মূর্তি' আছে দাবি করে উপাসনার অনুমতি চেয়ে ২০২১ সালে আদালতে আবেদন করেন পাঁচ নারী। এর পরিপ্রেক্ষিতে বারাণসীর আদালত জ্ঞানবাপী মসজিদের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ করার নির্দেশ দেন। আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ চালায়। পরে নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো হলে সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেন।

'নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে'র পর

১৪ পৃষ্ঠার পর

পরিচালনার ধারায় ফিরে আসার কোনো বিকল্প কি রয়েছে? যা হয়নি, তা নিয়ে আক্ষেপ অবশ্য কাজের কথা নয়। যা হয়েছে, সেটা ধরেই এগোতে হবে। প্রত্যাশিত কিছু অর্জন করতে হলে এখানেই আনতে হবে পরিবর্তন। যাদের নিয়ে সংসদ গঠিত হয়েছে, তাদের ভেতর থেকে ভিন্নধারার কিছু আসবে বলে মনে হয় না। সংসদের বাইরে যারা আছেন, তাদেরকেই পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নিতে হবে।

হাসান মামুন: সাংবাদিক, বিশ্লেষক। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

ড্রামা সার্কল
নিউইয়র্ক
বর্ষবরণ ১৪৩১
১৪ এপ্রিল ২০২৪ (পহেলা বৈশাখ)
রবিবার, সন্ধ্যা ৬টা
গুলশান ট্যারেস
59-145, 37th Avenue, Woodside, NY 11377
পান্তা ইলিশ ভোজ এবং নানান আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য
বৈশাখী অনুষ্ঠানে রং বেরঙের বৈশাখী সাজে সকলের আমন্ত্রন

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
• TAX (Federal & State)
• IMMIGRATION
• CORPORATION
• BUSINESS SERVICES
• CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমাতে

১১ পৃষ্ঠার পর

তবে সর্বশেষ গত ডিসেম্বর মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৯ দশমিক ৪১ শতাংশ হয়েছে। ডিসেম্বর শেষে গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৪৮ শতাংশ। অর্থবছর শেষে (জুন, ২০২৪) গড় মূল্যস্ফীতি সাড়ে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনিবাসন আরও বলেন, অনেক দেশের মতো বাংলাদেশকেও কভিড মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এ কারণে আইএমএফের তহবিলের প্রয়োজন হয়েছে। বাংলাদেশে আইএমএফের বর্তমান কর্মসূচির অনেক স্তম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। আরেকটি স্তম্ভ হলো, দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা মানুষকে রক্ষা করে টেকসই আর্থিক পরিস্থিতি রাখা। এ ছাড়া সুশাসনকেন্দ্রিক সংস্কারের কথা রয়েছে। সংস্কারের ক্ষেত্রেও দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে হবে।

বাংলাদেশ আইএমএফের কর্মসূচি অনুযায়ী ঠিকমতো চলছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে সংস্থার এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক বলেন, দুই মাস আগে তারা একটি পর্যালোচনা করেছেন, যা সন্তোষজনক। বিদেশের সঙ্গে লেনদেনের দিক থেকে কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। চলতি হিসাবে পরিস্থিতি ভালো হয়েছে, কিন্তু আর্থিক হিসাব এর বিপরীত। আর্থিক হিসাব দুর্বল থাকার কারণ হলো, দেশের ভেতরে বৈদেশিক মুদ্রা কম আসছে। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে যে অনিশ্চয়তা ছিল, তা এখন নেই। ফলে আর্থিক হিসাব পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসে (জুলাই-নভেম্বর) বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের চলতি হিসাবে প্রায় ৬০ কোটি ডলারের উদ্বৃত্ত রয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ হিসাবে প্রায় ৫৬৭ কোটি ডলারের ঘাটতি ছিল। এর বিপরীতে আর্থিক হিসাবে পাঁচ মাসে ঘাটতি হয়েছে প্রায় ৫৪০ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে আর্থিক হিসাবে ১২৬ কোটি ডলারের উদ্বৃত্ত ছিল। বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি ঋণ কমে যাওয়ায় এবং একই সঙ্গে বেসরকারি খাতে আগে নেওয়া বিদেশি ঋণ পরিশোধের বিপরীতে নতুন ঋণ কম থাকা এ ঘাটতির কারণ। আর্থিক হিসাবে বড় ঘাটতির কারণে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত দিয়েও বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ইতিবাচক হচ্ছে না। সামগ্রিক ভারসাম্যে প্রায় ৪৯০ কোটি ডলারের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এর মানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আসার তুলনায় বাইরে বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে। এ অবস্থা দীর্ঘদিনের, যার প্রভাবে ডলারের বিপরীতে টাকার দর ধারাবাহিকভাবে কমছে। আমদানিকারকদের এখন গড়ে অন্তত ১২০ টাকা দরে ডলার কিনতে হচ্ছে। টাকার পতন মূল্যস্ফীতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। আবার টাকার দর কৃত্রিমভাবে ধরে রাখলে রপ্তানি ও রেমিট্যান্স নিরুৎসাহিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এ রকম পরিস্থিতিতে মাঝামাঝি একটা অবস্থার মধ্যে তার নীতি পরিচালিত করছে।

ডলার সংকটের পাশাপাশি টাকার বাজারেও সংকট দেখা দিয়েছে। এর বড় কারণ, ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডলার বিক্রির কারণে বড় অঙ্কের টাকা বাজার থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ঢুকছে। আবার কভিড ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ঋণ পরিশোধে শিথিলতার সুযোগ এবং সুশাসনের ঘাটতিতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ অনাদায়ী থাকছে। এ অবস্থায় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওনা ভর্তুকি পরিশোধে সরকার সমস্যায় পড়েছে। এ অবস্থায় সরকার সম্প্রতি টাকা পরিশোধ না করে এর পরিবর্তে বন্ড দিচ্ছে। সরকারের এই নীতিকে আইএমএফ সমর্থন করে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন বলেন, বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব ব্যয়েও সংকোচনমূলক নীতি নিয়েছে। রাজস্ব বাড়ানোর পদক্ষেপের পাশাপাশি লক্ষ্য-নির্দিষ্ট ব্যয় করছে। প্রশ্ন হলো, সরকার কতটুকু আর্থিক সংকোচন নীতি গ্রহণ করবে, তা পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। বন্ড ইস্যুর সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাংলাদেশের নীতি আইএমএফের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল পরে পর্যালোচনা করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।সুত্র সমকাল

নির্বাচনী সহিংসতায় ‘সংখ্যালঘু নির্যাতনের

৯ পৃষ্ঠার পর

সংখ্যালঘুরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় আছে। ভোট দিতে গেলেও বিপদ, ভোট না দিলেও বিপদে পড়তে হয়। নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুদের মধ্যে শঙ্কা কাজ করে, তাদের ভয়ার্ত অবস্থায় থাকতে হয়। এটি প্রকৃতপক্ষে নির্যাতনের চেয়েও ভয়াবহ।

বৈঠকে জানানো হয় গত ৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনের আগে-পরে মোট ১০ দিনে (৪-১৩ জানুয়ারি) সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হামলার অন্তত ১৩টি ঘটনা ঘটেছে। এর সবই নির্বাচনকেন্দ্রিক। এসব ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১ জন নিহত ও ৩৭ জন আহত হয়েছেন।

অন্যদিকে বেসরকারি সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে গণমাধ্যমে পাঠানো এক প্রতিবেদনে বলেছে, দেশের ১২ জেলায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বাচনকেন্দ্রিক হামলা-নির্যাতন, ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর এবং হুমকির ঘটনা ঘটেছে। এসব হামলা-নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বেশির ভাগ ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে এইচআরএসএস।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর নির্বাচনকেন্দ্রিক নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে গতকালের গোলটেবিল বৈঠকে মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল বলেন, ‘সরকার বলতে পারে, এগুলো ঘটেনি, বানোয়াট, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। সরকারের লোকজন নিজেদের দায়বদ্ধতা স্বীকারই করেন না। তাঁরা যেভাবে কথা বলেন, তাতে গা শিউরে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি হিসেবে তাঁরা দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিক।’

বৈঠকের শুরুতে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ইন বাংলাদেশের (এএলআরডি) নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। ধারণাপত্রে বলা হয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ভেবেছিল, এবার নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণ তেমন প্রকট হবে না। কিন্তু নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালানো হয়েছে, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দাবিদার দল আওয়ামী লীগের একাংশের হাতে অথবা আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর নামে এসব হামলা হয়েছে। যার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেও ঘটে, বিএনপি ক্ষমতায় এলেও তা চলবে বলে মন্তব্য করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই খান পান্না। তাঁর মতে, লুটেরাদের সপক্ষে সুশাসন চলছে। সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হলে তরুণদের বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

তবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যেসব বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, তা মোটেও সঠিক নয় বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। গতকাল রাতে তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, সংখ্যালঘু হিসেবে দেশের কোথাও কারও প্রতি কোনো হামলা বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি।

‘ভোটের জন্য আপস’

বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ আর বর্তমান আওয়ামী লীগ এক নয় বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ। তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে বিএনপির জনসভায় যেভাবে আক্রমণ হলো, জামায়াতের সভায় সেভাবে হয়নি। তার মানে ভোটের জন্য কোনো না কোনো আপস করেছে। হেফাজতে ইসলামের জন্যও ব্যাপারটা তা-ই।

ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনিদের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

তারা আমন্ত্রিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আরব, ফিলিস্তিনি এবং মুসলিম কমিউনিটির সদস্যদের পাশাপাশি যুদ্ধবিরোধী কর্মীরাও গাজা সংঘাতে ওয়াশিংটনের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, চলমান এ সংঘাতে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর বর্বর হামলায় অঞ্চলটিতে এখন পর্যন্ত ২৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এই সংখ্যা গাজার মোট জনসংখ্যার এক শতাংশেরও বেশি। যুদ্ধ শুরুর আগে সেখানে ২৩ লাখ মানুষের বসবাস ছিল।

৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার প্রতিক্রিয়ায় ওই দিনই গাজায় নির্বিচারে পালটা হামলা শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। হামাসের ওই হামলায় ইসরাইলের এক হাজার ২০০ সেনা নিহত হন। এ সময় প্রায় ৩৪০ জনের বেশি জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায় প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

ব্লিঙ্কেন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ইঙ্গিত করে বৃহস্পতিবারের ওই বিবৃতিতে বলা হয়, তারা প্রতিদিনই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন তাদের কাছে কাদের জীবনের মূল্য অনেক বেশি আর কারা তুচ্ছ। আমরা নামমাত্র কোনো আলোচনায় অংশ নেব না যেটি কোনো ফল বয়ে আনবে না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আমরা মনে করি, ইসরাইলি এ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওয়াশিংটন জড়িত আছে।

গাজার মানবিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেখানে অসহায় নাগরিকরা অনাহারে ভুগছেন। জাতিসংঘ সেখানে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও এর বিরোধিতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির দাবি, যুদ্ধবিরতি দেওয়া হলে হামাস আবারো পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ব্লিঙ্কেন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনি কমিউনিটির কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে ঠিক কতজনের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করেছেন তা খোলাসা করেননি তিনি। গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে দেশজুড়ে প্রতিবাদ করছেন বিক্ষোভকারীরা। সম্প্রতি তারা দেশটির বিমানবন্দরের কাছে, নিউইয়র্ক সিটির সেতুতে, লস এঞ্জেলসে, হোয়াইট হাউসের বাইরে এবং ওয়াশিংটনেও বিক্ষোভ-মিছিল করেছে। এমনকি আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বাইডেনের দেওয়া ভাষণ ও ক্যাম্পেইন ইভেন্টেও প্রতিবাদ করেছেন তারা। এর মধ্যে সর্বশেষ বৃহস্পতিবার মিশিগানে প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে।-রয়টার্স

বাংলাদেশের যে প্রকল্প চীনের

১১ পৃষ্ঠার পর

এটি চীনের কোন প্রকল্প নয়। চীন শুধু এখানে অর্থায়ন করতে রাজী হয়েছে। কারণ অন্যরা সে অর্থ দিতে পারছেনা।চ

তিস্তা নদীর পানি বন্টণ নিয়ে ভারত যেহেতু বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করতে পারছেনা, সেজন্য এর বিকল্প একটি সমাধান খুঁজছে বাংলাদেশ। এজন্য তিস্তা প্রকল্প সামনে এনেছিল বাংলাদেশ, এ প্র্রকল্প চীনের ভাবনা থেকে আসেনি। এটা বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের চিন্তা থেকে এসেছিল - বলে উল্লেখ করেন অধ্যাপক আহমেদ। বাংলাদেশের অংশ তিস্তা নদীর অববাহিকায় উত্তরাঞ্চলের প্রায় দুই কোটি মানুষের কৃষি ও মৎস্যসহ নানা ধরণের কর্মকাণ্ড জড়িত।

তিস্তা প্রকল্পের সাথে চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সম্পর্কের বিষয়টি পরিষ্কার নয় অধ্যাপক আহমেদের কাছে। তিনি বলেন, “কলকাতার সাথে সংযোগের বিষয়টি পদ্মা সেতুর মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তিস্তা প্রকল্পের মাধ্যমে সংযোগ কীভাবে হবে,চ এমন প্রশ্ন তুলছেন অধ্যাপক আহমেদ। তিনি মনে করেন, যারা প্রবলভাবে ভারত কিংবা চীন বিরোধী তারা এসব কথা বলছে।

ভারতের আপত্তি কেন?

তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চীনের আগ্রহকে ভারত বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। ভারত মনে করে, চীন তাদের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে ভারতকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে চায়। ভারতের গবেষণা সংস্থা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অনুসূয়া বসু রায়চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, তিস্তা প্রকল্পের যে ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে সেটি অস্বীকার করা যাবেনা। তিনি বলেন, ভূ-কৌশলগতভাবে গুরুত্ব বহন করে এমন সব প্রকল্প নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চীনওঅতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে। চীন চায় তাদের উপস্থিতি জোরালো করতে। তাছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জন্য তিস্তা নদীর পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিস্তা প্রকল্পের আওতায় আছে নদী খনন করে গভীরতা বাড়ানো, সারা বছর নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করা, নদীর দুই তীরে স্যাটেলাইট শহর নির্মাণ। এ প্রকল্প নিয়ে ভারতের আপত্তির বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা। প্রথমত: ভারত যদি এই প্রকল্পকে স্বাগত জানায়, তাহলে এখানে জড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের বাধ্যবাধকতা তৈরি হতে পারে এবং সেক্ষত্রে তাদের বিনিয়োগের প্রশ্ন উঠতে পারে।

“এরকম একটা প্রকল্প ঝুলিয়ে রাখা ভালো। সেক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশের উপর চাপ বজায় রাখতে পারে,চ বলছিলেন অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ।

তিনি মনে করেন, তিস্তা ইস্যু সমাধান হয়ে গেলে বাংলাদেশের উপর ভারতের যে প্রভাব, সেটা আর থাকবে না। অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তখন আর ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকবেনা। তিস্তা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে নদীর দুই পাশে শহর গড়ে উঠবে, নদী শাসন হবে এবং নদীর নাব্যতা থাকবে। ফলে পুরো এলাকায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে এবং দুই কোটি মানুষের জীবনও বদলে যাবে।

নির্বাচনে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ মামলার বিচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার ফেডারেল বিচারক তানিয়া চুটকান এই আদেশ দেন।

এমন সময় এই ঘটনা ঘটল, যখন ট্রাম্পের করা আপিল নিয়ে আদালতে শুনানি চলছিল। এই মামলার বিচারকাজ আগামী ৪ মার্চ শুরু হওয়ার কথা ছিল।

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। অভিযোগ ওঠে, তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওই নির্বাচনে ফলাফল বদলে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চারটিড়্রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, দাপ্তরিক কাজে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্র, দাপ্তরিক কাজে বাধাদান ও নাগরিক অধিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। গত বছর তাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ আনা হয়েছিল।ট্রাম্প চলতি বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর দল রিপাবলিকান থেকে আবার প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দৌড়ে এগিয়ে আছেন।

তবে ট্রাম্পের আইনজীবীদের যুক্তি, তাঁদের মক্কেলকে এই ধরনের ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি করা উচিত হবে না। কারণ, ঘটনার সময় তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ছিলেন। প্রেসিডেন্ট পদে থাকা অবস্থায় ব্যক্তি এ ধরনের দায় থেকে মুক্তি পাবেন কি নাড়্বর্তমানে তা যাচাই করে দেখছেন দেশটির ফেডারেল আপিলের তিন সদস্যের একটি প্যানেল। আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে এ বিষয়ে রুল আসতে পারে।

তবে ধারণা করা হচ্ছে, আপিল প্রক্রিয়া চলার কারণে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা নির্বাচনে হস্তক্ষেপ মামলার কার্যক্রম আবার শুরু হতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। এ ছাড়া ধারণা করা হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার সমাপ্তি ঘটে যাবে। কারণ, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ৬-৩ ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকানরা।

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন, এ ধরনের ঘটনা থেকে ট্রাম্প দায়মুক্তি পেলে, তা ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে থাকা ব্যক্তির ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, তিনি অন্যায় কিছু করেননি। তিনি বিচার বিভাগ ও বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়নের অভিযোগ করে আসছেন।

এই চারটির বাইরে ট্রাম্প আরও তিনটি ফৌজদারি মামলার বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। এর একটি হলো ’২০এর নির্বাচনে জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়াসংক্রান্ত। দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়ার সময় দাপ্তরিক কিছু গোপনীয় নথি সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে গেছেন। তৃতীয় অভিযোগ, তিনি পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলের মুখ বন্ধ রাখতে ২০১৬ সালের নির্বাচনের সময় ঘুষ দিয়েছিলেন। এই মামলার বিচারকাজ আগামী ২৫ মার্চ নিউইয়র্কে শুরু হবে বলে দিন ঠিক করা আছে। নির্বাচনে হস্তক্ষেপ মামলার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে ক্ষেত্রে স্টর্মির মামলাই হবে ট্রাম্পের ক্ষেত্রে প্রথম ফৌজদারি বিচারকাজ।-বিবিসি

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি কলেজছাত্রী নিহত

৫৬ পৃষ্ঠার পর

নিহত দেবপ্রীতা দে সিলেটের প্রখ্যাত ওষুধ ব্যবসায়ী ও সেন্ট্রাল ফার্মেসির পরিচিত মুখ দেবাশীষ দে বাসু ও ভার্শতি দে দম্পতির কনিষ্ঠ কন্যা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, লং আইল্যান্ড সাউদার্ন স্টেট পার্ক মহাসড়কের ৩৫ নম্বর বাহির পথে ইনফেনিটি গাড়ির আরোহী ছিলেন দেবপ্রীতা দে। গাড়ির চালক ছিলেন তার বন্ধু জীবন লেইকেন (১৯)।

বাহির পথে অন্য একটি জিপ গাড়ির সঙ্গে ইনফিনিটি গাড়ির ধাক্কা লাগলে গাড়িটি সড়ক থেকে ছিটকে গাছে ধাক্কা দেয়। ভোর পৌনে ৬টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইনফিনিটি গাড়ির ভেতর থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে।

অপর গাড়ির চালককে আহত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। নিউইয়র্ক পুলিশের একাধিক বিভাগ এই নিয়ে তদন্ত করছে।

ম্যানহাটন কমিউনিটি কলেজের শিক্ষার্থী দেবপ্রীতা দে পরিবারের সঙ্গে কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকার পাশ্ববর্তী করোনা এলাকায় বসবাস করতেন। দুর্ঘটনার সময় তার বাবা-মা দেশে অবস্থান করছিলেন। দেশে থাকা দেবপ্রীতা দের বাবা মাকে দুর্ঘটনার সংবাদ জানানো হয়েছে। রোববার (২৮ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে পুলিশ পরিবারের খোঁজ করে দেবপ্রীতার বোনকে মৃত্যুর সংবাদ জানায়।

পুলিশ ও হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকতা শেষে নিউইয়র্ক সময় গত মঙ্গলবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে এমিরেটসের ফ্লাইটে মরদেহ দেশে পাঠানো হয়। দেবপ্রীতা দের কাকা সুব্রত দে গৌতম জানান, তিনি নিউইয়র্ক ও কানাডা থেকে পরিবারের সদস্যরাসহ মরদেহ নিয়ে দেশে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঢাকায় পৌঁছানোর পর সেদিনই সিলেটে নেওয়া হয়।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সিলেট শহরের চালিবন্দরে দেবপ্রীতা দের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

এদিকে নিউইয়র্কে দুর্ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কম্যুনিটির বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত পরিবারটির খোঁজখবর নিতে লোকজনকে ভিড় করতে দেখা গেছে। সমাজ সংগঠক ও জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চৌধুরী দেবপ্রীতা দের মরদেহ দেশে পৌঁছা পর্যন্ত সব আনুষ্ঠানিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানের উড়োজাহাজ ক্রয়: শেষ হাসি কে হাসবে-এয়ারবাস না বোয়িং

৫ পৃষ্ঠার পর

তৈরি। বিমানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রতিশ্রুতিও বহু পুরোনো। তবে লাভের মুখ এখনো দেখেনি বিমান।

১. এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত করার পরও মার্কিন কোম্পানি বোয়িংয়ের কাছ থেকে উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব বিবেচনা করছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

২. বিমানের বহরে বোয়িংয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই বহরে একই ধরনের উড়োজাহাজের অন্তর্ভুক্তি যে ব্যয়সাশ্রয়ী হবে, তা বোঝানোর চেষ্টায় আছে বোয়িং। সে সঙ্গে বিপুল ছাড়ে কার্গোবাহী ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছে।

৩. এয়ারবাসও উড়োজাহাজ পরিচালনায় সক্ষম জনবল তৈরিতে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটির (বিএসএমআরএএইউ) সঙ্গে এরই মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে।

গত এক যুগে আকাশপথে পরিবহনের চাহিদা ব্যাপক বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৩ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে আকাশপথে বছরে চলাচলকারী যাত্রীসংখ্যা ছিল ২০ লাখের নিচে। কিন্তু ২০১০ সালের পর মাত্র এক দশকে সেই সংখ্যা একলাফে ৬০ লাখে উন্নীত হয়েছে।

সামনের দিনগুলোতে এই সংখ্যা বেড়ে ৮০ লাখে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার জন্য বাড়তি রুট ও ফ্লাইট দরকার হবে। বর্ধিত চাহিদা পূরণে ফ্লাইটসংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন রুট চালু করতে চায় বিমান। দেড় দশক পর ইতালিতে ফ্লাইট চালু করতে যাচ্ছে বিমান। এর মধ্যে দেড় যুগ আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটেও আবার ফ্লাইট চালুর প্রচেষ্টা চলছে।

এজন্য বিমান নতুন এয়ারক্রাফট কিনবে। এখন বিমানের বহরে এয়ারবাসের কোনো উড়োজাহাজ নেই। সর্বশেষ ২০১৮ সাল পর্যন্ত ওয়ামোস এয়ারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া এয়ারবাসের এ৩৩০-২০০ উড়োজাহাজ চলত। সেটা ওই বছরের ফেব্রুয়ারিতে ফেরত দেওয়া হয়।

বিমানের বহরে মোট ২১টি উড়োজাহাজের সবই বোয়িংয়ের তৈরি। এর মধ্যে চারটি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, চারটি বোয়িং ৭৮৭-৮, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৮, ছয়টি বোয়িং ৭৮৭ এবং পাঁচটি ড্যাশ ৮-৪০০। এসব উড়োজাহাজ দিয়ে বিমান ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৬টি আন্তর্জাতিক রুটে যাত্রী পরিবহন করে। বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা বাড়াতে নতুন ১০টি উড়োজাহাজ কেনার ঘোষণা দিয়েছে সরকার।

সেই সুযোগ নিয়ে এয়ারবাস বিমানের কাছে উড়োজাহাজ বিক্রির জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সদ্য বিদায়ী বছরে এই আলোচনা বেশ জোরেশোরেই চলছিল। গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরের সময় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে এয়ারবাস কেনার আশ্বাস দেয় সরকার। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রও বোয়িং বিক্রি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এয়ারবাস কেনার চুক্তির আশ্বাস দিলেও বোয়িং কেনার কথাও বিবেচনা করতে পারে বিমান।

বিমান কি বোয়িংয়ের সঙ্গেই থাকবে?

চলতি বছরের শুরুতে এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তি নিশ্চিত হলেও বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তির প্রস্তাবও বিবেচনায় রেখেছে বিমান। উভয় নির্মাতাই জোর উদ্যোগে উড়োজাহাজ বিক্রির অর্ডার পেতে জোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এর মধ্যে মার্কিন কোম্পানি টেবিলে প্রলোভনের নানা প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে।

বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিউল আজিম বলেছেন, উভয়ের (বোয়িং ও এয়ারবাস) প্রস্তাব বিমানের বিবেচনায় আছে। এখনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। উড়োজাহাজ কেনার ক্ষেত্রে লাভজনক হওয়ার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এয়ারক্রাফটের সুবিধাজনক দাম, বাড়তি সহায়তা ও সুবিধা বিবেচনা করবে বিমান। বিমান বলছে, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে নতুন রুট চালুর লক্ষ্য নিয়ে আগামী বছরগুলোতে বিমান নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে আগ্রহী। মহামারির পর ভ্রমণের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ওয়াইড-বডি এয়ারক্রাফট বাড়াতে চায় বিমান। ৫১ বছর বয়সী বিমান বাংলাদেশের বহরে থাকা সব উড়োজাহাজ বোয়িং কোম্পানির। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ওয়াইড-বডি এয়ারক্র্যাফট, কিছু আছে ড্যাশ-৮ টার্বোপ্রোস। গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরে এসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশ দুটি এ৩৫০এফ উড়োজাহাজসহ ১০টি এয়ারবাস এ৩৫০ কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'ইউরোপীয় উড়োজাহাজ কোম্পানির ওপর আস্থা রাখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। এয়ারবাসের ১০টি এ৩৫০ উড়োজাহাজ কেনার প্রতিশ্রুতির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।'

সদ্য সাবেক বেসরকারি বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীও এয়ারবাস কেনার বিষয়ে বেশ জোর দিয়েই বলে আসছিলেন। গত বছরের মাঝামাঝি রয়টার্সকে তিনি বলেন, 'প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ থেকে দুটি এয়ারবাস উড়োজাহাজের ক্রয়াদেশ দেওয়া হতে পারে। কয়েক ধাপে ১০টি উড়োজাহাজ কেনা হবে; কারিগরি কমিটি বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'এসব উড়োজাহাজ নতুন এবং পুরোনো রুটে চলাচল করবে। সব দেশের বহরেই বোয়িং এবং এয়ারবাসের উড়োজাহাজ আছে। কিন্তু আমাদের শুধু বোয়িং আছে, এয়ারবাসের একটি উড়োজাহাজও নেই।'

তবে যুক্তরাষ্ট্রও নতুন করে আরও বোয়িং বিক্রির চেষ্টা করছে। গত বছরের শেষ দিকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট চালুর আশ্বাস দেন। তখন তিনি বোয়িং থেকে উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাব দেন। বিষয়টি নিয়ে তার পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠকের সময় তদ্বিরের কথা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

এদিকে ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে আবার সরাসরি ফ্লাইট চালুর যে চেষ্টা করছে, যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট না হলে তা সম্ভব নয়। সে জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন দপ্তরের অনুমোদন এবং এর আগে দেশটির ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) থেকে ক্যাটাগরি-১ ছাড়পত্র পেতে হবে। বেসামরিক বিমান চলাচলসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সব মানদণ্ড পূরণ না হলে ওই ছাড়পত্র পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বেশ সোচ্চার ছিল। ভোটের কয়েক মাস আগে দেশটি ভিসা নীতি আরোপ করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কথা বলা হয়। তবে এর আওতায় কারও ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি। এই কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সুর বেশ নরম হয়েছে। এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন বিশ্লেষকেরা। কেউ কেউ মনে করছেন, বাইরে সরকারের তীব্র সমালোচনা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গোপনে হয়তো কোনো সমঝোতা হয়েছে। সেটা যা-ই হোক, বেসামরিক বিমান চলাচল খাতকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক উন্নত করার একটা সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে বোয়িংকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে এয়ারবাসের কাছে না-ও ভিড়তে পারে সরকার। তা ছাড়া বোয়িংয়ের আরও কিছু সুবিধা আছে।

বোয়িং বনাম এয়ারবাস: কার কী প্রস্তাব

এখন বিমানের বহরে চারটি ৭৮৭-৮ ও দুটি ৭৮৭-৯ উড়োজাহাজ আছে। এর মধ্যেই আকর্ষণীয় ছাড় দিয়ে বোয়িং আরও একটি ৭৮৭ কার্গোবাহী ড্রিমলাইনার বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর বের হয়েছে। এখন বিমানের কোনো কার্গোবাহী উড়োজাহাজ নেই। অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি বাড়াতে এবং দখল বাড়াতে বিমানের পণ্যবাহী উড়োজাহাজও লাগবে।

এ ছাড়া বোয়িং-নির্ভর বহরের উচ্চ সাশ্রয় সক্ষমতার কথা তুলে ধরে বিমানকে বোঝানোর চেষ্টা করছে মার্কিন কোম্পানিটি। বোয়িং বলছে, এয়ারবাস থেকে নতুন উড়োজাহাজ কিনলে বিমানকে নতুন প্রযুক্তিগত দল, পাইলট ও সিমুলেটরের জন্য বাড়তি খরচ করতে হবে। এর ফলে বিমানের পরিচালন খরচ বাড়বে।

অন্যদিকে বাংলাদেশে জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে এয়ারবাস। এয়ারবাস পরিচালনায় সক্ষম জনবল তৈরিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটির (বিএসএমআরএএইউ) সঙ্গে এরই মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। শিক্ষাক্রম, উপকরণ এবং পাঠ্যক্রম সাজাতে সহায়তা করবে এয়ারবাস। লালমনিরহাটের প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এয়ারবাসের প্রশিক্ষকদের দিয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পাইলট ও প্রকৌশলীদের ক্লাসরুম প্রশিক্ষণের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এয়ার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও বিমানবন্দরের কার্যক্রম পরিচালনায়ও সহায়তার পরিকল্পনা আছে তাদের।

গত বছর মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অ্যাভিয়েশন সামিটে বিমানের সঙ্গে দেনদরবার করেছে এয়ারবাস। এমনকি বিমানকে রাজি করাতে একটি উড়োজাহাজ প্রদর্শনীর জন্য এনে দেখানোও হয়। এর পরে বিমানকে এয়ারবাস কেনায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণসহায়তা দিতে যুক্তরাজ্যের ইউকে এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স স্কিমের সঙ্গে বিশেষ চুক্তিও হয়।

তবে বাংলাদেশে নির্বাচন এবং বোয়িং ও মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে দেনদরবারের মধ্যে এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনা নিয়ে বিমানের নতুন কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে আপাতত যে এয়ারবাস কেনা হচ্ছে না, তা সরকার এরই মধ্যে ফ্রান্সকে জানিয়ে দিয়েছে। এর জন্য অর্থনৈতিক সংকটের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

গত ২৫ জানুয়ারি ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উপযোগী হলেই কেবল ফ্রান্স থেকে এয়ারবাস কেনা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, 'এয়ারবাস কেনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে (ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে)। এটি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের ইকোনমি যখন পারমিট করবে তখন আমরা পারব।'

যখনই হোক না কেন, আকাশপথে যাত্রী পরিবহন বাড়তি চাহিদা বিবেচনায় বিমানকে লাভজনক করতে হলে আরও উড়োজাহাজ কিনতেই হবে। এখন বিমান বোয়িংয়ের সঙ্গেই থাকবে নাকি এয়ারবাসকেও সঙ্গে নেবে। শেষ হাসি হাসবে কেড়এয়ারবাস না বোয়িং, নাকি উভয়েড়তাই দেখার অপেক্ষা।

ধূমপানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষক ব্রনউইন উইলিয়ামস। গত সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক ঘোষণা করা নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের প্রসঙ্গও টানেন ব্রনউইন।

অর্থনীতিবিদ ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা বিশ্লেষক ব্রনউইন মত দিয়েছেন, বছরের পর বছর ধরে ধূমপান সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যেভাবে নেতিবাচক মনোভাব বিকশিত হয়েছে, ঠিক সেই পথেই এগোচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিষয়টি। তিনি বলেন, 'ধূমপান সর্বত্রই ছিল এবং মানুষ নিজের সন্তান এবং অন্যের সন্তানের সামনেই দেদার ধূমপান করতেন।'

উইলিয়ামস জানিয়েছেন, ধূমপানকে একসময় চিকিৎসকেরাও উৎসাহিত করতেন এবং এটিকে একটি সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হতো। ধূমপানকে সমাজ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এর প্রকৃত প্রভাবগুলো মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করে, তখন ওই গ্রহণের বিষয়টি প্রত্যাহার করা হয়।

ব্রনউইক যোগ করেন, গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের মেয়রের ঘোষণার মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সম্পর্কে আমাদের যেসব উপলব্ধি হচ্ছে, তাতে এটির ক্ষেত্রে ধূমপানের মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে পারে।

ব্রনউইন বলেন, 'বিষয়গুলো খুব শিগগির সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য থেকে সম্পূর্ণ ঘৃণ্য বিষয়ে পরিণত হতে পারে।'

গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের মেয়র অ্যাডামস জানিয়েছিলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে তিনি জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কারণ, টিকটক, ইউটিউব ও ফেসবুকের মতো কোম্পানিগুলো মানসিক স্বাস্থ্যের সংকট বাড়িয়ে তুলছে।

অ্যাডামস বলেছিলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে তামাক ও বন্দুকের মতো জনস্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক বিবেচনা করা হবে।

প্রবণতা বিশ্লেষক ব্রনউইনও মনে করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফলেই বিষণ্ণতা ও আত্মহত্যার হার বেড়ে গেছে।

আজ শুক্রবার দ্য ন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুধু নিউইয়র্ক নয়, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দেশটির ৪০ শতাংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী মনে করেন, এটি আসক্তির উদ্রেক করে। আর তাঁদের মধ্যে অন্তত ৯ শতাংশ স্বীকার করেছেন, তাঁরা পুরোপুরি আসক্ত (অ্যাডিকটেড)।

সম্প্রতি মেটা, টিকটক, অ্যাক্স, স্ন্যাপসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সিইওকে শিশুদের ক্ষতি করার অভিযোগে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে তলব করা হয়েছিল। শুনানির সময় ক্ষতিগ্রস্ত বাবা-মায়েদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ।

জাকারবার্গ বলেছিলেন, 'আপনারা যা কিছুর মধ্য দিয়ে গেছেন, এ জন্য আমি দুঃখিত। আপনাদের পরিবার যে ক্ষতির শিকার হয়েছে, এ রকম হওয়া উচিত নয়। এমনটি যেন আর কারও সঙ্গে না হয়, আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।'

গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইসরায়েল, প্রাথমিক সম্মতি হামাসেরও বলেছে কাতার

৫ পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। মাজেদ আল-আনসারি বলেন, 'প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবগুলো সফলভাবে একীভূত করা সম্ভব হয়েছে। প্রস্তাবটি ইসরায়েলি পক্ষ অনুমোদন করেছে এবং আমরা হামাসের পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাবের ব্যাপারে প্রাথমিক ইতিবাচক নিশ্চয়তা পেয়েছি।' ইসরায়েল এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিলেও এবং হামাস প্রাথমিক নিশ্চয়তা দিলেও চুক্তির বিষয়টি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, চুক্তির বিষয়ে এখনো কোনো কিছু চূড়ান্ত করা হয়নি। হামাস ইতিবাচক মনোভাব দেখানোর পর আমরা এখন তাদের চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষা করছি।

মাজেদ আল-আনসারি আরও বলেছেন, 'আমাদের সামনে আরও দীর্ঘ কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'তবে আমরা আশাবাদী। কারণ উভয় পক্ষই এখন সেই প্রেক্ষাপটে সম্মত হয়েছে, যা পরবর্তী যুদ্ধবিরতির দিকে নিয়ে যাবে। আমরা আশাবাদী যে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা এ সম্পর্কে ভালো খবর জানাতে সক্ষম হব।' তবে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১৩ বিষয়টি নিয়ে ইসরায়েল সরকারের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। দেশটির অপর এক সম্প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, ইসরায়েল এখনো হামাসের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পায়নি। ইসরায়েল সরকার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের অপেক্ষা করছে।

এদিকে হামাসের কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁরা এখনো তিন ধাপের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি গভীরভাবে নিরীক্ষা করছেন। গোষ্ঠীটির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে রয়টার্সকে বলেছেন, 'হামাস প্যারিস যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব হাতে পেয়েছে। তবে আমরা কোনো পক্ষের কাছে প্রতিক্রিয়া জানাইনি। আমরা এখনো এটি গভীরভাবে নিরীক্ষা করছি।'

হামাসের পলিটব্যুরোর প্রধান ইসমাইল হানিয়ার গণমাধ্যমবিষয়ক উপদেষ্টা তাহের আল-নোনো বলেছেন, 'আমরা বলছি না যে, শান্তি আলোচনার বর্তমান পর্যায়ে কোনো ফলাফল নেই এবং একই সঙ্গে আমরা এটাও বলছি না যে, আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছেছি।' ফিলিস্তিনের একটি সূত্র লেবাননের আল-মায়েদিন সম্প্রচারমাধ্যমকে জানিয়েছেন, কাতার হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ ও মেনে নেওয়ার কথা বলে মূলত একটি অকালপক্ব কাজ করেছে।

জর্ডানে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলার সপ্তাহ না পেড়োতেই তাণ্ডব দেখাল পেন্টাগন

৫ পৃষ্ঠার পর

সিরিয়ার সীমান্তের কাছে জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হচ্ছে। সামরিক ঘাঁটিতে ওই হামলায় তিন মার্কিন সেনা নিহত হন এবং আহত হন ৪১ জন। ওই হামলার জন্য ইরান-সমর্থিত একটি সশস্ত্র গ্রুপকে দায়ী করে আসছিল ওয়াশিংটন। এর জবাবে সিরিয়া ও ইরাকে অবস্থিত ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় ধারাবাহিকভাবে হামলা চালানোর পরিকল্পনায় অনুমোদন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কবে থেকে হামলা শুরু করা হবে, তা স্পষ্ট করে না জানালেও একাধিক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন, কয়েক দিন ধরে হামলা চালানো হবে।

প্রায় চার মাস ধরে চলমান ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের জেরে মধ্যপ্রাচ্য আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া ইরান-সমর্থিত হুতিদের রুখতে ইয়েমেনে মার্কিন হামলা চলমান রয়েছে। বিশ্লেষকরা শঙ্কা করছে, এর মধ্যে ইরাক ও সিরিয়ায় নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার ঘটনা ওই অঞ্চলকে দীর্ঘ মেয়াদে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে। এমনকি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে যুদ্ধ।

এদিকে নিজেদের ভূখণ্ডে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলা চালানোকে 'আমেরিকান আগ্রাসন' বলেছে সিরিয়া। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম গতকাল জানায়, সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত এলাকায় মরুভূমিতে হামলা চালানো হয়েছে।

ইরাকের সামরিক বাহিনীও কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। এ হামলাকে সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন উল্লেখ করে ইরাকের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র ইয়াহইয়া রসুল বলেছেন, সীমান্ত এলাকায় হামলার ফলে বাগদাদ ও ওয়াশিংটনের মধ্যকার সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিতে পারে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ইরাককে জানিয়েই দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চালানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত শুরুর পর থেকে ইরাক, সিরিয়া ও জর্ডানে ১৬৫ বারের বেশি হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। এ প্রেক্ষিতে বিশ্লেষকদের আশংকা, ইরাক ও সিরিয়ায় নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের হামলার কারণে গত প্রায় চার মাস ধরে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের জেরে আগে থেকেই উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য দীর্ঘ মেয়াদে অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

ইমরান-বুশার বিয়ে অনৈসলামিক, ৭ বছর করে জেল

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এ জন্য তাদের প্রত্যেককে ৭ বছর করে জেল দিয়েছে আদালত। আজ শনিবার আদিয়ালা জেলের ভিতর স্থাপিত সিভিল আদালতের বিচারক কুদ্রাতুল্লাহ এ রায় ঘোষণা করেন। জেল দেয়ার পাশাপাশি তাদের প্রতিজনকে ৫ লাখ রুপি করে জরিমানা করেছে আদালত। রায় ঘোষণার সময় আদালতকক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইমরান ও বুশরাবিবি। এর আগেরদিন এই জেলখানার ভিতরে একদিনে ১৪ ঘন্টা শুনানি হয়েছে। শুক্রবার আদালত শুনানি সম্পন্ন করে রায় রিজার্ভ রাখে। বুশরা বিবির সাবেক স্বামী খাওয়ার মানেকার আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত শনিবার এ রায় ঘোষণা করেন। আবেদনে খাওয়ার মানেকার দাবি করেন ইমরান খানের সঙ্গে বুশরা বিবির বিয়ে অনৈসলামিক ও বেআইনি। এ মামলায় চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন হয়।

৩৪২ ধারার অধীনে বক্তব্য রেকর্ড করা হয় ইমরান ও বুশরা বিবির। বর্তমানে বুশরা বিবি অবস্থান করছেন বানিগালায়। সেটাকে সাবজেল ঘোষণা করা হয়।

Friends Communication

FIRDAUSUL HASAN & PRABAL HALDER PRESENT A FRIENDS COMMUNICATION PRODUCTION

A FILM BY BRATYA BASU

Hubba
হুব্বা

USA DISTRIBUTION BIOSKOPE FILMS LLC

INTERNATIONAL DISTRIBUTION MADHU

USA THEATER LIST - RELEASING NATIONWIDE FEB 2ND, 2024

NEW YORK
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS, QUEENS NEW YORK CITY
REGAL TRANSIT CENTER STADIUM 18, BUFFALO

NEW JERSEY
REGAL COMMERCE CENTER STADIUM 18, NORTH BRUNSWICK
BIG CINEMA MOVIE CITY CINEMAS, EDISON

VIRGINIA
REGAL MANASSAS STADIUM 14, MANASSAS

MARYLAND
CINEMARK EGYPTIAN 24, BALTIMORE

MASSACHUSSETTS
APPLE CINEMAS CAMBRIDGE, BOSTON

CONNECTICUT
APPLE CINEMAS XTREME, HARTFORD

GEORGIA
REGAL HOLLYWOOD STADIUM, ATLANTA / CHAMBLEE
REGAL MEDLOCK CROSSING STADIUM 18, ATLANTA / JOHNS CREEK
AURORA CINEPLEX CINEMAS, ATLANTA / ROSWELL

FLORIDA
MOVIES AT LAKE WORTH THEATRE, WEST PALM BEACH
REGAL SAWGRASS STADIUM 23 SUNRISE, MIAMI FT. LAUDERDALE
CINEMARK ORLANDO + XD, ORLANDO

MICHIGAN
CINEMARK SOUTHLAND CENTER TALOR, DETROIT / TAYLOR
CINEMARK ANN ARBOR 20 IMAX, DETROIT / ANN ARBOR

MINNESOTA
MARCUS OAKDALE CINEMAS, MINNEAPOLIS

PHILADELPHIA, PA
OAKS CENTER CINEMA, OAKS/PHILADELPHIA

ARIZONA
HARKINS ARIZONA MILLS 18, PHOENIX

TEXAS
FUN ASIA RICHARDSON CINEMA, DALLAS / RICHARDSON
CINEMARK CEDAR PARK, AUSTIN
REGAL GATEWAY STADIUM 16, AUSTIN
CINEMARK 19 + XD KATY, HOUSTON / KATY

ILLINOIS
CINELOUNGE AT NILES CHICAGO, CHICAGO / NILES

WISCONSIN
MARCUS SOUTHGATE CINEMAS, MILWAUKEE

INDIANA
GQT WABASH LANDING 9 PURDUE, WEST LAFAYETTE

OHIO
CINEMARK POLARIS 18, COLUMBUS
CINEMARK MILFORD 16, MILFORD / CINCINNATI

CALIFORNIA
LAEMMLE NORTH HOLLYWOOD 7, NORTH HOLLYWOOD
CINEMARK ORANGE STADIUM 25, ORANGE
REGAL ONTARIO PLACE 22, ONTARIO
REGAL ESCONDIDO STADIUM 16, SAN DIEGO / ESCONDIDO
FREMONT CINE LOUNGE, FREMONT
CENTURY 25 UNION LANDING, UNION CITY
CINEMARK FOLSOM 14, SACRAMENTO / FOLSOM
CENTURY FOLSOM 14, FOLSOM
REGAL NATOMAS MARKETPLACE STADIUM, SACRAMENTO
HARKINS CERRITOS 16, CERRITOS

NORTH CAROLINA
CIINEMARK RALEIGH GRAND, RALEIGH
PARAGON THEATRES CARY, CARY

WASHINGTON
CINEMARK LINCOLN SQUARE CINEMAS, SEATTLE BELLEVUE

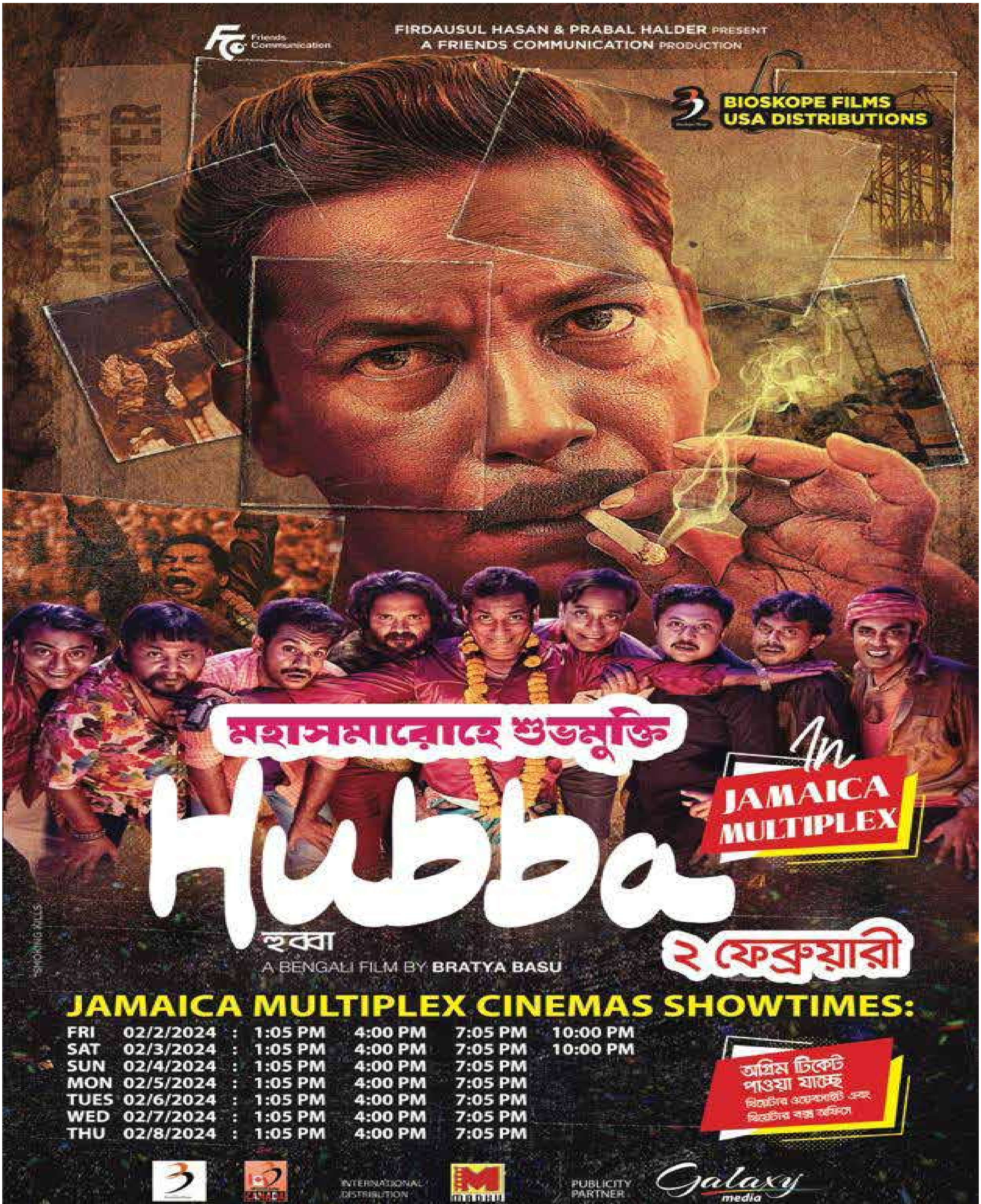
FIRDAUSUL HASAN & PRABAL HALDER PRESENT
A FRIENDS COMMUNICATION PRODUCTION
Friends Communication
BIOSKOPE FILMS
USA DISTRIBUTIONS
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
In
JAMAICA
MULTIPLEX
Hubba
হুব্বা
২ ফেব্রুয়ারী
A BENGALI FILM BY BRATYA BASU
JAMAICA MULTIPLEX CINEMAS SHOWTIMES:
FRI 02/2/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM 10:00 PM
SAT 02/3/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM 10:00 PM
SUN 02/4/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM
MON 02/5/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM
TUES 02/6/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM
WED 02/7/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM
THU 02/8/2024 : 1:05 PM 4:00 PM 7:05 PM
অগ্রিম টিকেট
পাওয়া যাচ্ছে
INTERNATIONAL DISTRIBUTION
PUBLICITY PARTNER
Galaxy media

রপ্তানিমুখী ৪৩ খাতে প্রণোদনা

১১ পৃষ্ঠার পর

নিয়েছে সরকার। সিদ্ধান্ত অনুসারে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে জাহাজিকরণ করা পণ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪৩টি খাতে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তার জন্য নতুন প্রণোদনার হার নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আকস্মিক এ সিদ্ধান্তে আক্ষেপ প্রকাশ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন,“এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনো স্টেকহোল্ডারকে ডাকা হয়নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেছেন তিনি কিছু জানেন না। কেউ এ বিষয়ে জানে না। কেন এই ধরনের সার্কুলার হঠাৎ করে দেয়া হলো? এর সিদ্ধান্তের পেছনে কারা?

এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে - এমন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) বিশ্লেষণ বলছে, নতুন বিজ্ঞপ্তিতে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান ৫টি পণ্যে (টি-শার্ট, সোয়েটার, নিটেড শার্ট, পুরুষদের আন্ডার গার্মেন্ট এবং ওভেন ট্রাউজার ও জ্যাকেট) দেওয়া নগদ সহায়তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অথচ গত অর্থবছর এ খাতের মোট রপ্তানি আয়ের ৫৫.৫২ শতাংশই এসেছিল এই ৫টি পণ্যের উপর ভর করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৈরি পোশাক শিল্পের প্রধান এই পাঁচ পণ্যের রপ্তানি আয় ছিল ২৫.৯৫ বিলিয়ন ডলার।

একইভাবে রপ্তানি প্রণোদনার বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে নতুন বাজার খ্যাত জাপান, ভারত আর অস্ট্রেলিয়াকে। গত অর্থবছরে পোশাক খাতের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮ শতাংশ বা ৩.৭৭ বিলিয়ন ডলার এ তিন দেশ থেকেই এসেছিল। প্রণোদনা কমানোর নামে পোশাক খাতে বিদ্যমান প্রণোদনার প্রায় ৭০ ভাগই তুলে নেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ২৪ আগস্ট দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে প্রণোদনা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত বহাল রাখার ঘোষণা দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সেভাবেই ক্রয়াদেশ নিয়ে উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়া চালু রেখেছেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু মাঝপথে এভাবে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকে শিল্প ধ্বংসের চক্রান্ত হিসেবে দেখছেন তারা।

রপ্তানি প্রণোদনা কমানোর ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের আকস্মিক সিদ্ধান্তে শুধু পোশাক খাতই নয়, চামড়া খাতের উপরও বড় চাপ পড়েছে। চামড়া খাতে বিপর্যয়ের আশঙ্কা করে বিটিএ সভাপতি শাহীন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ থেকে ৭০ শতাংশ ক্রাস্ট লেদার রপ্তানি করা হয়। এখনও আমরা সেভাবে পণ্য বহুমুখীকরণে যেতে পারিনি। এমন পরিস্থিতিতে এভাবে প্রণোদনা বন্ধ করে দিলে তা খাতের জন্য একটি বিপর্যয় বয়ে আনবে।

চাপ পড়েছে রপ্তানি বাজারে সম্ভাবনার আলো ছড়ানো পাট-প্লাস্টিকসহ সব খাতেই। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে রপ্তানিতে দেয়া বিশেষ সুবিধা প্রত্যাহারের বিষয়ে শিল্প মালিকরাও এক মত। তবে তা সহনশীল উপায়ে করার দাবি তাদের। বিটিএমএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী খোকন বলেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের এই বিজ্ঞপ্তি প্রয়োগ হয়। এখনও সময় আছে। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে এ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা হোক। আমাদের সঙ্গে বসে তারপর এমন কিছু ধীরে ধীরে করা হোক। আমি বলছি না, আমাদের সারাজীবন প্রণোদনা দিতে হবে।

বাস্তবতার দিকে তাকিয়ে রপ্তানিকারকদের যতটা সম্ভব ছাড় দেয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদ ড. মাহফুজ কবিরের। তিনি বলেন, রপ্তানিকারকদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা না করেই প্রণোদনা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের সময় না দিয়ে হঠাৎ করেই নেওয়া এ সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতিতে খুব একটা ভালো ফল নিয়ে আসবে না। সরকার হয়তো এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

কফি খেলে যে উপকার

২৩ পৃষ্ঠার পর

করে। এর ফলে যেসব চর্বি কোষের জন্য ক্ষতিকারক সেগুলো দূর করে। তাই শরীরচর্চার আগে কফি পান করলে তা অনেক বেশি উপকার করে। এর কারণেই শরীরচর্চার পরও আপনি নিজেকে দুর্বল অনুভব করবেন না।

অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ : আমাদের সুস্থতার জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ খাবার কতটা জরুরি এ বিষয়ে সবারই কম-বেশি জানা রয়েছে। আপনি যদি নিয়মিত কফি পার করেন তবে মিলবে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। কারণ কফি হলো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এমনকী বিভিন্ন ফল ও সবজির তুলনায় বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট মিলবে কফিতে।

অসুখ থেকে দূরে রাখে : বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত, যারা নিয়মিত কফি পান করেন তারা মারাত্মক সব অসুখ যেমন লিভার ক্যান্সার, স্ট্রোক, ডিপ্রেশন এবং আলঝাইমার থেকে দূরে থাকেন। কফিতে থাকা নানা উপকারী উপাদান এসব রোগের থেকে আপনাকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করবে।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে : প্রতিদিন দুই কাপ পর্যন্ত কফি পান করতে পারেন। এর বেশি পান না করাই ভালো। এই অভ্যাস আপনাকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। তবে পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যায় কফি পান না করাই ভালো

অতি দারিদ্র্যের হার শূন্যে

৯ পৃষ্ঠার পর

শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

সারাদেশে ১০০ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান করেন।

বাংলাদেশের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এখানে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও যোগাযোগ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

সাক্ষাতের শুরুতে বতসোয়ানা, কম্বোডিয়া, গাম্বিয়া, হাঙ্গেরি, জ্যামাইকা, মেসিডোনিয়া, মঙ্গোলিয়া, লুক্সেমবার্গ, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র, স্লোভেনিয়া, পেরু এবং ভেনিজুয়েলার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত এবং হাইকমিশনাররা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টানা চতুর্থ মেয়াদ এবং পঞ্চমবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান।

রাষ্ট্রদূতরা বলেন, তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখে অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

মাঝেমধ্যে পেটব্যথা করে?

২৩ পৃষ্ঠার পর

ওঠে। অনেকের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা পেট থেকে পিঠের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে।

ঙ ঘন ঘন জন্ডিসে আক্রান্ত হলে কিন্তু সেটি মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এই ক্যানসারে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক পর্যায় অনেকেই জন্ডিসে আক্রান্ত হন। তাই সাবধান হন। বার বার ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হওয়া, দীর্ঘ দিনব্যাপী জ্বর, ক্লান্তিবোধও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে। এ ছাড়াও মলের রঙে পরিবর্তন দেখতে পেলে, অস্বাভাবিক হারে ওজন কমে গেলেও সতর্ক হোন।

চীনের সাইবার আক্রমণ ভণ্ডুল

৭ পৃষ্ঠার পর

ম্যালওয়্যার ইন্সটল করাতে সক্ষম হয় চীনের রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট এই গ্রুপটি। তার মাধ্যমে তারা ওইসব অবকাঠামোর হাজার হাজার পুরনো এবং মেয়াদোত্তীর্ণ রাউটারে কানেকশন পেতে সক্ষম হয়। এই ম্যালওয়্যার চীনকে তার কর্মকাণ্ড চালানোর আগে সতর্কতা দেয়া থেকে রক্ষ করে। এর ফলে ওই হ্যাকারগোষ্ঠী মার্কিন জনগণের এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। চীন যদি আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তারা শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক টার্গেটকেই বেছে নেয় না।

হোয়াটসঅ্যাপে নিরাপদ থাকার ৫ কৌশল

১৩ পৃষ্ঠার পর

গোপনের জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংসে প্রবেশ করে প্রাইভেসি অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর লাস্ট সিন অ্যান্ড অনলাইনে ট্যাপ করে হু ক্যান সি মাই পারসোনাল ইনফো অপশন থেকে মাই কন্টাক্টস এক্সেপ্ট নির্বাচন করতে হবে। এবার হু ক্যান সি হোয়েন আইএম অনলাইন অপশন থেকে সেম এজ লাস্ট সিন নির্বাচন করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে।

আঙুলের ছাপ ব্যবহার

মুঠোফোন চুরি হলে বা অন্য কেউ ব্যবহার করলে সহজেই হোয়াটসঅ্যাপে থাকা সব তথ্য জানতে পারে। তবে বায়োমেট্রিকসুবিধা ব্যবহার করলে আঙুলের ছাপ ছাড়া হোয়াটসঅ্যাপে প্রবেশ করা যাবে না। এ সুবিধা চালুর জন্য হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস থেকে প্রাইভেসি অপশনে যেতে হবে। এরপর নিচে স্ক্রল করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক নির্বাচনের পর আনলক উইথ ফিঙ্গারপ্রিন্ট টগল অপশন চালু করতে হবে। এরপর কতক্ষণ পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হোয়াটসঅ্যাপের পর্দা লক হবে, তা নির্বাচন করতে হবে।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ

হোয়াটসঅ্যাপে অনেকেই না জানিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করে থাকে। এতে বিব্রতকর পরিস্থিতির পাশাপাশি নিরাপত্তা শঙ্কাও দেখা দেয়। এ সমস্যা সমাধানে হোয়াটসঅ্যাপে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নম্বর নির্বাচন করে দিলে সেই নম্বরগুলো থেকে কেউ আপনাকে গ্রুপে যুক্ত করতে পারবে না। এ সুবিধা চালুর জন্য হোয়াটসঅ্যাপের সেটিংস থেকে প্রাইভেসি অপশনে ক্লিক করে গ্রুপস নির্বাচন করতে হবে। এরপর মাই কন্টাক্টস একসেপ্ট অপশন নির্বাচন করে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে ক্লিক করতে হবে।সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ

ভিটামিন ডির ঘাটতি

২২ পৃষ্ঠার পর

উৎস। সরাসরি টুনা মাছ পাওয়া সহজ নয়। তাই কেউ চাইলে ক্যানজাত টুনা রাখতে পারেন খাদ্য তালিকায়। এতে থাকা ২৬৯ আইইউ ভিটামিন ডির ঘাটতি হতে দেয় না।

মাশরুম : মাশরুমে থাকা ভিটামিন ডি২ রক্তে ভিটামিন ডির উৎপাদন বাড়ায়। বিশেষ করে চাষ করা মাশরুমে ভিটামিন ডির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। সূত্র: হেলথলাইন

গাজা যুদ্ধ : নেতিবাচক প্রভাব

৭ পৃষ্ঠার পর

পরিচয়ই বা কী, সেসব কিছুই আমরা জানি না!

রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, ইসরাইলি বাহিনী খান ইউনিসের আল-আমল হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। এখন তারা চিকিৎসকদের এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের এলাকা ছাড়তে বলছে।

৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত ইসরাইলি হামলায় গাজায় অন্তত ২৭,০১৯ জন নিহত হয়েছে। আর হামাসের হামলায় ইসরাইলে ১,১৩৯ জন নিহত হয়েছে। সূত্র : ডেইলি সুবাহা, আল জাজিরা, জি নিউজ

জিমেইলের স্টোরেজ বাড়াবেন যেভাবে

১৩ পৃষ্ঠার পর

করলে দ্রুতই সব পুরোনো ইমেইল চিহ্নিত করে ডিলিট সম্ভব। যা স্টোরেজ বাড়াতে সহায়তা করবে।

কীভাবে খুঁজবেন পুরোনো ইমেইল : প্রথম জিমেইল ওপেন করে সার্চবারে গিয়ে ‘ওল্ডার দ্যান’ লিখে সার্চ করতে হবে। সার্চ অপশন আসলে সেখানে ক্লিক করে টাইম ফ্রেম নির্বাচন করার সুযোগ থাকবে। সার্চ বারে ফাইলের আকার নির্বাচন করা যাবে। সহজে বড় অ্যাটাচমেন্ট থাকা ফাইল বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

ইমেইল ট্র্যাশ : ডিলিট করতে চাওয়া ইমেইলের পাশে টিক মার্ক বক্সে থাকবে, সেখানে ক্লিক করতে হবে। স্ক্রিনে ট্র্যাশ আইকন আসবে। এটিতে ক্লিক করে নিতে হবে। বাম দিকে সাইডবারে ট্র্যাশ লেবেল থাকবে। সেখানে ‘এম্পটি ট্র্যাশ নাউ’ অপশনে ট্যাপ করতে হবে। ফলে চিহ্নিত সব ইমেইল স্থায়ীভাবে ডিলিট হয়ে যাবে। এভাবেই বাড়ানো যাবে স্টোরেজ।

ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কন্যা ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) পরিচালক পুনম ক্ষেত্রপাল সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে সংস্থাটির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভায় গত ২৩ জানুয়ারি এই নিয়োগ অনুমোদিত হয়। পরে এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় সংস্থাটি।

এর আগে, গত ১ নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক সম্মেলনে এ পদে নির্বাচিত হন সায়মা ওয়াজেদ। তিনি ৮-২ ভোটে পরিচালক নির্বাচিত হন। সে সময় নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার খবর জানান সায়মা ওয়াজেদ। তিনি বলেন, আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যে অবদানের জন্য আমি বিদায়ী পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। সায়মা ওয়াজেদ ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে স্কুল সাইকোলজির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ওপর গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তার গবেষণাকর্ম ফ্লোরিডার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ওষুধের ক্ষেত্রেও বিশ্ব বাজারে চীনের রমরমা

৫ পৃষ্ঠার পর

চলছে। বিশ্বের সেরা শক্তি হয়ে ওঠাই চীনের লক্ষ্য। অভ্যন্তরীণ ওষুধ শিল্পক্ষেত্রেও চীন সেই লক্ষ্য পূরণ করতে চাইছে। গোটা বিশ্ব চীনে তৈরি ওষুধের উপর আরো নির্ভরশীল হয়ে উঠছে।

গোটা বিশ্ব কি চিকিৎসা পণ্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি চীনের উপর নির্ভর করতে চলেছে? সে ক্ষেত্রে এমন পণ্যের রপ্তানি কি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হবে? সবসময়ে সস্তার পণ্য উৎপাদন করাই চীনের ওষুধ শিল্পের মূলমন্ত্র থেকেছে। এই শিল্পখাতের দ্রুত উত্থানের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বও অনেক সাহায্য করেছে। ওষুধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে উলরিকে হলৎসগ্রাবে বলেন, ‘‘এর প্রেক্ষাপট হলো, আমরা ওষুধের জন্য বেশি ব্যয় করতে চাই না, যদিও সেটাই চিকিৎসার সবচেয়ে সস্তা উপায়। সে কারণে উৎপাদনের ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এমন সব দেশে যাওয়া যেখানে সস্তার শ্রম, কম পরিবেশবিধি এবং জ্বালানির কম মূল্য রয়েছে”

বর্তমানে জার্মানিতে একটি মাত্র ট্যাবলেটের দাম ছয় সেন্ট, যা একটা চুইং গামের সমান।

চীন বর্তমানে ৪০ শতাংশ অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট বা চিকিৎসার ওষুধের অংশ উৎপাদন করছে বলে বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন। আপাতদৃষ্টিতে সেটা মনে না হলেও চীন সেই প্রক্রিয়ায় জড়িত আছে।

প্রতিযোগিতার বাজারে বাকিদের তুলনায় চীনের একটা সুবিধা রয়েছে। সে দেশ ওষুধের বেশিরভাগ কাচামালও উৎপাদন করে। বিশাল আকারে উৎপাদনের কারণে তার মূল্যও অত্যন্ত কম থাকে।

মূল্যের ক্ষেত্রে সেই সুবিধার দৌলতে চীন বিদেশি প্রতিযোগীদের বাজার থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন সেফালোস্পোরিন নামের অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যাচ্ছে। এমনকি অত্যাধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়া সত্ত্বেও জার্মানির কোনো কোম্পানি চীনের সামনে মাথা তোলার সুযোগ পাচ্ছে না। উলরিকে হলৎসগ্রাবে জানান, ‘‘কয়েক বছর আগে পর্যন্তও হ্যোক্সট কোম্পানি সেফালোস্পোরিন উৎপাদন করতো। চীনের স্পষ্ট উত্থানের ফলে সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না। তারা সব সময়ে হ্যোক্সটের তুলনায় কম দাম হেঁকে এসেছে। সে সময়কার হ্যোক্সট কোম্পানির মালিকরা তখন বাধ্য হয়ে বললেন, এটা আর লাভজনক নয়। আমরা উৎপাদন বন্ধ করে দেবো”

এর পরিণাম সম্পর্কে উলরিকে হলৎসগ্রাবে আরো বলেন, ‘‘ভালো করে সেফালোস্পোরিনের দিকে নজর দিলে লক্ষ্য করবেন, সেটির ভিত্তির মৌলিক উপাদান হলো অ্যামিনোসেফালিক পিউরানয়েক অ্যাসিড, যা বড় আকারে শুধু চীনেই উৎপাদিত হয়। তাই যুদ্ধ হলে আমরা তাইওয়ানের পক্ষে অবস্থান নিলে চীন যদি ইউরোপে সেই উপাদান আর সরবরাহ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন আমাদের খালি হাতে বসে থাকতে হবে। সেফালোস্পোরিন আর পাওয়া যাবে না। অথচ অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধ জীবন বাঁচায়”

চীনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সে দেশ নতুন ওষুধের ক্ষেত্রে শীর্ষে থাকতে চায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীন বর্তমানে বিশ্বের প্রতি দশটি প্রাথমিক স্তরের ওষুধের মধ্যে একটির জন্য গবেষণা চালাচ্ছে। ওষুধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে আন্দ্রেয়াস মাইসার বলেন, ‘‘আমার মতে, তারা আরো বেশি উদ্ভাবন-বান্ধব।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতার ধার না ধরে তারা কোনো কিছু বাস্তবায়ন করতে চাইলে সেটা করে ছাড়ে। তাদের আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আমাদের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ঘটে। অন্যদিকে ‘কোর ইন্ডাস্ট্রি’ হিসেবে চিহ্নিত হলে অর্থ, সহায়তা ও তহবিলের অভাব হয় না”

ইউরোপ আবার ওষুধ উৎপাদন ফিরিয়ে আনতে চায়। যেমন ইউরোপে প্যারাসিটামল নামের ব্যথার ওষুধের এক তৃতীয়াংশ চাহিদা মেটাতে ফ্রান্সে এক কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে মোটা অংকের সরকারি ভরতুকির কারণেই সেটা সম্ভব হচ্ছে।

চীনের বদলে ইউরোপে তৈরি একটি মাত্র ট্যাবলেটের দাম জার্মানিতে দশ থেকে বিশ সেন্ট বেশি হতে পারে। তবে চীনের উপর নির্ভরতা আরো কমাতে বিশ্বের কোথাও রোগীরা বাড়তি মাশুল গুনতে প্রস্তুত কি না, তা কারো জানা নেই।

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে (০১ ফেব্রুয়ারী) প্রায় ৯৭ লাখ।

ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার (আইএআরসি) এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন তাদের জীবদ্দশায় ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

এই রোগে আক্রান্ত ৯ জন পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১২ জন নারীর মধ্যে একজন মারা যায়। কিন্তু ১৮৫টি দেশ এবং ৩৬ ধরনের ক্যানসার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আইএআরসি তার দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, ক্যানসারের হুমকি কতটা ভয়াবহ হবে সেটাও অনেকটাই নির্ভর করে রোগীর অবস্থানের ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোতে প্রতি ১২ জন নারীর মধ্যে একজন তাঁদের জীবদ্দশায় স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হন। আর প্রতি ৭১ জনের মধ্যে একজন নারী এই ক্যানসারে মারা যান। মানব উন্নয়ন সূচকে যে দেশগুলোর অবস্থান নিচে, সেখানে প্রতি ২৭ জনের মধ্যে একজন নারী আক্রান্ত হন স্তন ক্যানসারে।

কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, জনসংখ্যার গড় বয়স কম হওয়া এবং অতিরিক্ত ওজনের মতো ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকার কথা। তার পরও এই দেশগুলোতে প্রতি ৪৮ জনের মধ্যে একজন নারী মারা যান এই ক্যানসারে। আইএআরসির ক্যানসার সার্ভেল্যান্স ব্রাঞ্চের উপপ্রধান ইসাবেল সোরজোমাতারম বলেন, এই দেশগুলোর (দরিদ্র দেশ) নারীদের ক্যানসার নির্ণয়ের হার কম। আর হলেও সেটা ধরা পড়ে দেরিতে। মানসম্পন্ন চিকিৎসার অভাবে ক্যানসারে এই দেশগুলোতে মৃত্যুর হার বেশি। জীবনধারার পরিবর্তনের কারণেও বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের পরিমাণ বাড়ছে বলে জানায় আইএআরসি। বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি যে ক্যানসারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, সেই তালিকার ৩ নম্বরে রয়েছে কোলোরেক্টাল ক্যানসার। মৃত্যুর দিক থেকে এই ক্যানসারের অবস্থান দ্বিতীয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়া এবং ধূমপান ও অ্যালকোহল ব্যবহারে বাড়ে এই ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি।

এই তালিকায় সবার ওপরে আছে ফুসফুসের ক্যানসার। এই ক্যানসারে মৃত্যুও হয় সবচেয়ে বেশি।। ২০২২ সালে ২৫ লাখ মানুষ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যা ১৮ লাখ। আইএআরসির মতে, এশিয়ায় তামাকের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের সঙ্গে আক্রান্ত ও মৃত্যুর এই সংখ্যা জড়িত।

সংস্থাটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, করোনা মহামারির সঙ্গে যুক্ত বিধিনিষেধগুলো ক্যানসার নির্ণয় ও নিরাময়কে প্রভাবিত করেছে।

আইএআরসির মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০৫০ সালের মধ্যে ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭ শতাংশ বেড়ে ৩ কোটি ৫০ লাখে যেতে পারে। তবে এর প্রভাব অসমই থেকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দরিদ্র দেশগুলোতে ক্যানসারে আক্রান্তের পরিমাণ বাড়বে ১৪২ শতাংশ। আর মৃত্যুর হার হবে দ্বিগুণ। - রয়টার্স

চাঁদপুরের সাবেক এমপি শামসুল হক ভূঁইয়া আর নেই

৫৬ পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসাধীন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী দুই ছেলে দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি হারুন ভুঁইয়া তাঁর ছোটভাই।

তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁদপুর-৪ ফরিদগঞ্জ আসন ও চাঁদপুর-৩ (চাঁদপুর সদর ও হাইমচর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তিনি ফরিদগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, অ্যাপোলো গ্রুপ অব কোম্পানির চেয়ারম্যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সিনেট সদস্য, গৃদকালিন্দিদিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন।

ড. মো. শামসুল হক ভূঁইয়ার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, নউইয়র্কে রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশ

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

★ Income Tax
★ Sales Tax
★ Corporate Tax
★ Partnership Tax
★ Business Setup
★ Payroll (W2, 1099)
★ All Immigration Services
★ Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

MOHAMMED HOSSAIN, CPA
Certified Public Accountant

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-251-9921, 718-751-5644
Email: Hillsidetax21@gmail.com

ATAAB

AMERICAN TRAVEL AGENT ASSOCIATION of Bangladesh Inc. (ATAAB)

আমেরিকান ট্রাভেল এজেন্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইন্‌ক (আটাব)

আপনার বিশ্বস্ততার প্রতীক আটাব

এয়ার লাইন্সের টিকেটের জন্য ঝামেলা এড়াতে আটাব অনুমোদিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে টিকেট সংগ্রহ করুন।

Rahmania Travel Mohammed K. Rahman Ph: 718-205-3270	Karnafully Travel Mohammad Salim (Haroon) Ph: 718-205-6050	Meghna Travel Mohammad M. Rahman Ph: 718-930-1494	World Tours and Travel Md. Shamsuddin (Bashir) Ph: 347-445-0443	Skyland Travel Masud Morshed Ph: 718-779-0011
Safwan Travel Mohammed Abdul Khaleque Ph: 718-300-7429	Bangladesh Travel Jafor Ferdous Ph: 718-930-0688	Nabila Air Travel Mohammed Azad Kalam Ph: 917-478-6131	Express Air Travel Mohammad K. Zaman (Ranju) Ph: 646-420-6472	Digital Travel Astoria Nazurl Islam Ph: 718-721-2012
Fly Hit Travel Tahmina Begum Ph: 917-753-7500	Universal Travel KM Rezwan Ph: 347-837-5996	Rashid Travels LLC Md. Harunur Rashid Ph: 718-314-3927	Asis Travel & Multi Services Mohammad G. Ripon Ph: 347-835-5383	Jumbo Travel Inc. Ali Ahmed Chowdhury Ph: 917-478-7131
Nazma Travel & Tours Inc. Rokeya Begum (Nazma) Ph: 917-574-0921	Belal Travel SVC Inc. Rupak Barua Ph: 347-365-8934	SS Travel Shamol Talukder Ph: 646-727-7772	Samia Travel Kazi Sohidul Islam Ph: 718-290-0265	Arafa Travel Mohammad M. Islam Ph: 917-446-5188
Global Tours & Travels Mohammd N. Uddin Ph: 718-406-9745	Hi Line Travel & Tours Inc. S.K. Sharma Ph: 917-285-4804	Macca Travel Mohd Taslim Uddin Ph: 347-749-9536	Blue Sky Travel Inc. Salahuddin Sharif Ph: 347-484-5029	Peace Travel & Tours Muhammad Mahbubur Rahman Ph: 347-288-7042
SA Travel Agency LLC. Ali Akbar (Bappi) Ph: 203-918-8005	Easy Way Travel Mohammad Riaz Morshed Ph: 347-507-1209	Tripway Travel Zakeer Hossain Bacchu Ph: 929-250-6780	Anchor Travels ASM Maiyen Uddin (Pintu) Ph: 929-570-6231	JAT Travel Corp. Mashud Rana Topan Ph: 347-345-8057
	Jannat Travels Md. Farhad Uddin Ph: 646-363-5921	Bangla Travel M B Hossain (Belal) Ph: 917-393-4140	Contra Link Express Travel KM Sabbir Hossain Ph: 929-435-8590	

জন্মদিনে কমিউনিটির শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন শাহ নেওয়াজ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ জানুয়ারি সোমবার কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, সফল ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ এর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে জ্যামাইকার আশা হোম কেয়ার মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম ও সহযোগীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রবাসীরা জন্মদিনে জনাব শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন।

জনাব শাহ নেওয়াজ গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ, সাপ্তাহিক আজকাল'র এর সত্ত্বাধিকারী,নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, মূলধারার রাজনীতিক, এছাড়াও তিনি কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি।

অনুষ্ঠানে জনাব শাহ নেওয়াজ সহধর্মিনী ও সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, পুত্র ও কন্যাসহ উপস্থিত সুধীজনদের সাথে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত ও মুগ্ধ শাহ নেওয়াজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি তার প্রয়াত বাবা-মা'র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, নিজ ও সকল বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।

সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আজকালের প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, চ্যানেল আইয়ের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: মঞ্জুরুল হক, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, আশা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আকাশ রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমান,নিউইয়র্ক কমিউনিটি এ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন ও রিজিয়া পারভীন, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মো: আবুল কাশেম,বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী, স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ান, বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারী লায়ন জেএফএম রাসেল প্রমুখ। এছাড়া সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, চন্দন চৌধুরী, কামরুজ্জামান বকুল,সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বদরুদ্দোজা সাগর, আজাজুল ইসলাম নাঈম, এড. কামরুজ্জামান বাবুসহ আরো অনেকেই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।কম্যুনিটি নিউজ ৫ কলামে হেডিং ও সব ছবিসহ পুরো পাতা

জন্মদিনে কমিউনিটির শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন শাহ নেওয়াজ
পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ জানুয়ারি সোমবার কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, সফল ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ এর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষ্যে জ্যামাইকার আশা হোম কেয়ার মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম ও সহযোগীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন

শ্রেণী-পেশার প্রবাসীরা জন্মদিনে জনাব শাহ নেওয়াজকে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত করেন।
জনাব শাহ নেওয়াজ গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার, এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ, সাপ্তাহিক আজকাল'র এর সত্ত্বাধিকারী,নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, মূলধারার রাজনীতিক, এছাড়াও তিনি কুইন্স কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য, ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি।
অনুষ্ঠানে জনাব শাহ নেওয়াজ সহধর্মিনী ও সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ, পুত্র ও কন্যাসহ উপস্থিত সুধীজনদের সাথে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত ও মুগ্ধ শাহ নেওয়াজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই তিনি তার প্রয়াত বাবা-মা'র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বাবা-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, নিজ ও সকল বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন।
সাংবাদিক হাসানুজ্জামান সাকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আজকালের প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, চ্যানেল আইয়ের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: মঞ্জুরুল হক, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, আশা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট আকাশ রহমান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এশা রহমান,নিউইয়র্ক কমিউনিটি এ্যাফেয়ার্স ব্যুরোর সার্জেন্ট আব্দুল লতিফ, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী বেবি নাজনীন ও রিজিয়া পারভীন, শোটাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মো: আবুল কাশেম,বাংলাদেশি আমেরিকান সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী, স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ান, বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারী লায়ন জেএফএম রাসেল প্রমুখ। এছাড়া সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, কণ্ঠশিল্পী শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, চন্দন চৌধুরী, কামরুজ্জামান বকুল,সন্দীপ সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, বদরুদ্দোজা সাগর, আজাজুল ইসলাম নাঈম, এড. কামরুজ্জামান বাবুসহ আরো অনেকেই উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা ও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় "ময়নার চর" নাটকের সফল মঞ্চায়ন

জলি আহমেদ: গত রবিবার ২৮ শে জানুয়ারী জ্যামাইকার মেরী লুইস অডিটরিয়ামে সফল মঞ্চায়ন হলো জ্যামাইকা থিয়েটার এর নাটক "ময়নার চর " । বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক দর্শক নাটকটি উপভোগ করেন। সংগঠনের ১৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নাটক মঞ্চায়ন ছাড়াও অনুষ্ঠান মালায় আরো ছিল মনোজ্ঞসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি ও দশকদের স্বাগত জানান জ্যামাইকা থিয়েটার ইনক্ এর শেখ হায়দার আলী (সভাপতি), প্রধান উপদেষ্টাঃ বাবু চিত্তরঞ্জন সিংহ। ময়নার চরনাটকটির কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্যে আব্দুল হাই দুর্বার ,পরিচালনা করেন কামরুল ইসলাম (জয়) এবং সার্বিক নির্দেশনায় ছিলেন গোবিন্দ দাস। নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় শিল্পীরা হলেন-গোবিন্দ দাস,এ কে এম ইলিয়াস,তাসকিন হক,আনোয়ার হোসেন,প্রদীপ ভট্টাচার্য্য,কামরুল ইসলাম জয়,মোহর খান,আখতার বাবুল,নুর মোহাম্মদ,শেখ হায়দার আলী,ফারুক,সুহদেব,নাজিয়া জাহান।

মনোজ্ঞসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গীত শিল্পীরা হলেন -ডাঃ নার্গিস রহমান,ডাঃ শাহনাজ লিপি,আফরোজা লতা,নিপা জামান,অমিতা সিংহ,তুহিন,তমা চক্রবর্তী ,গোপাল রায় ।নিত্য শিল্পীরা হলেন -সুমনা,লিয়ানা,এলিস হাওলাদার। পুরো আয়োজনটি উপস্থাপনা করেন আহসান হাবিব ও তাকে সহযোগীতা করেন ফারহানা আমান নুপুর।

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার হোসেন চৌধুরীর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

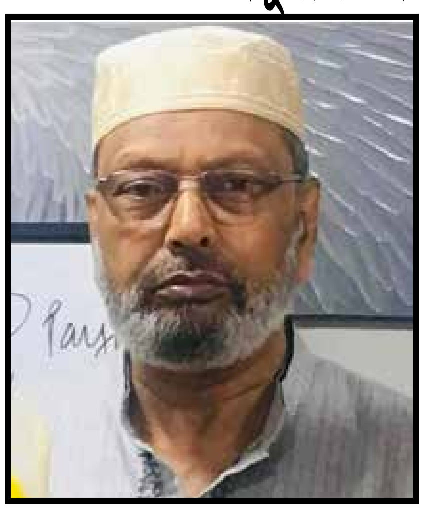

পরিচয় ডেস্ক: গত ১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বাদ জোহর নিউইয়র্কে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদ (২৬১ ইস্ট ২০৬ স্ট্রিট, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭) এ মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার হোসেন চৌধুরীর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মরদেহ শুক্তবার সকালে লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্কে দাফন করা হয়।

নর্থ ব্রঙ্কসে স্মরণকালের বৃহৎ এ জানাজায় বিপুল সংখ্যক লোক অংশ নেন। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত বাংলাদেশী কমিউনিটির রাজনৈতিক. সামাজিক. সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী নের্তৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের প্রবাসীরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার হোসেন চৌধুরীর জানাজায় উপস্থিত হয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। কফিনে মোড়ানো আনসার হোসেন চৌধুরীকে শেষবিদায় জানাতে গিয়ে অনেকের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। নেমে আসে শোকের ছায়া। তিনি দেশে-প্রবাসে নানা সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে এবং দুই ছেলে রেখে গেছেন। মরহুম আনসার হোসেন চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে জামাতা বিশিস্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার হোসেন চৌধুরীর জানাজার নামাজে ইমামতি করেন নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হাফিজ মুসাদ্দেক আহমেদ। দোয়া পরিচালনা করেন ব্রঙ্কসের গাউছিয়া মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মাশহুদ ইকবাল।

জানাজার আগে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বক্তব্য রাখেন মরহুম আনসার হোসেন চৌধুরীর মেয়ে জামাতা

বিশিস্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, তার বড় ছেলে মুস্তাকিম চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সাংসদ এমএম শাহিন, নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদের সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, প্রবীণ কমিউনিটি লিডার আলহাজ ফখরুল ইসলাম প্রমুখ।

মরহুম আনসার হোসেন চৌধুরীর জামাতা বিশিস্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন নামাজে জানাজায় অংশগ্রহন করার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি আগামীকাল শুক্তবার সকাল ১১ টায় লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্কে মরহুম আনসার হোসেন চৌধুরীর মরদেহ দাফন করার কথা জানিয়ে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

উল্লেখ্য, নর্থ ব্রঙ্কসের বাসিন্দা, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের উপদেষ্টা কমিউনিটির পরিচিত মুখ বীর মুক্তিযোদ্ধা আনসার হোসেন চৌধুরী অতিসম্প্রতি বাংলাদেশে যাওয়ার পথে কয়েত এয়ারপোর্টে অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি সে হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াা ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। আলহাজ্ব আনসার হোসেন চৌধুরীর প্রথম জানাযার নামাজা কুয়েতে অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কেরটি ছিল তার ২য় নামাজে জানাজা।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব আনসার হোসেন চৌধুরীর দেশের বাড়ি মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কামালপুর গ্রামে।-ইউএসএ নিউজ

নিউ ইয়র্কে ড্রামা সার্কল এর বাংলা বর্ষবরণের ৩০ বছর পুর্তির উত্‌সব ১৪ এপ্রিল গুলশান ট্যারেসে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে জনপ্রিয় সংগঠন ড্রামা সার্কল এর বর্ষবরণ মানেই নানান আয়োজনে, নানান অনুষ্ঠানে বর্ণিল বৈশাখী উৎসব। পবিত্র রমজানের কারণে তিন বছর বিরতির পর এবছর পহেলা বৈশাখে (১৪ এপ্রিল) ড্রামা সার্কল এর বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছে উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে। নিউইয়র্কে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজনে ড্রামা সার্কল এর একটা ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতি বছরই ড্রামা সার্কল বাংলা নববর্ষ শুরু দিন - পহেলা বৈশাখেই বর্ষবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে নিউ ইয়র্কে।এবছর ড্রামা সার্কল এর এই আয়োজনের ৩০ বছর পূর্ণ হবে। বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বৈশাখের সাজে সকলকে অগ্রিম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ড্রামা সার্কল এর পক্ষ থেকে ।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে শহীদ জিয়ার ৮৮তম জন্মবার্ষিকী পালন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে শহীদ জিয়াউর রহমানের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৪ জানুয়ারী বুধবার ব্রঙ্কসের নিরব রেষ্টুরেন্টে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, বিএনপি দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। যে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালে দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলো। সেখানে আওয়ামী লীগ জনগনের ভোটের অধিকার হরণ করে সারা দেশে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে। এমন অবস্থা দেখার জন্য ৭১ সালে মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেননি। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত দেশে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হবে ততোদিন পর্যন্ত বিএনপি লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। হামলা-মামলা কিংবা হত্যা করে বিএনপিকে রাজপথের আন্দোলন থেকে সরানো যাবে না।

সংগঠনের আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মনসুর আহমদ, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, কেন্দ্রীয় সদস্য খোরশেদ আলম, বিএনপি নেতা এজিএম জাহাঙ্গীর হোসাইন, ইমরান শাহ রন, আব্দুর রহিম, আনোয়ার জাহিদ, শাহ কামাল উদ্দিন, আনোয়ারুল আলম ভূইয়া, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ সোলেমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানের রুহের মাগফেরাত কামনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দোকার মোশাররফ হোসেনের রোগ মুক্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা মইনুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে জসিম ভূইয়া বলেন ৭১ সালে শহীদ জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলে দেশ স্বাধীন হতো না। অথচ আওয়ামী লীগ এখন শহীদ জিয়াকে অস্বীকার করে দেশের স্বাধীণতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায়। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।-ইউএসএ নিউজ

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে (এনওয়াইপিডি) অক্সিলারী পুলিশ ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত সৈয়দ এনায়েত আলী সংবর্ধিত

পরিচয় ডেস্ক: প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টে (এনওয়াইপিডি) অক্সিলারী পুলিশ ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় কম্যুনিটির পরিচিতমুখ সৈয়দ এনায়েত আলীকে কে কম্যুনিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি , বাংলাদেশ ক্রীড়া সংস্থা , গ্রেটার খুলনা সোসাইটি , পদ্মা ইয়েলো সোসাইটি ও জ্যাকসন হাইটস বন্ধু মহল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডা: মাসুদুর রহমান এমডি , পৃষ্ঠপোষক গিয়াস আহমেদ , শাহ নেওয়াজ , আসেফ বারি টুটুল , দুলাল বেহেদু , কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি শামস উদ্দিন , সিনিয়র সহসভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম , গ্রেটার খুলনা সোসাইটির সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন , বন্ধু মহলের লুৎফর রহমান বাবু ও মীর নিজামুল হক । পুলিশ অফিসারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী , লে: শামসুদ্দিন , রাসিক মালিক , হুমায়ূন কবীর। অনুষ্ঠানটি যৌথ ভাবে উপস্থাপনা করেন কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমী ও পদ্মা ইয়েলো সোসাইটির সভাপতি শেখ ফারুকুল ইসলাম। সৈয়দ এনায়েত আলীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন গ্রেটার খুলনা সোসাইটির উপদেষ্টা পারভীন সুলতানা রত্না এবং বিলকিস ফাতিমা লাভলী । বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান, মুনমুন হাসিনা , মীর জাকীর হোসেন , কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা: শাহনাজ লিপি , লায়ন আব্দুর রশীদ , বক্সার সেলিম , আবুল হোসেন , শো টাইম মিউজিক এর আলমগীর খান আলম , সংগীত শিল্পী দম্পতি রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ , জাভেদ ইকবাল , শামিমা জামান প্রমুখ।
শুভেচ্ছা বক্তব্যে কম্যুনিটি সেবায় নিবেদিত, সদা হাস্যমুখ সৈযদ এনায়েত আলীর ভুমিকার ভুয়সী প্রশংসা করে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

‘সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক’র জানুয়ারি মাসের সাহিত্য আসর; স্বরচিত পাঠ, আলোচনা, আবৃত্তি, বইয়ের ওপর আলোকপাত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৬ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে ‘সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক’র নিয়মিত অয়োজন মাসিক সাহিত্য আসর অনুষ্ঠিত হয়। আসরটি পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। এবারের আসরটি সাজানো হয়েছিলড় স্বরচিত পাঠ, আলোচনা, আবৃত্তি, বইয়ের ওপর আলোকপাত এবং অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪ -এ প্রকাশিতব্য বইয়ের পরিচিতি নিয়ে।

শুরুতেই সাহিত্যের ওপর বিশেষ বক্তব্য রাখেন, লেখক ও প্রাবন্ধিক হাসান ফেরদৌস। তিনি বলেন, লেখকের কাজ রিয়ালকে উদ্ধার করা নয়, লেখকের কাজ হচ্ছে রিয়ালিটিকে নির্মাণ করা, পাঠকের সাথে যোগসূত্র স্থাপনের মধ্যদিয়ে তার মনের ভেতর বিশ্বাসবোধটি জাগিয়ে তোলা ।প্রাক রুশ বিপ্লবের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ‘আন্না কারেনিনা’র প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সব সাহিত্যের লক্ষ্য মূলত একটাই। আমরা যখন এই বইটি পড়ি, প্রথমতড় আমাদের চোখের সামনে একটি ভিন্ন, অজানা সভ্যতা উদ্ভাসিত হয়। দ্বিতীয়তড় কতগুলো মানুষকে জানি, যাদের দুঃখবোধ, আনন্দ বেদনা সব আমাদের মতোই। অর্থাৎ মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের মৌলিক বোধগুলো অভিন্ন। তিনি বলেন, কবিতার প্রধান শর্ত হচ্ছে আড়াল থেকে বলতে হবে। কবিতার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই তফাতটা খুব কষ্ট করে জানতে হবে, জানতে হবে শব্দের শক্তি সম্পর্কে। এমনকি শব্দ নিয়ে কসরত করা নয়, সহজিয়া ভাষায় লিখতে হবে। তিনি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ -এর ‘ড্যাফোডিল’ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘তালগাছ’ ও ‘বলাকা’ কাব্যের ভেতর সেটি দেখতে পাই বলে উল্লেখ করেন। এসময় তিনি, কবি আলম সিদ্দিকীর ‘নামকাব্য’ ও ‘নজরদারী’ বই দুটো নিয়ে বিশদ কথা বলেন।

প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, এত এত আলোকিত মানুষের মাঝে এসে, সাহিত্য একাডেমির এই আড্ডায় আমি অত্যন্ত ভালো বোধ করি। ষোড়শ শতাব্দীতে চালু হওয়া ফ্রান্সের লিটারারি স্যালন, যেমনটা কলকাতাতেও ছিলড় কফি হাউজের আড্ডা। তাই তো সেই আড্ডা নিয়ে এমন আক্ষেপ, ‘কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই।’ নিশ্চয়ই সেই আড্ডার মাঝে এমনকিছু ছিল, যা কিনা লিটারারি আড্ডা। তিনি বলেন, আমি মনে করি, সাহিত্য একাডেমির এই আড্ডাটাও ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ।

কবি তমিজ উদ্দিন লোদী বলেন, ধৈর্য অনেক বড়ো বিষয়। যাদের ভেতর এটি থাকে, তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। একজন লেখকের দেখার চোখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাওলো কোয়েল হো তার ‘দ্য এ্যালকেমিস্ট’ বইটি লিখতে গিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। ভ্রমণের মধ্যদিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখেছেন চারপাশ। তিনি উল্লেখ করেন, টি এস এলিয়টের মতো কবিও তার ‘দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড’ রচনার পর সেটি নিয়ে গিয়েছিলেন, কবি এজরা পাউন্ডের কাছে। এজরা পাউন্ড সেটি দেখে কিছু অংশ ফেলে দিতে বলেছিলেন। এলিয়ট তাই করেছিলেন। এই যে শ্রদ্ধাবোধ; একজন লেখকের এটুকু থাকা খুবই জরুরি। কিন্তু আমরা এখন কিছু রচনার পর সেটি নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে পৌঁছে যাই। পরিমিতিবোধ কাজ করে না আমাদের। এটি অত্যন্ত আত্মঘাতী। তিনি প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, আলোচনাকে ইতিবাচক দিক থেকে নিতে পারার সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি ধৈর্য ধারণের মধ্যদিয়ে আমরা যেন ভবিষ্যৎ-সাহিত্য নির্মাণ করি।

সাপ্তাহিক ঠিকানা’র প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান বলেন, নতুন অনেককিছুর সংযোজন দেখে আজকের আসরটি আমার খুব ভালো লেগেছে! শুধু লেখার জন্য লেখা হলে তা কখনোই ভালো লেখায় পরিণত হয় না। সিদ্ধান্ত, মনোযোগ ও অধ্যবসায় থাকাটা খুব জরুরি, এমনকি লিখতে গিয়ে সময়ের সীমারেখা টানলেও চলবে না।

কবি হোসাইন কবীর বলেন, এবারে দেশ থেকে আসার পর দুটো আসরে উপস্থিত থাকতে পেরেছি। দুটো আসরই আমার কাছে অত্যন্ত সম্মৃদ্ধ মনে হয়েছে। বিশেষ করে বইয়ের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, আমি যে শহরে থাকি, সেই চিটাগাঙেও এমন আসর হয় না। সাহিত্য একাডেমি যে কাজটি করছে, তা আমাদের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসু। সবশেষে তিনি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, সাহিত্য একাডেমি বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এগোচ্ছে, এই বিষয়টি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আগামী দিনগুলোতে গল্প, কবিতা, উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হবে এটি খুবই প্রয়োজনীয়। প্রত্যাশারাখি এই প্রক্রিয়াটি চলমান থাকবে।

কবি কাজী আতীক বলেন, লেখালেখি কেন্দ্রিক সমালোচনা আমাদের শত্রু নয় বরং বন্ধু। সমালোচনাকে যদি ইতিবাচকভাবে নিতে পারি, তাহলেই আমাদের উৎকর্ষ সাধিত হবে, আরও বেশি পরিশীলিত হবো আমরা। তিনি নিজের লেখা একটি কবিতা পাঠ করেন।

নীরা কাদরী বলেন, নিজের লেখাটি পড়ার জন্য, নিজেকে তুলে ধরার জন্য সাহিত্য একাডেমি বরাবরই একটি অবারিত প্ল্যাটফর্ম। প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলছে সাহিত্যের বিষয়গুলো নিয়ে আসরটিকে আরও নতুনভাবে সাজাবার। আশারাখি সামনের দিনগুলোতে আরও অনেক দ্বার উন্মোচন হবে।

এছাড়াও কথা বলেন, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, নূরুল আবেদীন, আবু সাঈদ রতন, এইচ বি রীতা প্রমুখ।

এবারের আসরে বিশেষ সংযোজন ছিল, বই আলোচনা। এতে অংশ নিয়ে লেখক আদনান সৈয়দড় ‘এ্যালবাম থেকে কয়েকজন’ এবং ‘রিডিং ললিতা ইন তেহরান’ বই দুটোর ওপর কথা বলেন। তিনি বলেন, নতুন বছরের প্রথম মাসটি আমার জন্য ভালো ছিল না। এমাসেই হারাতে হলো লেখক মীনাক্ষী দত্তকে। ‘এ্যালবাম থেকে কয়েকজন’ মীনাক্ষী দত্তের একটি স্মৃতিচারণমূলক বই। বইটিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. একটি অংশ তার পরিবার নিয়ে।
২. আরেকটি বন্ধুবান্ধব নিয়ে।
৩. অন্যটি বুদ্ধদেব বসু, যমিনি রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ সময় পর্যন্ত।
৪. বাকিটুকু তার কলেজ জীবন নিয়ে।

তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে সব কন্যারাই তাদের পিতাকে ভালোবাসেন। মীনাক্ষী দত্তও এর ব্যতিক্রম নন। বইটিতে তিনি লিখেছেন, ‘ছেলেবেলায় আমার সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্য ছিল, টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুকে থাকা বাবা বুদ্ধদেব বসুর মুখ! লেখার সময় পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বাবা এক অদ্ভুত ধরনের শব্দ করতেন! বাবাকে খালি গায়ে দেখিনি কখনও, দিনেরবেলা কখনও ঘুমাতেও দেখিনি। স্নান সেরে ঢিলে মতো পাজামা পাঞ্জাবি পরতেন, পকেটে থাকতো রুমাল আর পায়ে থাকতো টুকটুকে লাল বিদ্যাসাগরের চটি। বাবা ভালোবাসতেন সুগন্ধ ব্যবহার করতে। যতদূর স্মৃতি যায়, আমি নিজেকে বাবার একনিষ্ঠ পাঠক হিসেবেই দেখতে পাই।’ লেখকের এ বইটি মূলত তার বাবা বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিকে স্মরণ করেই লেখা।

‘রিডিং ললিতা ইন তেহরান’ বইয়ের প্রসঙ্গে বলেন, ললিতা খুব আলোচিত ও সমালোচিত একটি বই। বারো বছরের একটি মেয়ের সাথে মধ্যবয়সী একজন পুরুষের অসম প্রেম, এমন বিষয়গুলো সমাজ কখনোই নিতে পারেনি, সেকারণেই বইটি অধিক সমালোচিত। বইটির লেখক আজার নাফিসি স্কলারশিপ নিয়ে ইরানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যান এবং সেখানে তিনি ‘ললিতা’ বইটি পড়াতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েন। ইরান সরকার বইটি পড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন। শুধু তাই নয়, নানা ঘটনার মধ্যদিয়ে তাকে তার চাকরিটিও হারাতে হয়। তিনি পরবর্তীতে আমেরিকায় চলে আসেন এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে আটজন স্টুডেন্ট নিয়ে ঘরোয়া বৈঠকে সাহিত্যালোচনা শুরু করেন। এরমধ্যে ‘ললিতা’ বইটিও ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, সাহিত্যের কোনো মুখোশ নেই। একে ধর্মদিয়ে আটকানো যায় না। উপন্যাসটি এভাবেই এগিয়েছে।

আসরের একপর্যায়ে লেখক রিমি রুম্মান নিউইয়র্কে বসবাসরত বেশকিছু লেখকের, অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪ সামনে রেখে প্রকাশিতব্য বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরেন।

এবারের আসরে আবৃত্তি করেন, এম এ সাদেক, পারভীন সুলতানা, মুনমুন সাহা ও তাহরিনা প্রীতি।

স্বরচিত পাঠে অংশগ্রহণ করেন, ড. ধনঞ্জয় সাহা, নানজীব ইমাম চৌধুরী, স্বপন বিশ্বাস, মিনহাজ আহমেদ, তাহমিনা খান, জেবুন্নেছা জোৎস্না, নিবরাজ ইমাম চৌধুরী, ইমাম চৌধুরী, ফারহানা হোসেন, মিশুক সেলিম, মৃদুল আহমেদ, সবিতা দাস, সুলতানা ফেরদৌসী, আকবর হায়দার কিরণ, সুমন শামসুদ্দিন, শিমু আফরোজ, রুপা খানম, রোকেয়া দীপা, সোহানা নাজনীন, ফরিদা ইয়াসমীন, লুৎফা শাহানা, মিয়া আসকির, ফারহা হাসান, এস এম মোজাম্মেল, বেনজির শিকদার প্রমুখ। এছাড়াও আসরে সংগীত পরিবেশন করেন, শিল্পী তাহমিনা শহীদ।

আসরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, লেখক ফেরদৌস সাজেদীন, পীরজাদা, আখতার আহমেদ রাশা, মারিস্টেলা শ্যামলী, দিলরুবা আবেদীন, মনিজা রহমান, এবিএম সালেহ উদ্দিন, উদিতা আজাদ, শহীদ উদ্দিন, রাহাত কাজী শিউলি, নাসির শিকদার, আনিসুল কবির জাসির, শহীদুল ইসলাম, মনিজা রহমান, আকলিমা রানা চৌধুরী, ভায়লা সালিনা, সৈয়দ আহমেদ জুয়েদ, মেহফুজ আহমেদ, লিপি ইয়াসমিন, নেহার সিদ্দিকী, সেলিম আফসারী, মোঃ আমিরুল ইসলাম, ইসরাত বোখারী, মুন্নি, উর্বি সাবিনা প্রমুখ।- বেনজির শিকদার

নিউইয়র্কে ইয়েলো সোসাইটির সাধারণ সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয়

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক নিউইয়র্কে ইয়েলো সোসাইটির সাধারণ সভায় সংগঠনকে গতিশীল ও সম্প্রীতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। গত ৩১ জানুয়ারী নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত সাধারণ সভায় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কর্তকর্তাবৃন্দ। সংগঠনের সভাপতি শেখ ইলিয়াস হাবিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমানের পরিচালনায় মঞ্চে অন্যদের মধ্যে ছিলেন, সহ সভাপতি মাসুদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক কেএম মোকতাদের হাসান শামীম, কোষাধ্যক্ষ শাহেদুল হক রওশন, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান তুহিন, ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ এম রহমান, প্রচার সম্পাদক মো: আমিনুর রহমান খোকন, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ হাশেম আলী, কার্যকরী সদস্য মোরশেদ খান শিবলী, আবওয়াবুল চৌধুরী আরবাব, মো: সেলিম ভূইয়া, সুদেব চন্দ্র হালদার।

সভায় সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন, অডিট রির্পোট পেশ, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা, নতুন-পুরাতন সদস্যদের পরিচিত, সদস্য নবায়ন, অর্থের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন, গঠণতন্ত্র সংশোধনসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে তা পাশ হয়।

সকল সদস্য, কার্যকরী কমিটি, সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভাপতি শেখ ইলিয়াস হাবিব বলেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আমরা কাজ করে থাকি। আমাদের প্রিয় সংগঠনকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রয়োজন উদারতা। তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি যেসব সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান । অসুস্থ সদস্যদের আশু রোগমুক্তি কামনা করেন এবং নতুনদেরকে শুভেচ্ছা জানান।

বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মো: সিদ্দিকুর রহমান। সম্পাদকের প্রতিবেদনে তিনি নতুন কমিটির অভিষেক, দায়িত্ব হস্তান্তর, বনভোজন, ইফতার পার্টি, ট্যাক্স ফাইল, আন্ত:কক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্মরনিকা প্রকাশ, মৃতব্যক্তির সহায়তা, অডিট ও নির্বাচন কমিশন গঠন, নিয়মিত বৈঠকসহ বিগত এক বছরের কার্যক্রমের বিবরণ দেন।

তিনি কাজের সহযোগিতার জন্য কার্যকরী কমিটি নেতৃবৃন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সকলের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে বিগত দিনে সংগঠন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছি। আমাদের দায়িত্ব পালনে যতটুকু কাজ হয়েছে এর কৃতিত্ব সংগঠনের সকল সদস্যের। বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সকলে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। যার ফলে আমাদের একটি বলিষ্ঠ টিম ওয়ার্ক ছিল। আমরা একে অন্যের বিপদ-আপদে সংগঠনের প্রয়োজনে যার যা দায়িত্ব ছিল তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী কাজের সুনিদিষ্ট পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের অপ্রতুলতা সব কাজ করা সম্ভব হয়নি। এ জন্য তিনি সদস্যদের নিকট ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করেন এবং সংগঠনের কল্যাণে সব সময় কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বার্ষিক অর্থ প্রতিবেদন পেশ করে কোষাধ্যক্ষ শাহেদুল হক রওশন। নির্বাচনের তফসিল পেশ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: জহিরুল ইসলাম এবং অডিট রিপোর্ট পেশ করেন অডিট কমিটির প্রধান জহির উদ্দিন।

- বিএনিউজ

নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২৪ থেকে ২৭ মে

পরিচয় রিপোর্ট: আগামী ২৪ থেকে ২৭ মে চারদিনব্যাপী৩৩তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আন্তর্জাতিক পরিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, এবারের বইমেলা। বইমেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা ফাউন্ডেশন জানিয়েছে এবারের বইমেলায় বিশ্বের ৩০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। মেলায় ২ হাজারেরও বেশি নতুন বই থাকবে। গত রবিবার (২৮ জানুয়ারি) অপরাহ্নে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের মামা'স মিলনায়তনে এক মতবিনিময় সভায় আয়োজক কমিটি বইমেলা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানান।

এবারের মেলার আহবায়ক হাসান ফেরদৌসের সঞ্চালনায় মতবিনিময় অনুষ্ঠানে মেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানান মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. নুরন নবী, প্রাক্তন চেয়ারপারসন ফেরদৌস সাজেদীন,ভাইস চেয়ারপারসন নিনি ওয়াহেদ, নিউ ইয়র্ক বাংলা বইমেলার সাবেক আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও সউদ চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য রানু ফেরদৌস, ওবায়দুল্লাহ মামুন, সেমন্তী ওয়াহেদ এবং প্রচার সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন।

মতবিনিময় সভায় মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ড. নুরন নবী বলেন, '৩২ বছর আগে শুরু হওয়া বইমেলা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে। গত বছর অজস্র দর্শকের অনুরোধে বইমেলার নতুন নাম করা হয়েছে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। ঢাকা ও কলকাতার পর, বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় এই মেলায় এবার বিশ্বের অন্তত ১০টি দেশ থেকে লেখক পাঠক এবং প্রকাশক অংশ নেবেন।' সাবেক আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া বলেন, বইমেলার পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় ব্যয়ও অনেক বেড়েছে। ভাইস চেয়ারপারসন নিনি ওয়াহেদ নিউ ইয়র্ক বইমেলার প্রসারে নিউ ইয়র্কের সংবাতমাধ্যমসমুহের ইতিবাচক ভুমিকার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিত সাহা বলেন, 'বাংলাদেশ, কলকাতাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অন্তত ৩০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। এই বইমেলায় প্রায় ২ হাজারেরও অধিক নতুন বই পাবেন পাঠকরা।

আলোচনায় অংশ নেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সংস্কৃতি কর্মি আলপনা গুহ প্রমুখ।

এবারের মেলার আহবায়ক হাসান ফেরদৌস বলেন, মেলায় প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে সেমিনার, কবিতা পাঠ, বই পরিচিতি, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।" মেলায় অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিতদের তালিকা এখনো চুড়ান্ত হয়নি। তিনি আরো বলেন এবার মেলায় নতুন যুক্ত হবে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গানের আসর, প্রদর্শিত হবে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তারুণ্যের উৎসব নামে নতুন প্রজন্মের জন্য থাকবে পুরো একটি দিন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য মেলার পক্ষ থেকে দেওয়া হবে জিএফবি- মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার। এ ছাড়া প্রবাসী লেখকদের জন্য দেওয়া হবে শহীদ কাদরী স্মৃতি পুরস্কার।'

- ছবি পরিচয়

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান ন্যাশনওয়াইড প্রাইভেড লেন্ডার এবং গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার কাজী হেলাল আহমেদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এবং একমাত্র বাংলাদেশি-আমেরিকান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান **International Finance & Development Corporation (IFDC)**। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই আন্তর্জাতিক অর্থ ও উন্নয়নবিষয়ক প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান এবং সিইও বাংলাদেশি-আমেরিকান কাজী হেলাল আহমেদ। ২০০১ সালে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের নিউ ইয়র্ক স্টেট ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত নাম **International Finance & Development Corporation (IFDC)** গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ও প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ২৪ বছর ধরে বিশ্বব্যাপী বড় আকারের প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং ও ব্যবসায় অর্থায়ন করছে। ৫০টির বেশি দেশে প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত এজেন্ট রয়েছে। আইএফডিসি কোম্পানির অধীনে বেশকিছু কোম্পানি রয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (আইএফডিসি) এর ১০০% মালিকানাধীন সাবসিডিয়ারি আইএফডিসি ক্যাপিটাল গ্রুপ (ওঋউঈ ঈধঢ়রঃধষ এৎড়ঁঢ়) যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনওয়াইড প্রাইভেট লেন্ডার হিসেবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

কাজী হেলাল আহমেদ বলেন, **International Finance & Development Corporation** বিশ্বব্যাপী ওঋউঈ নামে পরিচিত। **IFDC** এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাইভেট মানি লেন্ডার হিসেবে সেবা প্রদান করছে **IFDC Capital Group**। বিশ্বের অনেক দেশে এখন অনেক বাংলাদেশি বসবাস করছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫ লাখের বেশি বাংলাদেশি বসবাস করছে। অনেক বাংলাদেশী খুব ভাল করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বলা যায় প্রতিটি সেক্টরেই অনেক বাংলাদেশী জড়িত রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন বাংলাদেশি সরাসরি প্রাইভেট ঋণদাতা নেই। সম্ভবত বিশ্বের কোথাও কোন বাংলাদেশী সরাসরি ঋণদাতা হননি। যারা ঋণ নিয়ে কাজ করছেন তারা মূলত: কোন না কোন প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রাইভেট লেন্ডারদের লোন এজেন্ট কিংবা লোন অফিসার হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশি-আমেরিকান কাজী হেলাল আহমেদ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি আইএফডিসি ক্যাপিটাল গ্রুপ হল সরাসরি ব্যক্তিগত ঋণদাতা এবং সম্ভবত বিশ্বব্যাপী ঘজই-তে একমাত্র বিনিয়োগ এবং ঋণদাতা কোম্পানী।

তিনি আরও জানান, আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি রাজ্যে আমাদের ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন ঋণ প্রদান করি। আমরা সম্পদভিত্তিক ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের কোনো ট্যাক্স রিটার্ন বা আয় যাচাই করণের প্রয়োজন নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে আমাদের কোম্পানির জন্য অনেক লোন অফিসার এবং আমাদের অনুমোদিত লোন ব্রোকার রয়েছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেট এবং আবাসিক বিনিয়োগ সম্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ ১৫ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ঋণ প্রদান করি।

তিনি আরও জানান, আমরা বিদেশী নাগরিককে (বাংলাদেশী নাগরিকসহ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বিনিয়োগের সম্পত্তি কেনার জন্য ৬৫% পর্যন্ত ঋণ প্রদান করি। আমরা ১০০ মিলিয়ন+ ডলার লোনও অফার করতে পারি। তবে ১৫ মিলিয়নের ডলারের বেশি ঋণের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত এবং কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্নসহ সম্পূর্ণ নথির প্রয়োজন হবে।

উল্লেখ্য, কাজী হেলাল আহমেদ আন্তর্জাতিক অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (আইএফডিসি) এর প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান এবং সিইও। তিনি যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাইভেট ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং বিশেষজ্ঞ। তিনি ইউএস বিসিসিআইয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি এনআরবি ওয়ার্ল্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং **International Decentralized Digital Bank (DBank)** এর চেয়ারম্যান এবং সিইও। কাজী হেলাল আহমেদ বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিনের শীর্ষ ১০০ মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল গ্লোবাল বাংলাদেশি বিজনেসম্যান ২০২০ নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০২১ এবং ২০২৩ সালে বিজনেস আমেরিকা ম্যাগাজিনের গ্লোবাল বাংলাদেশি বিজনেস আইকন মনোনিত হন।

আন্তর্জাতিক অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (আইএফডিসি) বেশি কিছু আন্তর্জাতিক পুরষ্কার ও সম্মাননা পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল-

- **MUNICH & SOUTH GERMANY PRESTIGE AWARD 2021-2022**
- **IFDC received best Financing Company of the Year award 2021/2022 by Munich & South Germany Prestige Awards**
- **In 2016, Al Global Media, a finance magazine, awarded IFDC as ÒMost Diversified Private Equity Investment Group & Most Trusted in Debt and Equity FundingÓ in its 2016 Private Equity Awards.**
- **In 2016, Corporate America- News, a leading magazine for U.S. business markets, recognized and crowned IFDC as Best Diversified Private Equity Investment Group – USA & Recognized Leaders in financing Oil & Gas – USA**
- **In 2012, IFDC was awarded ÒBest of ManhattanÓ by the Manhattan NYC Award Program as one of the best financing companies in USA.**

আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন চলচ্চিত্র উৎসব

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ২০ ও ২১ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে দুদিনব্যাপী নিউইয়র্কে সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গত ২৮ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আশা হোম কেয়ারের আশা পার্টি হলে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে মিলনায়তন ভর্তি মানুষের তুমুল করতালির মধ্যে চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষণা দিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা।। চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ নামের একটি সংগঠন।

হাসানুজ্জামান সাকীর উপস্থাপনায় সুচিত্রা সেন আন্তর্জাতিক বাংলা চলচিত্র উৎসবের প্রেক্ষাপট এবং লক্ষ্য নিয়ে সূচনা বক্তব্য রাখেন গোপাল স্যানাল। এরপর চলচ্চিত্র উৎসবের অ্যাওয়ার্ড, লোগো ও ওয়েবসাইটের উদ্ধোধন করেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের সিইও শাহ নেওয়াজ, চেয়ারম্যান রানু নেওয়াজ এবং আশা হোম কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান ও চেয়ারম্যান এশা রহমানসহ উৎসব কমিটির আয়োজক উপদেষ্ঠামন্ডলী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ছিলেন সোশ্যাল ওয়ার্কার ও লেখক অনির্বাণ ভট্টাচার্য, চলচ্চিত্র পরিচালক মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরী প্রমুখ। ২০১২ সালে সুচিত্রা সেন মেমোরিয়াল ইউএসএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিউইয়র্কে প্রতি বছর এই উৎসব হয়ে আসছে। এবারই প্রথম এই আয়োজনকে বৃহৎ পরিসরে নিয়ে গিয়ে আন্তর্জাতিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে রূপ দেয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে ঋতুপর্ণা সেনের উদ্যোগে শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসায় তহবিল সংগ্রহে অনেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্র উৎসবকে ঘিরে ৩ সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। উত্সবে প্রায় ১০০টি বাংলা চলচ্চিত্র জমা পড়বে বলে উদ্যোক্তারা আশা করছেন।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ৪৯০ অভিবাসী আটক

চই পৃষ্ঠার পর

অভিযান চালানো হয়। এ সময় ৪৯০ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করা হয়। আটকদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও নেপাল, আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক রয়েছেন।

অভিবাসন বিভাগ বলছে, অভিযানের আগে অভিবাসীদের অনুপ্রবেশের বিষয়ে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে অভিযোগ ও তথ্য নেওয়া হয়। পরে বুকিত আমান আন্ডারকভার এলাকায় প্রায় এক মাস ধরে গোয়েন্দা নজরদারি চালায় দেশটির পুলিশ।

জানা গেছে, আটকদের মধ্যে কয়েকজন অভিবাসী খুচরা পণ্যের দোকান চালাত এবং ওই এলাকার অ্যাপার্টমেন্টে থাকা বিদেশি গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে নিজ দেশ থেকে পণ্য এনে বিক্রি করত।

প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে, আটক অভিবাসীদের বৈধ ভ্রমণ নথি ছিল না। ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আটক অভিবাসীদের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সেমুনিয়াহ ইমিগ্রেশন ডিপোতে নিয়ে রাখা হয়েছে।

ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ স্টুডেন্ট কমিউনিটির নেতৃত্বে জায়িদ-সামিন

পরিচয় ডেস্ক: ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জায়িদ ইবন মাহমুদ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সামিন ইয়াসার আহমেদ। জায়িদ বিশ্ববিদ্যালয়টির তড়িৎ প্রকৌশল এবং সামিন যন্ত্রকৌশল বিভাগের পিএইচডি শিক্ষার্থী। যুক্তরাষ্ট্র সময় শনিবার (২০ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত অনলাইন চ্যানেলে এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ১২১ জন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ভোট দেন।

ভোটের ফলে দেখা যায়, ৮৩ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন জায়িদ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী সামিন পেয়েছেন ৩৮ ভোট। সাধারণ সম্পাদক পদেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন সামিন। সেখানে তিনি ৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। ওই পদে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জুলফিকার আলি পেয়েছেন ৩৫ ভোট।

সভাপতি নির্বাচিত হয়ে জায়িদ ইবন মাহমুদ বলেন, '২০২২ এর স্প্রিং সেশনে স্টিলওয়াটেরে আসার পর থেকেই আমি বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সঙ্গে সাথে জড়িত। দুই বছরের ব্যবধানে অনেক পছন্দের এই কমিটি আজ পরম ভালবাসার এক জায়গা। শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবার মিলিয়ে প্রায় ২০০ মানুষের প্রাণবন্ত এই কমিউনিটি আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে এই ভালবাসার জায়গায় আরও এক বছর থেকে সবার জন্য কাজ করার। তাই আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, গত দুই বছর যেভাবে যেকোনো অনুষ্ঠানে সবাইকে পাশে পেয়েছি, আগামী এক বছরেও ঠিক তেমনি সবাই একসঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রোগ্রাম নামিয়ে যাবো এবং ওএসইউ এর বুকে বাংলাদেশ এর নাম আরও উজ্জ্বল করব।' নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সামিন ইয়াসার আহমেদ বলেন, 'প্রায় ১৫০ জন শিক্ষার্থীর এই সংগঠন। যা মিলেমিশে যেন আমেরিকার বুকে এক টুকরো বাংলাদেশ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হতে পেরে। সাধারণ সম্পাদক নয়, বরং সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমি অবশ্যই সংগঠনের বর্তমান এবং নবাগত শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রয়োজনে আমার সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব। সব সদস্যের প্রতি আমার আহ্বান থাকবে যেন সবাই নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি বজায় রেখে একসঙ্গে সংগঠনকে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন হৃদি প্রভা দেবনাথ। কোষাধ্যক্ষ পদে আতকিয়া মুবাশশিরা ও সহকারী কোষাধ্যক্ষ পদে মো. মেহেদী হাসান সিয়াম নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও সংগঠনটির খেলাধুলা বিষয়ক সম্পাদক এক নির্বাচিত হয়েছেন মো মাহমুদুল হাসান এবং খেলাধুলা বিষয়ক সম্পাদক দুই পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. নাজমুস সাকিব।

নির্বাচন প্রসঙ্গে আগের কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব থাকা রাকিবুল হাসান প্রিন্স বলেন, 'কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য আমি সম্মানিত এবং বিশেষাধিকার বোধ করেছি। এটি আমাকে বাঙালি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যকে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। এই সংগঠনের জন্য একটি প্রাণবন্ত নির্বাহী কমিটি খুঁজে পেতে আমরা প্রতি বছর একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুশীলন করি। এ বছর ছয়টি পদের জন্য ১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৩৫ জন নিবন্ধিত ভোটারের মধ্যে ১২১ জন বিভিন্ন পদে ভোট দিয়েছেন। এ বছর একটি গ্রহণযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পেরে আমরা খুশি।'

২০১৮ সাল থেকে ওকলাহোমা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রায় দেড়শ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে।

৬ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্কে আটাবের কার্যকরী কমিটির অভিষেক

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আমেরিকান ট্রাভেল এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইনক (আটাব)'র নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংগঠনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সেলিম হারুন বলেন, অভিষেক উপলক্ষে মোহাম্মদ শামসুদ্দিন বশিরকে আহবায়ক এবং শ্যামল তালুকদারকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ মোর্শেদ অনুষ্ঠানের সার্বিক বিষয় তদারকি করবেন। অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭ টায় শুরু হয়ে চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। এতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন আটাবের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সেলিম হারুন।

ফেঞ্চুগঞ্জে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী লেখক আহবাব চৌধুরীর গ্রন্থ 'মুক্ত মনের ভাবনা'র মোড়ক উন্মোচন

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী আহবাব চৌধুরী খোকনের ৩য় গ্রন্থ 'মুক্ত মনের ভাবনা'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ও কবি কালাম আজাদ বলেছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে যে যত উন্নত, সে তত বড় মানুষ। মনন বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে আহবাব চৌধুরী খোকনের লেখালেখি সাহিত্যমূল্যের বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সফল। মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্নতা আহবাব চৌধুরীকে অনন্য লেখকে পরিণত করেছে। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর লেখালেখিতে ফুটে উঠে।আহবাব চৌধুরী খোকনের কলম জেগে থাকলে দেশের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জলভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ কলম কাউকে নিরাশ করে না।

'এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬' বাংলাদেশ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে ২৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার বিকালে আনন্দ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম।

এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬ বাংলাদেশ সিলেট বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গল্পকার ও সাংবাদিক সেলিম আউয়াল, প্রবাসী কবি শিউল মনজুর, সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নাহিদ হাসান চৌধুরী, হৃদয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ অনলাইন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মামুনুর রশীদ।

আব্দুল্লাহ শামসুজ্জামান দিনারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি নাঈমা চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন পাপ্পু। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি খালেদ সাহাবুদ্দিন, বুরহান উদ্দিন, মনসুর আলম চৌধুরী টিপু, কবি সোহেনা আক্তার হেনা ও প্রভাষক বিকাশ রঞ্জন দেবনাথ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মাসুক আহমদ।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, মননশীল চিন্তা ও কথায় সামগ্রীক সময়কে ধারণ করেছেন লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন। তাঁর বইয়ে ফেঞ্চুগঞ্জের কৃষক-শ্রমিক, মাটি ও মায়ের কথা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রেখাপাত করেছেন। তাঁর বই পড়ার পর মানুষের উপলব্ধির জগত বিস্তৃত হবে। মানুষের ও দেশের কল্যাণে তাঁর প্রতিটি লেখা যুগে যুগে ঠিকে থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গল্পকার সেলিম আউয়াল বলেন, আহবাব চৌধুরী ভিন্ন দেশে থেকেও ফেঞ্চুগঞ্জের কথা ভাবেন। তাঁর হৃদয়ে সবসময় স্বদেশ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও এলাকার মানুষ বিরাজমান। তাঁর ত্যাগ আছে বলেই আমাদের কিছু দিতে পারছেন। আমেরিকার ব্যস্ততম জীবনে থেকেও তিনি তিনটি বই উপহার দিয়েছেন। যখন তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন উঠে, তখনই তিনি কলম নিয়ে বসে যান।বিশিষ্ট লেখক আহবাব চৌধুরী খোকনের 'মুক্ত মনের ভাবনা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্নতা আহবাব চৌধুরীকে অনন্য লেখকে পরিণত করেছে অধ্যক্ষ কবি কালাম আজাদ

ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ শিক্ষাবিদ ও কবি কালাম আজাদ বলেছেন, চিন্তার ক্ষেত্রে যে যত উন্নত, সে তত বড় মানুষ। মনন বুদ্ধিবৃত্তির নিরিখে

আহবাব চৌধুরী খোকনের লেখালেখি সাহিত্যমূল্যের বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সফল। মৃত্তিকার সঙ্গে সংলগ্নতা আহবাব চৌধুরীকে অনন্য লেখকে পরিণত করেছে। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ তাঁর লেখালেখিতে ফুটে উঠে।আহবাব চৌধুরী খোকনের কলম জেগে থাকলে দেশের ইতিহাসে তাঁর নাম উজ্জলভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কারণ কলম কাউকে নিরাশ করে না।

বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী আহবাব চৌধুরী খোকনের ৩য় গ্রন্থ 'মুক্ত মনের ভাবনা'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। 'এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬' বাংলাদেশ ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা শাখার আয়োজনে মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে আনন্দ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম।

এসএসসি ব্যাচ ১৯৮৬ বাংলাদেশ সিলেট বিভাগীয় কমিটির আহ্বায়ক আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গল্পকার ও সাংবাদিক সেলিম আউয়াল, প্রবাসী কবি শিউল মনজুর, সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নাহিদ হাসান চৌধুরী, হৃদয়ে ফেঞ্চুগঞ্জ অনলাইন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ, ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মামুনুর রশীদ।

আব্দুল্লাহ শামসুজ্জামান দিনারের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি নাঈমা চৌধুরী এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেঞ্চুগঞ্জ প্রেসক্লাবের সহ সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন পাপ্পু। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া প্রবাসী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি খালেদ সাহাবুদ্দিন, বুরহান উদ্দিন, মনসুর আলম চৌধুরী টিপু, কবি সোহেনা আক্তার হেনা ও প্রভাষক বিকাশ রঞ্জন দেবনাথ প্রমূখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা মাসুক আহমদ।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নুরুল ইসলাম বলেন, মননশীল চিন্তা ও কথায় সামগ্রীক সময়কে ধারণ করেছেন লেখক আহবাব চৌধুরী খোকন। তাঁর বইয়ে ফেঞ্চুগঞ্জের কৃষক-শ্রমিক, মাটি ও মায়ের কথা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে রেখাপাত করেছেন। তাঁর বই পড়ার পর মানুষের উপলব্ধির জগত বিস্তৃত হবে। মানুষের ও দেশের কল্যাণে তাঁর প্রতিটি লেখা যুগে যুগে ঠিকে থাকবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গল্পকার সেলিম আউয়াল বলেন, আহবাব চৌধুরী ভিন্ন দেশে থেকেও ফেঞ্চুগঞ্জের কথা ভাবেন। তাঁর হৃদয়ে সবসময় স্বদেশ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও এলাকার মানুষ বিরাজমান। তাঁর ত্যাগ আছে বলেই আমাদের কিছু দিতে পারছেন। আমেরিকার ব্যস্ততম জীবনে থেকেও তিনি তিনটি বই উপহার দিয়েছেন। যখন তাঁর হৃদয়ে স্পন্দন উঠে, তখনই তিনি কলম নিয়ে বসে যান। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গাজায় গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতায় ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট আরও বলেন, আমরা যে সাক্ষ্যগুলো শুনেছি তা সত্যিই ছিল ভয়ংকর এবং কঠিন অভিজ্ঞতা। মামলাটিতে 'সাক্ষ্য এবং আইন অনুযায়ী অধ্যয়ন' করা ছাড়াও 'সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণ' করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আরও বলেন, অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে মামলার সাক্ষ্যগুলো বিবেচনা করে 'সবচেয়ে কঠিন বিচারিক সিদ্ধান্ত' নেওয়া হবে।- মিডল ইস্ট আই।

সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত সোমবার ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এলমাষ্টের সোসাইটি ভবনে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্কের আয়োজনে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে কমিউনিটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্কের সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাইনুল উদ্দিন মাহবুবের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আয়োজনে বিভিন্ন খুঁটিনাটি এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে আগত অতিথিদের অবহিত করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ও উদযাপন কমিটির আহবায়ক ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক ও সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ও সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও সদস্য মোঃ সাদি মিন্টু। অন্যান্য বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য আতরাউল আলম প্রমূখ।

ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি সংগঠন তাদের নিজ নিজ সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেছেন বলে সভায় জানানো হয়। এসময় প্রবাসের সকল সংগঠনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাতে তারা তাদের সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নিবন্ধন ফি ১০০ ডলার ধার্য করা হয়েছে। নিবন্ধনকৃত সকল সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের ছবি এবং নাম ও ফোন নাম্বার সহ একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের বিশেষ প্রকাশনীতে দেয়া হবে। এছাড়াও যদি কেউ বিশেষ প্রকাশনীতে লেখা দিতে আগ্রহী হন তাহলে তাদেরকে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আহবায়ক কমিটির সাথে যোগাযোগ করে তা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উল্লেখ্য প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

এদিকে মতবিনিময় সভার শুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুলভাবে বাংলা বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন । এসব প্রতিষ্ঠানে যাতে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা লেখা হয়, সেই সেই আন্দোলনের সাথে সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এতে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান, স্মারক লিপি পাঠ করেন দীলিপ মোদক । এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া তিনি তার বক্তব্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন । অন্যান্য বক্তারা আমাদের সংগঠনের ' শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা' কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। স্মারকলিপি প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল মাহফুজ তুহিন । এর পরের পর্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় অংশ নেনগাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা চৌধুরী লুনা।কম্যুনিটি নিউজ আড়াই কলামে ছবিসহ

সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ সোসাইটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত সোমবার ২৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এলমাষ্টের সোসাইটি ভবনে বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্কের আয়োজনে সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে কমিউনিটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ক্রিড়া, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্কের সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মো. রুহুল আমিন সিদ্দিকী ও আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব মাইনুল উদ্দিন মাহবুবের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আয়োজনে বিভিন্ন খুঁটিনাটি এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে আগত অতিথিদের অবহিত করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ও উদযাপন কমিটির আহবায়ক ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম আহবায়ক ও সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ও সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ- মোঃ নওশেদ হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক ফয়সল আহমদ, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ ও সদস্য মোঃ সাদি মিন্টু। অন্যান্য বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বোর্ড অব ট্রাস্টির অন্যতম সদস্য আতরাউল আলম প্রমূখ।

ইতিমধ্যে প্রায় ৪০টি সংগঠন তাদের নিজ নিজ সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেছেন বলে সভায় জানানো হয়। এসময় প্রবাসের সকল সংগঠনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাতে তারা তাদের সংগঠনের নাম নিবন্ধন করেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নিবন্ধন ফি ১০০ ডলার ধার্য করা হয়েছে। নিবন্ধনকৃত সকল সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের ছবি এবং নাম ও ফোন নাম্বার সহ একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের বিশেষ প্রকাশনীতে দেয়া হবে। এছাড়াও যদি কেউ বিশেষ প্রকাশনীতে লেখা দিতে আগ্রহী হন তাহলে তাদেরকে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আহবায়ক কমিটির সাথে যোগাযোগ করে তা দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানকে সফল করতে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

উল্লেখ্য প্রতি বছরের ন্যায় বাংলাদেশ সোসাইটির আয়োজনে এবারও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের তিব্বত কমিউনিটি সেন্টারে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্মিলিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও মহান শহীদ দিবস পালন করা হবে।

এদিকে মতবিনিময় সভার শুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভুলভাবে বাংলা বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন । এসব প্রতিষ্ঠানে যাতে শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা লেখা হয়, সেই সেই আন্দোলনের সাথে সোসাইটিকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এতে বক্তব্য রাখেন গাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান, স্মারক লিপি পাঠ করেন দীলিপ মোদক । এই পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া তিনি তার বক্তব্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন । অন্যান্য বক্তারা আমাদের সংগঠনের ' শুদ্ধভাবে বাংলা লেখা' কর্মসূচীকে স্বাগত জানান। স্মারকলিপি প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল মাহফুজ তুহিন । এর পরের পর্ব আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় অংশ নেনগাইবান্ধা সোসাইটি অব আমেরিকা'র সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদা চৌধুরী লুনা।

নিউইয়র্কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা'র সাধারণ সভা : সভাপতি স্বপন সাধারণ সম্পাদক সাকির

পরিচয় ডেস্ক: ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইন্‌ক এর সাধারণ সভা গত ২৭ জানুয়ারী নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ডের ৭৭৪ বারকেলী এভিনিউর সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলী, কার্যকরী কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান ছিল প্রানবন্ত।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম। পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো: আনার খান। আতাউর রহমানের কুরআন তেলাওয়াতে মধ্যদিয়ে সভা শুরু হয়। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম। সাধারণ সম্পাদকের রির্পোট ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন মো: আনার খান। সাধারণ সম্পাদকের রির্পোটের উপর বিশদ আলোচনার পর উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়।

নির্বাচন কমিশন উপস্থিত সকলের সাথে পরামর্শ করে ২০২৪-২৫ সালের নতুন কমিটির সভাপতি পদে মো: আনোয়ার হোসেন তালুকদার স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক পদে মো: সাকিরুল ইসলাম সাকির এর নাম ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশন, নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সকলের সাথে পরামর্শ করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে পরে স্থানীয় মিডিয়ার মাধ্যমে জানাবেন। সাধারণ সভায় সংগঠনকে গতিশীল করার বিভিন্ন পরিকল্পনার পাশাপাশি 'সংগঠনের ব্যানারে নিউইয়র্ক/ নিউজার্সীতে কবরস্থান ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।- প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

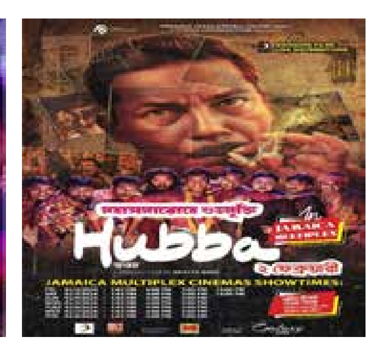

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছে মোশাররফ করিমের 'হুব্বা'

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার ২রা ফেব্রুয়ারী নিউইয়র্কে জ্যামাইকার মাল্টিপ্লেক্স থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছে বাংলাদেশের জনপ্রিয় নায়ক মোশাররফ করিম অভিনীত ছবি 'হুব্বা'। ছবিটি একইসঙ্গে নিউজার্সি, বস্টন, ভার্জিনিয়া, আটলান্টা, লসএঞ্জেলস, সানফ্রান্সিসকো, সাক্রামেন্টো, সিয়াটল, ডেট্রয়েটসহ ৩০ সিটিতে মুক্তি পাচ্ছে। অধিকাংশ সিটিতেই টানা সাত দিন প্রদর্শিত হবে ছবিটি। উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছায়াছবির প্রযোজনা ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান বায়োস্কোপ ফিল্মস এর এটি ৪০তম ছবি। কানাডার টরন্টো, অটোয়া, ভ্যাঙ্কুবারসহ অন্তত পাঁচটি সিটিতে 'হুব্বা' মুক্তি পাচ্ছে বলেও বুধবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় উল্লেখ করেন সংস্থাটির কর্ণধার রাজ হামিদ। প্রসঙ্গত, হুব্বা ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও ভারতে মুক্তি পেয়েছে।

রাজ হামিদ আরো বলেন, ছবিতে মোশাররফ করিমের অভিনয় পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা সমালোচকদেরও প্রশংসা পেয়েছে। ভারতের ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন প্রযোজিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্রাত্য বসু। পরিচালক ব্রাত্য বসু এবং প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান জুটির এটি দ্বিতীয় ছবি।

গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে আলাপচারিতায় রাজ হামিদ আরো জানান, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে নিউইয়র্কসহ আমেরিকার বিভিন্ন শহরে জয়া আহসান অভিনীত 'পেয়ারে সুবাস' ছবিটিও মুক্তি পাবে। এ ছবিটিও বোদ্ধা দর্শক এবং সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। বাংলা নতুন বছরে মুক্তি পাবে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত এবং চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত ছবি 'পদাতিক'। কুরবানি ঈদে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পাবে শাকিব খান অভিনীত ছবি 'তুফান'।

উত্তর আমেরিকায় বাংলা ছায়াছবির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে উল্লেখ করে রাজ হামিদ বলেন, দর্শকরা যতো বেশী হলে গিয়ে ছবি দেখবেন, ততোবেশী বাংলা ছায়াছবির কদর বাড়বে উত্তর আমেরিকার হল মালিকদের কাছে। যা ধারাবাহিক বাংলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য খুবই জরুরী। বিশ্বব্যাপী বাংলা চলচ্চিত্রের প্রসারে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও উল্লেখ করেন রাজ হামিদ।

নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ডে ‘নাসাউ বাংলাদেশি কামিউনিটি’র আত্মপ্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টির বাংলাদেশিদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করার লক্ষে গত ৭ জানুয়ারি আত্মপ্রকাশ করেছে ৫৪ জন কার্যকারী সদস্য বিশিষ্ট নাসাউ বাংলাদেশি কামিউনিটি। হিক্সভীলের একটি পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের নবনির্বাচিত নেতারাসহ কয়েকশত বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ছিল রকমারি পিঠাপুলীর আয়োজন।

নাসাউ কাউন্ট্রিতে বাস করেন প্রায় দশ থেকে পনেরো হাজার বাংলাদেশি। এসব বাংলাদেশিদের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করার অংশ হিসাবে আয়োজন করা হয় পারিবারিক মিলন মেলার।

সন্ধার পর অনুষ্ঠান স্থলে একে একে উপস্থিত হন নাসাউ কাউন্ট্রির বাংলাদেশিরা।

আনন্দঘন এই আয়োজন নিয়ে কথা বলেন সংগঠনের নব-নিযুক্ত সভাপতি ক্যাপ্টেন মোতাছির মিয়া, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শামিবুর রহমান (শামীম), প্রধান উপদেষ্টা এটর্নী মঈন চৌধুরী, প্রধান আইন উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরী।

ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিট্রিক এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন কমিটির শপথ পাঠ করান। এ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি এই ধরণের অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন।

পরিবার নিয়ে আমেরিকায় বসবাসের সুযোগ নিয়ে নিউইয়র্কে সেমিনার

পরিচয় ডেস্ক : আমেরিকায় কীভাবে সহজ উপায়ে অভিবাসী হওয়া যায়- এই নিয়ে নিউইয়র্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘ফ্যামিলি ও এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন ইন দ্য ইউএসএ’ শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করেছে সেভ দ্য পিপল ইউএসএ।

অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের ইমিগ্রেন্ট সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন রাজু ল’ এর নিউইয়র্ক শাখার ম্যানেজার ফিরোজ কবীর।

অ্যাটর্নি রাজু মহাজন বলেন, ‘বৈধভাবে অনেক উপায়ে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগ একটি বা দুটি উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তাই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে হলে অভিবাসী আইন নিয়ে ভালোভাবে জানতে হবে এবং নিজের ইচ্ছাও থাকতে হবে।’

কমিউনিটিতে অভিবাসীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আয়োজিত এই সেমিনারে সেভ দ্য পিপল ইউএসএ-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আইটিভির মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে আইটিভির মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘ইমিগ্রেন্টরা কতটা সহজ এবং নির্ভুলভাবে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারেন সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন অ্যাটর্নি রাজু মহাজন।’

এক প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি রাজু মহাজন বলেন, ‘তিনি যেহেতু বাংলাদেশি তাই বাংলাদেশিদের প্রতি তার একটা সফট কর্ণার আছে। এছাড়া তিনি বাংলায় ভালোভাবেই কথা বলতে পারেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে জানাশোনাও ভালো। তাই বাংলাদেশি অভিবাসীদের ইমিগ্রেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তিনি খুব ভালো করেই সমাধান করতে পারবেন।’

বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অফ আমেরিকা নতুন কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশী স্পোর্টস কাউন্সিল অফ আমেরিকার ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি (২০২৪ - ২০২৫) অনুমোদিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দুলাল মিয়া এনাম এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন খাইরুল ইসলাম খোকন। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ,সাবেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদক,এবং নব নির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪ - ২০২৫ এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ সভাপতি এমডি রশিদ রানা, সহ সভাপতি ওয়াহিদ কাজী এলিন,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রনেল আহমেদ,হাসান আহমেদ,রিমন আহমেদ,সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কাদির লিপু,কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর হোসেন জয়নুল,দপ্তর সম্পাদক গোলাম হাসান,প্রচার সম্পাদক মেহরাজ ফাহমী,আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্পাদক সোহেল আহমেদ,সাংস্কৃতিক সম্পাদক মাহবুবুল ফিরোজ,আপ্যায়ন সম্পাদক ফয়সল আহমেদ, কার্যকারী সদস্যবৃন্দরা হলেন সাইকুল ইসলাম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার,দেলোয়ার হোসেন,শফিকুল আলম,জহিরুল ইসলাম জুয়েল,সাইফুল আলম,সাবলু আহমেদ,সাইফুল খান হারুন,নুরুল হক হাসনু,অপু আহমেদ,রানা আহমেদ,কবির আহমেদ,নওশাদ হায়দার।

নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন অভিযোগে ফেসবুক খ্যাত ইলিয়াস হোসেন গ্রেফতার, জামিনে মুক্তি

পরিচয় ডেস্ক: মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক তথ্যের ভত্তিতে কুরুচিপূর্ন ভিডিও বানিয়ে সামাজিক মিডিয়ায় অপবাদ ছড়ানোর মাধ্যমে অর্থ আদায়ের চেষ্টা, একাধিকবার ব্লাকমেইলের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা, ফোন কলের মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন এবং বোমা মেরে ব্যাক্তি ও স্থাপনা উড়িয়ে দেয়ার হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ইলিয়াস হোসেন ওরফে মোঃ ইলিয়াস হোসেইন নিজেই পুলিশের নির্দেশে প্রিসিঙ্কটে গিয়ে আত্মসমর্পন করলে নিউ ইয়র্ক পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে অবশ্য আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দেয়। উপরোক্ত বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দাঁয়ের করেন লিগ্যাল নেটওয়ার্কের জ্যাকব মিল্টন।

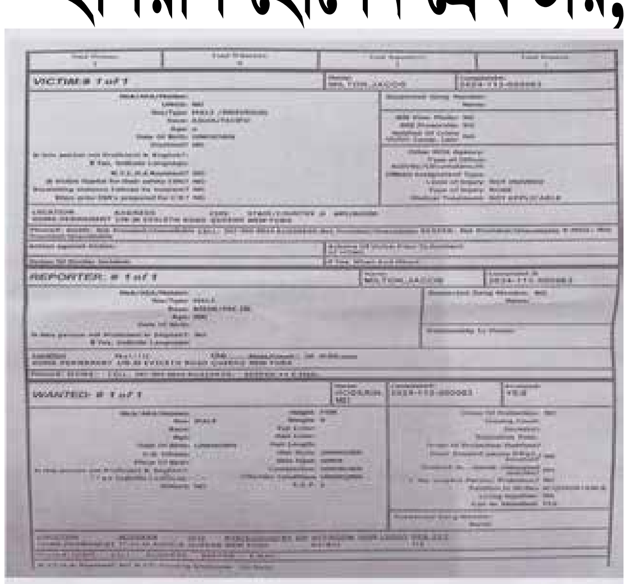

নিউইয়র্কে জেএফকে এয়ারপোর্টে জিহানের মুর‌্যাল উদ্বোধন, হাজারো যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এক্সপেরিয়েন্স-জুলিয়া মরিসের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেএফকে আইএটি’র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রোয়েল হাইনিক, জেএফকে এয়ারপোর্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার জন এরানসিও, আউটরিচ এন্ড রিডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার র‌্যাচেল অ্যান্টেনিও, ক্র্যাডল মিউজিয়ামের প্রেসিডেন্ট এন্ড্রো পারটন, ফোর্থ টার্মিনালের ফটোগ্রাফার শোভম সিং, জেএফকে এয়ারপোর্টের এ্যাসিসট্যান্ট প্রজেক্ট ম্যানেজার এডিলসন নুরেনা, জেএফকে আইএটি এয়ারসাইড ম্যানেজার ম্যারি ডিক্সন ও ব্রঙ্কস জো’র প্রধান সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। ফিতা কাটার পূর্বে কর্মকর্তাগণ ও জিহান ওয়াজেদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দিত করা হয় তাকে। কর্মকর্তাগণ জিহানের শিল্পকর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, জিহানের আঁকা মূর‌্যাল জেএফকে বিমানবন্দরের চতুর্থ টার্মিনালের সৌন্দর্য্য বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। বক্তাগণ বলেন, চতুর্থ টার্মিনালের আর্টকালচার কার্যক্রমের অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে জিহানের চিত্রকর্মটি। এই মুর‌্যাল প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে বলে মন্তব্য করেন তারা। বক্তাগণ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৬ষ্ঠ ব্যস্ততম এই বিমানবন্দরটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তী ৩৫তম প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নামে নামকরণ করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টিতে অবস্থিত বিমান বন্দরটিতে জিহানের আঁকা মূর‌্যালে স্থান পেয়েছে স্থানীয় ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো। যাত্রীদের মানসিক সন্তুষ্টির জন্য জেএফকে কর্তৃপক্ষ এধরণের আরো শিল্পকর্মের সংযোজন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কর্মকর্তাগণ।

অনুষ্ঠানে জিহান ওয়াজেদ তার বক্তব্যে জেএফকে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান তাকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ স্থাপনায় মূর‌্যাল আঁকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফোর্থ টার্মিনালের বিভিন্ন শিল্পকর্ম পরিদর্শন করেন অতিথিগণ। ফোর্থ টার্মিনালের অভ্যন্তরে ডেলটা এয়ারলাইন্স এরিয়ায় জিহান ওয়াজেদে’র মুর‌্যালটি স্থাপিত হয়েছে।

মুর‌্যালের পাশে জিহানের ছবি ও সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শোভা পাচ্ছে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কোনো শিল্পীর আঁকা এটিই প্রথম শিল্পকর্ম। জিহানের শিল্প কর্মের মধ্যে নিউইয়র্ক সিটি হেলথ এন্ড হসপিটাল বিভাগের কুইন্স হাসপাতালে বারো’শ পঞ্চাশ বর্গফুটের বিশালকায় ‘রুটস অফ মেডিসিন’ ম্যুরাল, নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার ইস্ট রিভার তীরে ‘এ সিটি ইন মোশন’ নামে একটি ম্যুরাল এঁকেছেন জিহান। হন্টারস পয়েন্ট মেগা ডেভেলপমেন্টে ৭৫০ ফুটের এই ম্যুরালটির স্থিরচিত্র সচল হয়ে উঠে মোবাইল অ্যাপসে।

আকর্ষনীয় ভিন্নমাত্রিক আঙ্গিকে আঁকা দৃষ্টিন্দন মুর‌্যালটি ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত টিভি চ্যানেল সিবিএস মূর‌্যালটি নিয়ে জিহান ওয়াজেদের একটি সাক্ষাতকার প্রচার করেছে। এছাড়া ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভবন, নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স, বিলি জিন কিং ন্যাশনাল টেনিস সেন্টার, এস্টোরিয়ায় ১৭৭ ফিট দীর্ঘ ম্যুরাল ‘ওয়েলকাম এস্টোরিয়া’ মুর‌্যাল এবং সিটিতে বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় ‘বাংলাদেশ ম্যুরাল’ অন্যতম।

GOLDEN AGE
HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
GET PAID
TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
बिना परिषाण के घर पर अपने लोगों की सेवा करके पैसा कमाएं
CDPAP SERVICE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
• Salary & Benefits
• Weekly Payments
• Direct Deposit
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Ave
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-650-6912
Fax: 917-396-4115
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820
Fax: 917-396-4115
JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-481-8992
Fax: 917-396-4115
ASTORIA OFFICE
36-07 31 Street,
Astoria, NY 11106
Ph: 718-540-4130
Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

গাজায় গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতায় ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডে বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলা

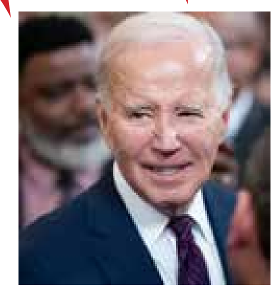

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা বন্ধে ব্যর্থতার অভিযোগে এবার মামলার মুখে পড়লেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশটির অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডের ফেডারেল বিচার আদালতে ফিলিস্তিনি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিকদের একটি দল ও কয়েকটি সহায়তা সংস্থা তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেন।

মামলায় বলা হয়েছে, বাইডেন আন্তর্জাতিক এবং ফেডারেল আইনের প্রতি তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মামলাটি খারিজ করতে বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রচেষ্টাও চালানো হয়েছে। কিন্তু জেলা জজ জেফ্রি এস হোয়াইট এতে সরাসরি শুনানির অনুমতি দিয়েছেন।

বাইডেনের বিরুদ্ধে মামলায় যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি গাজা থেকে কথা বলেছেন। এর মধ্যে একজন রাফাহর এক হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া ডা. ওমর আল-নাজ্জার। বলেন, 'আমার দুঃখ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা (ইসরাইলিরা) বছরের পরপর এই অঞ্চল অবরোধের মাধ্যমে আমাদের দুর্বল করে রেখেছিল। এরপর তারা আমাদের এই প্রাণহীন দেহেই বুলেট ও ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে।' এই মামলার বাদীরা ইসরাইলের চলমান অবরোধে গাজায় কোনো অতিরিক্ত সামরিক সহায়তা অথবা কূটনৈতিক সমর্থন বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন। মামলার শুনানির পর বিচারক হোয়াইট দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'তথ্য ও আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি গত ২৭ বছরে এই আদালতে আসা সবচেয়ে কঠিন মামলা'।

বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

ধূমপানের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে

পরিচয় ডেস্ক: খুব শিগগির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে সমাজের জন্য ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হবে বলে মত দিয়েছেন প্রথিতযশা

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

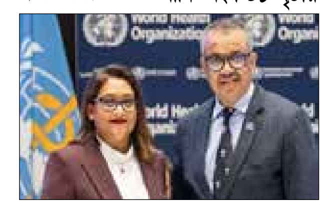

ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন ড. সায়মা ওয়াজেদ পুতুল

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নয়াদিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

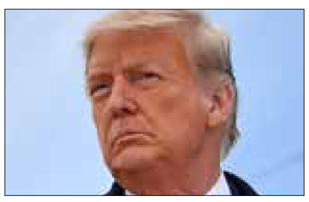

নির্বাচনে ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ মামলার বিচার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের (৭৭) নির্বাচনে হস্তক্ষেপের মামলার বিচার কার্যক্রম

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ইমরান-বুশার বিয়ে অনৈসলামিক, ৭ বছর করে জেল

পরিচয় ডেস্ক: ইসলামসম্মত উপায়ে বিয়ে হয়নি পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবির।

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে জেএফকে এয়ারপোর্টে জিহানের মুর্যাল উদ্বোধন, হাজারো যাত্রীর দৃষ্টি কাড়ছে

নিউইয়র্ক : বাংলাদেশী আমেরিকান তরুণ শিল্পী জিহান ওয়াজেদ। নিউইয়র্কের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনায় মূর্যাল এঁকে মূলধারার শিল্পকর্মে নিজের অবস্থান সংহত করার পাশাপাশি কুঁড়িয়ে চলেছেন সুনাম। অতি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ব্যস্ত নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আকর্ষণীয় একটি মুর্যাল একেঁছেন জিহান। বিমান বন্দরটির ফোর্থ টার্মিনালে আঁকা জিহানের মূর্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছিলো গত ২৬ জানুয়ারি সকালে। টার্মিনালের অফিস ভবনের চারতলার মিলনায়তনে ফিতা কেটে মুর্যালটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেএফকে এয়ারপোর্ট এবং নিউইয়র্ক-নিউজার্সি পোর্ট অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ। শিল্পী জিহান ওয়াজেদ, তার পিতা সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান ও মা পারভীন আকতার অন্যান্য অতিথিদের সাথে এসময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিমান বন্দরের সিনিয়র ম্যানেজার কাস্টমার

বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি কলেজছাত্রী নিহত

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছে। তার নাম দেবপ্রীতা দে ব্রতী। বয়স ১৮ বছর। গত রোববার (২৮ জানুয়ারি) ভোরে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সাউদার্ন স্টেট পার্ক মহাসড়কে এক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

চাঁদপুরের সাবেক এমপি শামসুল হক ভূঁইয়া আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চাঁদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ড. মো. শামসুল হক ভূঁইয়া মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শুক্রবার (০২ ফেব্রুয়ারী) সকাল ৭টায় ঢাকা এভারকেয়ার হাসপাতালে

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনিদের

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনি কমিউনিটির কতিপয় সদস্য। বৃহস্পতিবার (০১ ফেব্রুয়ারী) মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তারা। তবে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চলমান সংঘাতে ওয়াশিংটনের নীতি নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকায় তারা ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হননি।

এ বিষয়ে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিস্তিনি কমিউনিটির একটি দল বলেছেন, এ সময়ে এই ধরনের একটি সাক্ষাতের আমন্ত্রণ অপমানজনক।

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হচ্ছে বিশ্বে

পরিচয় ডেস্ক: ক্যানসারের ভয়াবহতার ক্ষেত্রেও ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য প্রকট হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যানসার গবেষণা এজেন্সি। গত বৃহস্পতিবার সংস্থাটি বলেছে, ২০২২ সালে আনুমানিক ২ কোটি মানুষ

বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

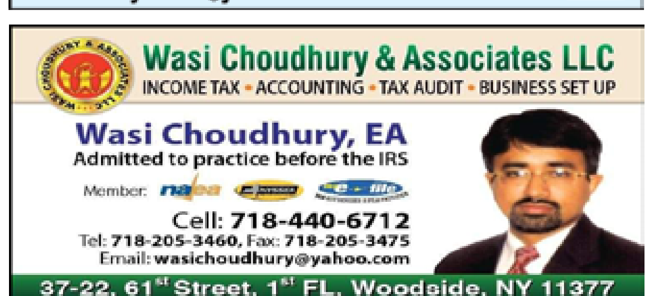

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯